স্বস্তিকা
৬৫ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।। ১১ মার্চ - ২০১৩।। ২৭ ফাল্গুন - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা
ক্যানিংয়ে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৭
বেছে বেছে হিন্দুদের টার্গেট করছে জামাতের দুষ্কৃতিরা □ ৮
নরেন্দ্র মোদীর ছায়া গুজরাটের সীমা ছাড়িয়ে
ছড়িয়ে পড়েছে □ সাধন কুমার পাল □ ১০
খোলা চিঠি : আম আর দুধ এক চায় একেরে পাইতে
□ সুন্দর মৌলিক □ ১১
এখান থেকে পালিয়ে কোথায় যাব □ অর্জুন মণি □ ১২
ক্যানিং-এর ঘটনা ও কিছু প্রশ্ন □ নীতিন রায় □ ১৫
এবার ইসলামিক সন্ত্রাসের শিকার ক্যানিং-এর
হিন্দুরা □ উপানন্দ ব্রহ্মচারী □ ১৭
পুরোহিত □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২১
দাসপুরে সিংহদের গোপীনাথের 'একরত্ন' □ ডঃ প্রণব রায় □ ২২
সূর্য ও শিবের পীঠস্থান সৌরাষ্ট্র □ রাজকুমার জাজোদিয়া □ ২৩
মহিলারাও পারেন লড়াই করতে □ ইন্দিরা রায় □ ২৬
আফজল গুরুর ফাঁসি : রাজনৈতিক সুবিধা লাভে
ইউ পি এ ব্যর্থ □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ২৭
আইন-শৃঙ্খলা ক্রমশ ভেঙে পড়ছে মালদায় □ ২৯
দুই নম্বর নজরুল ইসলামের যা করণীয় □ শ্রীচৈতন্য বর্ধন □ ৩০
প্রাসঙ্গিকী : সারা দেশ এখন সূর্য নমস্কারের মন্ত্রে
মন্দ্রিত □ সুকেশ মণ্ডল □ ৪১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □
সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৮ □ □ রঙ্গম : ৩৯□ □ □ শব্দরূপ : ৪০

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ২৭ ফাল্গুন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ১১ মার্চ - ২০১৩

দাম : ৭ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ ১৪-১৯

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ

বাংলাদেশে চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। একদিকে ভারতের রাষ্ট্রপতির সফর, অন্যদিকে জামাতের তাণ্ডব। এই তাণ্ডবের বলি সেদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে হিন্দুরা আবার পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বাংলাদেশে মৌলবাদী তাণ্ডব ও হিন্দুদের প্রকৃত অবস্থা নিয়ে লিখছেন— **বাসুদেব ধর, সাধন কুমার পাল** প্রমুখ।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

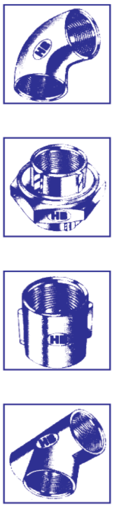

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ক্যানিংয়ের সংকেত

ক্যানিং-এর নলিয়াখালিতে হিন্দুদের উপর মুসলিম দুষ্কৃতিদের অমানুষিক তাণ্ডব চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গেও আগামীতে কি ভয়ঙ্কর দিন আসিতেছে। পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা আজ যে অত্যাচারের শিকার, মুসলিম মৌলবাদের দাপটে তাহাদের ধন মান প্রাণ অতিষ্ঠ, পশ্চিমবঙ্গেও তাহার সূচনা শুরু হইয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুরা যে ভাবে লাঞ্ছিত বঞ্চিত অবহেলিত, পশ্চিমবঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে হিন্দুরা একই ভাবে বঞ্চিত অবহেলিত এবং অত্যাচারিত। কিউবায় বোমা পড়িলে যাহারা কলকাতার রাজপথে মিছিল করিয়া থাকেন অথবা সদ্দাম হুসেনের ফাঁসির শোকে ঘন ঘন মূর্ছা যাইবার ভান করিয়া থাকেন তাহারা নলিয়াখালির ঘটনায় চক্ষুকর্ণ বুজিয়া থাকিবেন ইহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। কিন্তু যাহারা প্রত্যহ গুজরাত লইয়া কুমিরের কান্না কাঁদিয়া থাকেন তাহারাও এখন কোন গর্তে মুখ লুকাইলেন। আমাদের দেশে সংখ্যালঘুদের তোষণের মাধ্যমে পদবন্দনা করিবার নামই কি ধর্মনিরপেক্ষতা? এই দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হইতেছে হিন্দুকে শোষণ এবং মুসলমানকে তোষণ। আজ ইহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নলিয়াখালি, গড়ালহরা গ্রামে মুসলমানদের আক্রমণে দুই শত বাড়িঘর পুড়িলেও কোনও মানবাধিকার সংগঠন তাহাতে উদ্বিগ্ন হয় নাই। তথাকথিত কোনও মানবাধিকার নেতাও নলিয়াখালি যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। তিস্তা শীতলাবাদেরা এখন বোবা কালা হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। দিনের আলোয় পুলিশ প্রশাসনের চোখের সামনে ছাই হইয়া যাইল দুইটি হিন্দু গ্রাম, ইহাতে কাহারাও কিছু ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাইল না। এতবড় ঘটনা ঘটিবার ছবি কোনও বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও কিছুই দেখানো হয় নাই অথচ সেইদিন বাড়িঘর যখন পুড়িতেছে, অসহায় নরনারী যখন প্রাণের দায়ে ছুটিয়া পালাইতেছে তখন সেইখানে উপস্থিত ছিল একাধিক সংবাদমাধ্যম। ঘটনা হইল রুহুল কুদ্দুস নামের ঘুটিয়ারী শরীফনিবাসী এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায় নলিয়াখালির বাস রাস্তায়। তাহার এক আত্মীয় তাহাকে খুন করিয়া তাহার কাছে গচ্ছিত আট লক্ষ টাকা লইয়া পালাইয়া যায় বলিয়া অভিযোগ। কিন্তু এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে আরও অভিযোগ আবদুল সালাম মোল্লা নামে স্থানীয় হরিমোহন বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সাত আট হাজার দাঙ্গাবাজ জড়ো করিয়া হিন্দু গ্রাম দুইটিতে আক্রমণ করে। শোনা যাইতেছে ওই শিক্ষক ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের স্থানীয় সদস্য। এখন প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন নামক জঙ্গী দলের সদস্য হইয়াও বহাল তবিয়তে রহিয়াছেন কি করিয়া। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার সাম্প্রদায়িক জঙ্গীদের নিজেদের এলাকা দখলের কাজে লাগাইয়াছেন আর বর্তমান শাসক দল সেই শক্তিকেই দলের নেতৃত্ব দিবার সুযোগ করিয়া দিতেছেন। তাই ক্যানিং থানার সামনে দিয়া ট্রাক বোঝাই সশস্ত্র দুষ্কৃতিরা যাইলেও প্রশাসন নিশ্চুপ ছিল। পারিবারিক বিবাদে নিহত রুহুল কুদ্দুসের চারজন স্ত্রীর মধ্যে দুই স্ত্রীকে রাজনৈতিক নেতারা ব্যক্তিগতভাবে দেখা করিয়া ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ টাকা দিয়াছেন অথচ ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের সাহায্য দিবার বেলায় গড়িমসি চলিতেছে। এখন চেষ্টা চলিতেছে বিষয়টি চাপিয়া যাইবার।

পশ্চিমবঙ্গ আজ ধীরে ধীরে যেদিকে চলিতেছে তাহাতে হিন্দুদের সংগঠিত হইতে হবে এবং সম্পত্তি ও স্ত্রী কন্যার মান বাঁচাইতে ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। রাজনীতির ব্যবসায়ীরা, সংবাদের কারবারীরা যদি মুখ ঘুরাইয়া বসিয়া থাকেন তবে ওই পুড়ে যাওয়া গ্রাম নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ স্থির করুন। হিন্দুরা আপনার রক্ত আপনার ভাই। সংখ্যালঘু ভোটের কাঙাল কোনও রাজনৈতিক দল হিন্দুদের বাঁচাইতে আসিবে না। তাই নিজেদেরই স্থির করিতে হইবে নিজেদের ভবিষ্যৎ।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ইউরোপীদের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজকর্ম বন্ধ কর, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দু-চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর বলেছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কার্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হ'ল; ওরা—ইউরোপীরা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহা রজোগুণ, মহাকার্যশীল, মহা উৎসাহে দেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ ক'রে ভোগ করছে। আর আমরা কোণে বসে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি, 'নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্'।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সমীক্ষায় প্রকাশ : মাদার টেরেসার 'সেন্ট' ভাবমূর্তি সংবাদ মাধ্যমের প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মাদার টেরেসা আর যাই হোন, 'সেন্ট' নন— সম্প্রতি কানাডিয়ান গবেষকদের এক সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই ভাবমূর্তি একদল তোষামোদকারী ও প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যমের নিরন্তর প্রচারের ফল। টেরেসা তাঁর অনুগামীদের কাছে মহান কিন্তু মানুষের কষ্ট লাঘবের ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ফাউন্ডেশন বড়ই কৃপণ। রিলিজিয়াসেস নামে ধর্মীয়-বিজ্ঞান সংক্রান্ত ম্যাগাজিনের এই মাসের সংখ্যায় সমীক্ষাটি প্রকাশিত হয়েছে। সারা বিশ্বে মরণাপন্ন ও দরিদ্র মানুষের কাছে তিনি ঈশ্বরের বার্তাবহ বলে পরিচিত। কিন্তু কানাডার মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, তাঁর এই ভাবমূর্তি তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ভ্যাটিকান টেরেসার এই জটিল আচরণের দিকটা এড়িয়ে গিয়েছে— দেখেও দেখেনি। রোগীদের সেবার

জন্য তাঁর সন্দেহজনক কাজকর্ম যতটা না তাদের সুস্থ করতে পেরেছে, তার থেকে অনেক বেশি তাঁকে গৌরবান্বিত করার জন্য ঘটানো হয়েছে। টেরেসাকে এমন একটা সময়ে 'সেন্ট' মর্যাদায় ভূষিত করা হলো যখন চার্চগুলি খালি পড়ে থাকে এবং রোমান চার্চ কর্তৃপক্ষের প্রভাব ক্রমহ্রাসমান। আসলে চার্চগুলিকে পুনরুজ্জীবন ও তাদের অনুগামীদের উজ্জীবিত করতেই টেরেসাকে 'সেন্ট' মর্যাদা দেওয়া হয়।

মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকো-এডুকেশন বিভাগের গবেষক সার্জ লারিভি, জেনি বিভ চেনারড এবং ওটাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশন বিভাগের ক্যারল সেনিচেল প্রকাশিত প্রবন্ধটিতে মাদার টেরেসা-র কাজকর্ম নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁর ভাবমূর্তি যে শূন্যগর্ভ তা তুলে ধরেছেন। লারিভি-র বিশ্লেষণ অনুসারে প্রাপ্ত তথ্য টেরেসা মিথ-কে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছে। তাঁর বক্তব্য, টেরেসাকে 'সেন্ট' মর্যাদায় ভূষিত করার আগে রোগীদের সেবা কাজের নামে তাঁর সন্দেহজনক কাজকর্ম, তার প্রশ্নবোধক রাজনৈতিক যোগাযোগ, তাঁর প্রাপ্ত বিপুল অর্থের হিসাব-নিকাশ এবং গর্ভপাত, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে গোঁড়ামি ইত্যাদি নিয়ে ভ্যাটিকান কোনও বিচার-বিবেচনা করেনি।

হিলি সীমান্তে ধৃত ২৯ জন অনুপ্রবেশকারী

অজয় সরকার ॥ বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ঘটনা অব্যাহত রইল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে ফের অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে বিএসএফ ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ২৯ সদস্যের একটি বাংলাদেশীর দল। পুলিশসূত্রে জানা যায়, ধৃত এইসব অবৈধ অনুপ্রবেশকারিদের বাড়ি বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ, পাবনা ও ঠাকুরগাঁও এলাকায়। ধৃতদের মধ্যে ১০ জন পুরুষ, ৭ জন মহিলা ও ১২ জন শিশু আছে। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা যায়, কাজের সন্ধানেই তারা বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসে। গত ৩ দিনে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে এমন মোট ৪৬ জনকে আটক করল পুলিশ ও বিএসএফ। তবে এভাবে কাতারে কাতারে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ঘটনায় রীতিমতো চিন্তিত প্রশাসন।

হায়দরাবাদের বিস্ফোরণের পর পুলিশ ও বিএসফের নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে হিলি সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে ঢুকে পড়ছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিএসএফ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিএসএফ ও পুলিশ যুগ্মভাবে হিলির বালুপাড়া এলাকার বক্সিগঞ্জ পেট্রোল পাম্পের কাছ থেকে এই ২৯ জন বাংলাদেশী দলকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায়, মঙ্গলবার হিলির ডুমরন বর্ডার এলাকা দিয়ে দালালের সাহায্যে এদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসতে দালালরা তাদের কাছ থেকে মাথাপিছু দুই হাজার টাকা নেয়।

আফজলের ফাঁসির পর সালাম মোল্লা-রা সক্রিয় হয়ে উঠছে ক্যানিং-এ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ধর্মীয় সংগঠন আহলে হাদিশের মাধ্যমে এরাজ্যে আবার লস্কর-ই-তৈবা ঘাঁটি তৈরি করতে নেমেছে। এই সংগঠনের সাহায্যে আগেও এরাজ্যের বহু স্থানে ঘাঁটি গেড়েছিল তারা। কয়েকবছর পূর্বে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থেকে দুই লস্কর জঙ্গি মহম্মদ মুস্তাক ও হাসানুজ্জামানকে গ্রেপ্তারের পর আহলে হাদিসকে সামনে রেখে ঘাঁটি তৈরির প্রমাণও পেয়েছিলেন গোয়েন্দারা। সেই সময় আহলে হাদিসের বিভিন্ন কেন্দ্র এবং ধর্মীয় স্থান ও এই সংগঠনের সমর্থকদের 'ওয়াহাবি' বলা হয়। ধর্মীয় দিক থেকে এঁরা অত্যন্ত গোঁড়া। গোয়েন্দাদের ধারণা লস্কর-ই-তৈবার নেতারা আহলে হাদিসে বিশ্বাসীদের মধ্যে থেকেই নিজেদের সংগঠনে সদস্য নিয়োগ করতে বেশি পছন্দ করেন। কারণ নিজেদের এলাকা থেকে লোক নিয়োগ ও মগজধোলাই করতে সিদ্ধহস্ত ওয়াহাবিরা। গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট বলছে কলকাতা জোড়াসাঁকো থানা এলাকার কলিন্স লেনে আহলে হাদিসের একটি ধর্মস্থানকেন্দ্র ছিল। বেনিয়াপুকুর থানা এলাকার তাঁতিবাগানে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং ও মালদা মুর্শিদাবাদ জেলায় আহলে হাদিসের ধর্মস্থানকেন্দ্র রয়েছে। এই আহলে হাদিসের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠা নলিয়াখালি জি এন হরিনারায়ণ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক আবদুল সালাম মোল্লা। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন ও জামাতে ইসলামির যুবশাখার সদস্য। এর পূর্বে ২০০০ সাল নাগাদ তিনি ছিলেন ঋতু ভকত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। সে সময় ওই বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো যাতে ছাত্রেরা করতে না পারে তার জন্য ফন্দি এঁটেছিলেন। কিন্তু ছাত্রদের দৃঢ়তায় এবং স্থানীয় সিপিএম নেতা ওয়েদ আলি শেখের সহায়তায় সে বছর ছাত্রেরা সরস্বতী পুজো করে। এই সময়ই সিপিএমের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় পার্টি এবং এবিটিএ সদস্যপদ ত্যাগ করেন। বদলি হয়ে চলে আসেন নলিয়াখালির জি এন হরিনারায়ণ বিদ্যাপীঠে। সিপিএম এবং তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে মুসলিম ধর্মগুরু হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সঙ্গে। সংসদে জঙ্গি হামলার মূল ষড়যন্ত্রী আফজল গুরুর ফাঁসির পর নলিয়াখালিতে শোকসভার আয়োজনও করেছিলেন এই আবদুল সালাম মোল্লা। ওই সভায় তার ভাষণে ছিল হিন্দু বিদ্বেষ। সেখানে বলা হয়েছিল, 'ভারতীয় হিন্দুরা সকলেই কাফের। তাই হিন্দুরা আল্লার মহান সেবক

দোকানে দুষ্কৃতীদের অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাট।

আজমল কাসভ এবং আফজল গুরুকে হত্যা করেছে। সাচ্চা মুসলমানরা এর বদলা নেবেই।'

বছর কয়েক আগে খোদ মধ্য কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিল লস্কর-ই-তৈবার নেতা তারিক। গোয়েন্দা পুলিশ জানিয়েছে, এই জঙ্গি নেতা নিজে জামসেদপুরের বাসিন্দা হলেও বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ নিতে যায়। অভিযোগ সেই সময় তার সহায়ক ছিল এই আবদুল সালাম মোল্লা। তখন তার সঙ্গে আজকের নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির ঘনিষ্ঠতা ছিল প্রবল। এই সময় একটি মুসলিম সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগেরও দায়িত্বে ছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সময়ের রাজ্য সরকারের গরজ না থাকায় ধৃত বহু সিমি সদস্যরা বেকসুর খালাস পেয়ে যায় এবং অনেকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করাই হয়নি। এই কারণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে মহাকরণে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরে কড়া নোট পাঠিয়ে এই ঢিলেমির জন্য অসন্তোষ জানানোও হয়। সেইসঙ্গে রাজ্যের পুলিশ ও গোয়েন্দাবাহিনীর দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই সময় দুই ২৪ পরগণা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং খোদ কলকাতায় সিমির কার্যকলাপ দ্রুত ছড়াচ্ছিল। আজ আবার রাজ্যে সক্রিয় হচ্ছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের কয়েক মাস পর থেকেই মালদহ, মুর্শিদাবাদ সহ দুই ২৪ পরগণায় ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের ক্ষমতা বিস্তার করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। জঙ্গি সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের 'বেনিয়াপুকুর মডিউল' নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে— জাল নোট পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত হায়দরাবাদ থেকে ধৃত শেখ আমজাদ ওরফে খোজাকে জেরা করতে কলকাতায় এসে সম্প্রতি রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশকে এই বার্তাই দিয়ে গেছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এন আই এ)। উল্লেখ্য এন আই এর সুপার নীতিশকুমারের নেতৃত্বে এই দল গত বুধবার কলকাতায় আসে। কলকাতা এবং দুই ২৪ পরগণার বেশ কিছু যুবক তাঁদের সন্দেহের তালিকায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। রাজ্য সি আই ডি সূত্রের খবর— 'বেনিয়াপুকুর মডিউলের বহু পুরনো সদস্যই আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই দলে নলিয়াখালি জি এন হরিনারায়ণ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক আবদুল সালাম মোল্লাও রয়েছেন কিনা তা অনুসন্ধানের বিষয়। তবে আজমল কাসভ এবং আফজল গুরুর ফাঁসির পর এরা যে নানাভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তারা রাজ্য গোয়েন্দারাও স্বীকার করেছেন।

রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে নীরব। কারণ সরকার পরিবর্তনের পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলমান সংখ্যালঘুদের শাসক দলের উপর বিরাগ ক্রমশ বাড়ছে। তাই জঙ্গীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা না নেওয়ার এটা অন্যতম কারণ। মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের লালসায় তোয়াজের চেষ্টা। সেই তোয়াজেরই ফল স্বরূপ ক্যানিং এবং নলিয়াখালির ঘটনায় মদন সরদার, সেন্টু সরদার আর নবকুমার নস্করকে জড়িয়ে দিয়ে ঘটনা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে প্রশাসন এবং স্থানীয় পুলিশ। কিন্তু এন আই এ-র সুপার নীতিশ কুমার নলিয়াখালির ঘটনাও অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং এতে আবদুল সালাম মোল্লার প্রকৃত পরিচয় এবার উদঘাটিত হতে পারে।

বেছে বেছে হিন্দুদের টার্গেট করছে জামাতের দুষ্কৃতিরা

গূঢ়পুরুষের কলম

বাংলাদেশে তালিবানি সংগঠন জামাত-ই-ইসলামির উগ্র সমর্থকরা এবার খোলাখুলিভাবে সেদেশের নির্বাচিত আওয়ামি লিগের সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই বাংলাদেশ এখন গৃহযুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনাকে সতর্ক করলেও পথে নামাননি। তার একটাই কারণ, অতীতে বাংলাদেশে এমন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে সেনা বাহিনী শান্তিরক্ষার পরিবর্তে শাসন ক্ষমতাই দখল করে নিয়েছে। বাংলাদেশে হিংসার আগুনে কমপক্ষে ৬০ জন মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন। মৃত্যুর খতিয়ান, শাহবাগ ময়দানে জামাত-বিরোধী নবীন প্রজন্মের জমায়েত, রাজাকারদের ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন এ সবই প্রতিদিন কলকাতার বাংলা-ইংরাজি সংবাদপত্রে ছাপা হয়। কিন্তু যে সংবাদ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নীরব তা হলো বাংলাদেশে বসবাসকারী স্বল্পসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ পরিবারের উপর জামাতের বর্বর হামলা। ঢাকার শাহবাগে নবীন প্রজন্ম যখন মৌলবাদী জামাতকে উৎখাতের দাবিতে অহিংস সত্যাগ্রহ করছেন তখন মওকা বুঝে জামাতের সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা দেশজুড়ে বেছে বেছে হিন্দু ও বৌদ্ধদের বাড়ি লুঠ করছে। হিন্দু মেয়ে বউদের চরম লাঞ্ছনা করছে। ভারত সরকার সব জানে। তারপরেও দেশের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সদলবলে বাংলাদেশ সফর করলেন। ভারত-বাংলাদেশ সুসম্পর্কের কথা বললেন। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর চলা নারকীয় অত্যাচার বন্ধ করা নিয়ে একটি বাক্যও খরচ করলেন না।

প্রকাশ্য রাস্তায় জামাতের তাণ্ডব।

ভারতে সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশে হিন্দু-নিধন সম্পর্কিত সংবাদ 'ব্ল্যাক আউট' করলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ দৈনিক কাগজ হিন্দুদের উপর চলা জামাতের অত্যাচারের খবর প্রতিদিন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে চলেছে। এর থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যম যতটা সাহসী ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করে, ভারতের সংবাদমাধ্যমের সাহস ও নিরপেক্ষতা তার তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছে। উগ্র মৌলবাদী মুসলমানদের হামলার আতঙ্কে ভারতীয় সাংবাদিকদের হাত থেকে কলম পড়ে যায়। তাই সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিংয়ে উগ্রবাদী মুসলমানরা হিন্দুদের ৯০০ বাড়ি পুড়িয়ে দিলেও সেই খবর কলকাতার কোনও একটি খবরের কাগজে ছাপা হয় না। টিভি চ্যানেলে 'ব্রেকিং নিউজ' হয় না। কিন্তু যদি ঘটনাটি এর উল্টো হোত তবে দেখতেন চ্যানেলে—কাগজে প্রতিযোগিতা চলতো কে কত ফলাও করে মুসলমানের উপর হিন্দুর অত্যাচারের খবর প্রচার করতে পারে। সোজা কথায়, ভারতের সংবাদমাধ্যম নিরপেক্ষ নয়।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৭ এবং ১৯৮৮ সালে দু'বার সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে দেশের বা রাষ্ট্রের ধর্ম ঘোষণা করে। এই সংশোধনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামে অবিশ্বাসীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করা। অর্থাৎ, হিন্দু, বৌদ্ধ, আহমেদিয়া মুসলমানরা সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত থাকবেন। সেই আইন আজও অবাধে চলছে বাংলাদেশে। এমন পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র সাহসের সঙ্গে হিন্দুদের উপর মৌলবাদীদের অত্যাচারের কথা ছাপতে ভয় পায় না। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের উপর গত ১ মার্চ জামাতের বর্বর হামলার পর 'বাংলাদেশ ফেডারেল জার্নালিস্টস্ ইউনিয়ন' লিখিত বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করেছে, মৌলবাদী জামাতকে সমর্থনকারী সাংবাদিকদের দেশের এই সর্বপ্রধান সংগঠন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। ভারতের কোনও একটি সাংবাদিক

সংগঠন আজও এতবড় কথা বলার সাহস দেখাতে পারেনি।

ঢাকায় প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র 'ডেলি স্টার' জানিয়েছে প্রাক্তন রাজাকার ও মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকসেনার সহযোগী ঘাতক জামাত নেতা দেলওয়ার হোসেন সাইদিকে ফাঁসি দেওয়ার শাস্তি ঘোষিত হওয়ার পর বাংলাদেশজুড়ে জামাত সমর্থকরা দাঙ্গা শুরু করেছে। এই দাঙ্গার অন্যতম লক্ষ্য হিন্দুরা। কারণ, জামাত নেতৃত্ব বিশ্বাস করে হিন্দুরা বরাবরই শাসকদল আওয়ামি লিগের সমর্থক। এই আওয়ামি লিগের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনার মদতকারী রাজাকারদের বিচারের জন্য 'ট্রাইবুন্যাল' গঠন করেন। এই ট্রাইবুন্যাল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দুই জামাত জল্লাদ আবুল কালাম আজাদ এবং দেলওয়ার হোসেন সাইদিকে ফাঁসির আদেশ দেয়। আজাদ আগেই বিদেশে আত্মগোপন করে থাকায় আপাতত ফাঁসিতে ঝোলানো হবে শুধু একা সাইদিকে। ফাঁসির আদেশ ঘোষণার পরেই দেশজুড়ে হিংসা ছড়ায়। 'ডেলি স্টার' জানিয়েছে, শনিবার (২ মার্চ) সারাদিনে বেছে বেছে হিন্দুদের টার্গেট করে জামাতের দুষ্কৃতিরা। বাংলাদেশের নোয়াখালি, গাইবান্ধা, চট্টগ্রাম, রংপুর, শ্রীহট্ট এবং রাজগঞ্জ এলাকায়। শনিবারেই এখানের ছয়টি মন্দির আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় দুষ্কৃতিরা। অসংখ্য হিন্দু বাড়িতেও আগুন দেওয়া হয়। লুঠ করা হয় হিন্দুদের দোকান। শনিবার দিনেই বাড়ি থেকে টেনে বার করে খুন করা হয় ১৪ জন হিন্দু পুরুষকে। হিন্দু হত্যার প্রধান অপরাধী জামাতের ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবির। বলা যেতে পারে এই ছাত্র শিবিরের নেতৃত্বেই তালিবানি কায়দায় এখন বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধে হিন্দুদের রক্ষা করার কেউ নেই।

একটা কথা ভুললে চলবে না যে স্বাধীন বাংলাদেশের নায়ক শেখ মুজিবর রহমান মৌলবাদী জামাতের বিষ বৃক্ষের চারা সযত্নে রোপণ করেছিলেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি সর্বপ্রথম জল্লাদ রাজাকার বাহিনীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমা করার ঘোষণা করেছিলেন। এই অন্যায় ক্ষমা প্রদর্শনের পাপের শাস্তিও তিনি পেয়েছেন। ১৯৭৫ সালে ইসলামি ঘাতক বাহিনীর হাতে ধানমণ্ডীর বাসভবনে সপরিবারে খুন হয়ে যান শেখ সাহেব। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা তখন বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। এরপর ২০১০ সালে ১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধে ঘাতক জামাতের নেতাদের যুদ্ধপরাধী ঘোষণা করে বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল গঠন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের এক নম্বর ঘাতক জামাত নেতা সাইদির বিরুদ্ধে মোট ২০টি যুদ্ধপরাধের অভিযোগ দায়ের করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো ১৯৭১ সালের মে মাসে জল্লাদ সাইদি পাক সেনাদের ডেকে এনে পিরোজপুরের ধোপাবাড়ি এলাকায় বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়িতে অগ্নি-সংযোগ করে। এরপর হিন্দুদের রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে পাক সেনারা গুলি করে হত্যা করে। এখন দেখার যে বাংলাদেশ সরকার সাইদিকে গণহত্যার অপরাধে ফাঁসিতে ঝোলায় কী না। ভারত ঘাতক আফজল গুরুকে ফাঁসিতে ঝোলাতে বহু বছর সময় নেয় মৌলবাদী মুসলিমদের ভয়ে। বাংলাদেশও শেষপর্যন্ত জামাতের ঘাতকদের কাছে নতি স্বীকার করে কী না সেটাই এখন দেখার।

রামসেতু ভাঙার চেষ্টা করছে ইউপিএ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইউপিএ সরকারের রামসেতু ধ্বংসের পরিকল্পনায় গত ২৬ ফেব্রুয়ারি উত্তাল হয়ে উঠে রাজ্যসভা। সরকারের পক্ষ থেকে রামসেতু ভাঙার দাবী জানিয়ে সুপ্রীম কোর্টে যে হলফনামা পেশ করা হয়েছে তা নিয়ে সরকার পক্ষের সঙ্গে বিরোধীদের প্রবল বাক্-বিতণ্ডা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত রাজ্যসভার সেই সময়ের চেয়ারম্যান ই এন এস নাটবিপ্লব, সভা মুলতুবি করে দেন। এর আগে জাহাজ মন্ত্রকের পেশ করা হলফনামা নিয়ে শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট রামসেতু না ভেঙে কোনও বিকল্প পথের সন্ধান করার জন্য সরকারকে খতিয়ে দেখতে বলেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেতুসমুদ্রম প্রকল্পটি কার্যকর করা নিয়ে প্রখ্যাত পরিবেশবিদ আর সি পাচৌরির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি জানায়, অর্থনৈতিক ও পরিবেশ— দুদিক থেকেই প্রকল্পটি লাভজনক **(Unviable)** নয়। সরকার পাচৌরি কমিটির রিপোর্ট সুকৌশলে বাতিল করে দেয়। নিজেদের মতো করে সরকার দ্রুত প্রকল্পটি কার্যকর করতে উদ্যোগ নেয়। প্রজেক্ট ছাড়পত্র পায় ২০০৪ সালে 'ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (এন ই ই আর আই) এবং প্রজেক্ট কনসান্ট রামবল কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড থেকে। সরকার সম্প্রতি এই ছাড়পত্রের ভিত্তিতেই সুপ্রীমকোর্টে হলফনামা পেশ করে।

'জিরো আওয়ারে' বিষয়টি উঠলে বিজেপির প্রকাশ জাভড়েকর হলফনামাটি প্রত্যাহার করার দাবি করেন সরকারের কাছে। তিনি আরও বলেন, পচৌরি কমিটি যে প্রস্তাব দিয়েছে রামসেতু ধ্বংস না করে অন্য পথ দিয়ে প্রকল্পটি কার্যকর করার, সরকার তা গ্রহণ করুন।

জাভড়েকর অভিযোগ করেন, সরকার জনগণের ধর্মীয় ভাবাবেগ বুঝতে পারছে না। সেই সঙ্গে অবহেলা করছে প্রাচীন ঐতিহ্যশালী সম্পদের সংরক্ষণেরও। যদি সরকার হলফনামা প্রত্যাহার না করে তাহলে বিজেপি বড়সড় আন্দোলনে নামবে বলে তিনি জানান।

বিজেপির মুখপাত্র ও রাজ্যসভার সাংসদ রবি শঙ্কর প্রসাদও বলেন— ''রাম ছাড়া ভারত অস্তিত্বহীন, রামসেতু শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতীয় সম্পদ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতীয়দের ভাবাবেগ, স্বাভিমান।'' তিনি দাবি করেন, সরকার এ বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা এম, বেঙ্কাইয়া নাইডুও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে সঠিক প্রতিক্রিয়া দিক। তিনি অভিযোগ করেন এই সরকারের কাছে ভগবান রামের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা নেই।

সংবাদ প্রতিবেদন

নরেন্দ্র মোদীর ছায়া গুজরাটের সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে

সাধনকুমার পাল

গুজরাটের সৌরাষ্ট্র এলাকার জামনগর জেলার ছোট শিল্প শহর সলাইয়া (Salaya)। জনসংখ্যার ৯৮ শতাংশ ধর্মে মুসলিম। গত ১০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেল ২৭ আসনের ২৭টি বিজেপির দখলে। পৌরসভা গঠনের প্রায় ২৫ বছর পর এই প্রথম সলাইয়া দখল করে বিজেপি কংগ্রেসকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিল।

একই দিনে ঘোষিত ৭৫টি পৌরসভা নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে বিজেপির দখলে গেছে ৪৭টি। বিজেপি তৃতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেসের স্বাভাবিক সমর্থক হিসেবে পরিচিত গুজরাটের মুসলমানদের আচরণ ও ভাবনার এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনই নরেন্দ্র মোদীকে সকাল সন্ধ্যা গালমন্দ না করে অন্ন জল গ্রহণ করেন না তাদেরও বাক সংযমে বাধ্য করেছে।

মোদী ঘনিষ্ঠ সরকারি আধিকারিক, রাজনৈতিক কর্মীদের ভাষ্য ও মিডিয়ার ছড়ানো ছেটানো রিপোর্ট একত্রিত করলে দেখা যাবে শুধু বিজেপির মধ্যেই নয়, আমজনতাও প্রত্যক্ষ রাজনীতির পরিসরের বাইরের লোকেদের মধ্যেও ভাবি প্রধানমন্ত্রীত্বের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর নাম জড়িয়ে যাওয়ার পর চলছে নানা জল্পনাকল্পনা। পরিবর্তন নাকি দেখা যাচ্ছে খোদ নরেন্দ্র মোদীর আচরণেও। যেমন মোদীর বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ উনি একনায়কের মতো কাজ করেন ও সিদ্ধান্ত নেন। মোদীর ছায়াসঙ্গী সরকারি আধিকারিকদের বক্তব্য এখন নাকি মোদী পার্টি কর্মী, মন্ত্রী-এম এল এঁদের কথা নিয়মিত মন দিয়ে শোনেন। কিছু কিছু অনুষ্ঠান যেখানে আগে মোদী একাই আসন অলঙ্কৃত করতেন এখন সেখানে ওঁর মন্ত্রীসভার বিভিন্ন মন্ত্রীদেরও দেখা যাচ্ছে। চোখে পড়ার মতো এই সমস্ত পরিবর্তন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে নাকি রীতিমতো কানাঘুসো হয় যে মোদী কি তাহলে ঘর গুছিয়ে প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রস্তুতি নিচ্ছেন? অতি শীঘ্রই বর্তমান সেক্রেটারিয়েটের পাশেই উচ্চ নিরাপত্তাযুক্ত নতুন ইমারতে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর স্থানান্তরিত হচ্ছে। মোদী ঘনিষ্ঠ প্রশাসনের লোকেরা এই নতুন অফিস পরিসরকে দিল্লীর অনুকরণে নর্থব্লকের পর সাউথ ব্লক বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করেছেন। দিল্লীর শ্রীরাম কলেজ অফ কমার্সে সফল ভাষণ দিয়ে হইচই ফেলে দেওয়ার খবর মিডিয়ার দৌলতে সবার জানা। রাজ্যের বাইরে এরকম জাতীয় ইস্যুতে মোদী যে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন আরও দু-একটি ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট। যেমন, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো না থাকা সত্ত্বেও মোদি রাজ্যপাল কমলা বেনিওয়ালের নাতনীর বিয়েতে রাজস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানেও বিয়েবাড়ির প্রবেশ দ্বারের মুখেই মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্বের পক্ষে স্লোগান উঠে।

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নরেন্দ্র মোদীর ভাবি প্রধানমন্ত্রীত্বের জল্পনা কল্পনা দেশের সীমা ছাড়িয়ে যে বিদেশের মাটিতেও ছড়িয়ে পড়ছে, বিদেশি সমালোচকেরাও রণে ভঙ্গ দিয়ে মোদীর উদ্দেশ্যে সন্ধিপ্রস্তাব পাঠাচ্ছে। যেমন, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ইউ এস হাউস অফ রিপ্রেজেনটিটিভ-এর ফ্লোরে ভাষণ দিতে গিয়ে একজন কংগ্রেসম্যান সরাসরি নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে সওয়াল করে যা বলেন তার মর্মার্থ হলো, তিনি আশা করেন দেশেবিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বিশ্ব অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য নরেন্দ্র মোদীর ভাবনা ও প্রয়াসকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খোলাখুলি পূর্ণ সমর্থন করে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। কারণ মোদীর অসাধারণ নেতৃত্বে গুজরাট এখন ভারতীয় অর্থনীতির পাওয়ার হাউসে পরিণত হয়েছে।

২০০২-এর গুজরাট দাঙ্গার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মোদীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ছিল। গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। গত ৮ ফেব্রুয়ারি সংবাদমাধ্যমে ভেসে আসে মোদীর ওপর থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের খবর। চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নেতা ও এমপি মিলে যে পাঁচ জন ব্যাঙ্গালোরে রবিশঙ্করের আর্ট অফ লিভিং এর কনফারেন্স-এ যোগ দিতে এসে ছিলেন নরেন্দ্র মোদী ওঁর গান্ধীনগরের অফিসে বসে স্কাইপের (skype-ইন্টারনেট টেলিফোন) মাধ্যমে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে মোদীর ব্লগ থেকে জানা যায় চলতি বছরের নভেম্বরে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য উনি নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ২০০২-এর দাঙ্গার পর থেকে গুজরাট ও এই রাজ্যের কর্ণধার নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে উঠা সমালোচনার ঝড় বর্তমান সময়ের সমস্ত ঝড়ের রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। জুজুর ভয় দেখিয়ে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক লুট করতে, 'অসাম্প্রদায়িক' ইমেজ গড়ে তুলতে এতদিন 'নরেন্দ্র মোদী'ই ছিলেন ব্রহ্মাস্ত্র। এক সময় নরেন্দ্র মোদীকে মওত কা সওদাগর বলে সোনিয়া গান্ধী উচিত শিক্ষা পেয়ে সেসব কথা আর ভুলেও দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করেননি। দেশে বিদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর জেরে এখন মোদীর কট্টর সমালোচকদেরও যেন অনেকটাই ক্লান্ত ও দিশেহারা দেখাচ্ছে। কারণ এত সমালোচনার পরেও মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছায়া যে গুজরাটের সীমা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ছে ভাবি প্রধানমন্ত্রীত্বের মসনদ পর্যন্ত এ আলোচনা এখন প্রত্যক্ষ রাজনীতির বাইরেও। দেশে বিদেশে গুজরাট আখ্যায়িত হচ্ছে দেশের অর্থনীতির পাওয়ার হাউস হিসেবে। মোদী ও তার দল বিজেপিকে মোকাবিলা করতে হলে আগামী দিনে ওই সমস্ত পুরানো অস্ত্র যে আর তেমন একটা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা নেই বর্তমান ঘটনাবলীর ইঙ্গিত কিন্তু সেদিকেই। ২০১৪ এর লোকসভা নির্বাচন যদি রাহুল বনাম নরেন্দ্র মোদী হয় তাহলে কংগ্রেস কিভাবে এই নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

আম আর দুধ এক চায় একেরে পাইতে

প্রিয় পাঠক

অনেকদিন পর আপনাদের জন্যই এই চিঠি।

রাজ্যের তিন বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল জানার পর থেকেই আপনাদের জানাতে ইচ্ছে করছে কতগুলো কথা। কারণ ফলের সাধারণ হিসেব আর গভীর হিসেবে অনেক ফারাক। আকাশ পাতাল ফারাক। সাদা চোখে তিন কেন্দ্রে সফল তিন শিবির। মালদহের ইংলিশবাজরে দখল নিল তৃণমূল। বীরভূমের নলহাটি উপনির্বাচনে আসন খোয়াতে হয়েছে কংগ্রেসকে। নলহাটি আসনে জয়ী ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী। রেজিনগর আসন অবশ্য ধরে রাখতে পেরেছে কংগ্রেস। বাম বা তৃণমূল বিধানসভায় একটি করে আসন বাড়াতে পারলেও কংগ্রেসের দুটি আসন কমে গেল।

রেজিনগর আসনে আর এস পি প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম মণ্ডলকে এগারো হাজার সাতশ চব্বিশ ভোটে হারালেন কংগ্রেস প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। তাঁর মোটপ্রাপ্ত ভোট ছেষট্টি হাজার সাতশো পাঁচ। অপরদিকে চল্লিশ হাজার ন'শ দুই ভোট পেয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন কবীর।

প্রাথমিকভাবে উপনির্বাচনের ফলে তিন শিবির একটি করে আসন পেলেও দিনের শেষে হিসেব বলছে বিধানসভায় অনেকটাই শক্তি ক্ষয় হলো কংগ্রেসের। গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পায় ১৮৪টি আসন। এরপর বসিরহাট উত্তর এটিএম আবদুল্লার জয় এবং এবার কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর জয় সেই সংখ্যাকে ১৮৬-তে নিয়ে গেল। অন্য দিকে বামফ্রন্টের আসন বসিরহাট উত্তরে একটি কমে গেলেও ফের নলহাটির জয় সংখ্যাটা ৬২-ই রাখল। আর কংগ্রেসের ৪২ থেকে হয়ে গেল ৪০। ফলে বিধানসভায় শক্তি বিন্যাস দাঁড়াল এইরকম।

দল	২০১১	২০১৩
তৃণমূল কংগ্রেস	১৮৪	১৬৬(+২)
বামফ্রন্ট	৬২	৬২ (০)
কংগ্রেস	৪২	৪০ (—২)

এই প্রথমবার ঘাসফুল ফুটল মালদহের ইংলিশবাজারে। কংগ্রেসকে তৃতীয়স্থানে পাঠিয়ে কুড়ি হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর উপনির্বাচনে জয় পেয়ে উচ্ছ্বসিত কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ। কংগ্রেস অনেক পিছনে ফেলে সিপিএমের থেকে ২০ হাজার ৪৫২ ভোট বেশি পেয়ে মালদহের ইংলিশবাজার বিধানসভার দখল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। জয়ী হলেন তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। ফল ঘোষণার পর কৃষ্ণেন্দু বলেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিই এই জয়ের মূলধন। আর এই জয় সেই উন্নয়ন যজ্ঞকে আরও তরান্বিত করবে। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুবাবুকে একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, রেজিনগর কিংবা নলহাটিতে সেই বিজয় রথ থমকে গেল কেন? সেখানে কি তবে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন কর্মসূচির পরাজয়?

শুধু শুধু অবশ্য তাঁকে বিরক্ত করার মানে হয় না। কারণ তিনি শুধু একা নন গোটা রাজ্যে জানে ইংলিশবাজারের জয় আসলে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের জয়। এটা আদৌ তৃণমূলের জয় নয়। ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মাতেই তিনি জিতেছেন। আর ঠিক তেমনি ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মাতেই হেরেছেন হুমায়ুন কবির। রাজ্যের মন্ত্রী উপনির্বাচনে হেরে গেছেন এমন নজির তৈরি করে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। মন্ত্রী হিসেবে ১৯ মে পর্যন্ত তাঁর আয়ু আছে। তবে নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ১৯ মের আগে মিছিমিছি পদত্যাগ করে আবার শপথ নিয়ে আরও ছ'মাস আয়ু বাড়াতে পারেন। লজ্জার মাথা খেয়ে সেকথা জানিয়েও দিয়েছেন মুকুল রায়। তাঁর যুক্তি, গত বিধানসভা নির্বাচনেই শুধু নয়, অতীতে কখনই মালদহের ইংলিশবাজার, মুর্শিদাবাদের রেজিনগর কিংবা বীরভুমের নলহাটিতে জয় পায়নি তৃণমূল কংগ্রেস। সেই অর্থে এই উপনির্বাচন বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি ১৮৫ থেকে ১৮৬-তে পৌঁছে দিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, এই ভোটে একলা লড়ে যে পরিমাণ ভোট ঘাসফুলে পড়েছে তাতে ওই তিন জেলায় পঞ্চায়েত ভোটের ফল ভাল হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। কিন্তু পাঠক তেমন কোনও গন্ধ পাচ্ছেন কি। কৃষ্ণেন্দুর ক্যারিশ্মায় একটা এক নম্বর হলেও যে জনতার ভোটে বাকি দু'জায়গায় তিন নম্বরে স্থান হয়েছে।

ওদিকে আবার ভোট কাটাকাটিতে নলহাটিতে জয় পেয়েও তেমন উচ্ছ্বসিত হতে পারছে না বাম শিবির। ২০১৩-র উপনির্বাচনের হিসেবটা এই রকম।

বাম ভোটে ভাটা

কেন্দ্র	২০১১	২০১৩
ইংলিশবাজার	৩৯.১৫%	২৭.৯৯%
রেজিনগর	৪৪.১২%	৩৩.২৩%
নলহাটি	৩৯.২৫%	৩৩%

আর কংগ্রেস? অধীররঞ্জন চৌধুরীর ক্যারিশ্মাই যে একমাত্র সম্বল সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছে উপনির্বাচনের ফল। আর সে ক্যারিশ্মা রেজিনগরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

সুতরাং পাঠকগণ। প্রস্তুত থাকুন। আবার জোটের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। খেয়াল রাখুন নেতাদের গতিবিধির ওপর। মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তার ওপর। না, পঞ্চায়েত নির্বাচনেই তেমন অঘটন না ঘটলেও লোকসভা নির্বাচনে আগে দুধে সরি হাতে-ফুলে মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

— **সুন্দর মৌলিক**

এখান থেকে পালিয়ে কোথায় যাব?

অর্জুন মণি

''বাড়ির লোক বলছিল, চলো বাচ্চাটা নে অন্য কোথাও পাইলে যাই। দেশ ছেড়ে পালিয়ে কোথায় যাব বাবু?'' গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দুপুর বারোটায় নলিয়াখালি গ্রামের

নিজভূমে পরবাসী : দাঙ্গা ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের ঠাঁই আপাতত গ্রামের চৌহদ্দির বাইরেই।

বাসুদেব নস্করের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ২০ তারিখ দুপুরে অধ্যাপক তথাগত রায়ের হাত ধরে হাউমাউ করে কাঁদছিল বাসুদেব আর তার স্ত্রী নমিতা। ওদের পাকা বাড়ির আজ আর কোনও অস্তিত্ব নেই। গতদিন থেকে ওদের ঠিকানা খোলা আকাশের নীচে, নমিতার পরনের একখানা শাড়ি ছাড়া আর কিছু বের করে আনতে পারেনি। দাঙ্গাবাজরা না হলে তাকে ছিঁড়ে ফেলত। উপরের কথাগুলো তাই গভীর হতাশার সঙ্গে বলছিল বাসুদেব। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দুদের উপর ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস। ভয়ে পালিয়ে যাবে কোথায়? নলিয়াখালি আর গলাডহড়া গ্রামের ২৩০টি পরিবার যারা কোনওরকম ভাবে কল্পনাই করেনি যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা পথের ভিখারী হয়ে যাবে, তাদের সকলের ভয়ার্ত চোখে একটাই প্রশ্ন, 'পালিয়ে যাব কোথায়?'

ভারতবর্ষ এক ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। বিগত বামফ্রন্টের সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গ তার মধ্যে আবার একটু প্রগতিশীল। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী গত ২২ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং শহরের স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে বলেছিলেন, 'গুজরাত দাঙ্গা করতে পারে, আমরা পারি না।' মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সেখানে ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেখান থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরের ঘটনাই এটা। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ছারখার হয়ে গেল দুটো হিন্দু গ্রাম। নলিয়াখালি আর গলাডহড়া। যাদের ঘর পুড়েছে তাদের কারও বিরুদ্ধে পুলিশের খাতায় কোনওরকম অভিযোগ আজ পর্যন্ত নেই। তারা কোনওরকম প্ররোচনামূলক কাজ করেনি। তাদের মধ্যে সবরকম রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থক আছেন। কিন্তু তাদের সকলের একটাই অপরাধ যে তারা হিন্দু।

ঘটনার শুরুটা ১৯ তারিখ ভোর রাতে। সকালবেলা জামতলা থেকে আসা বাসের ড্রাইভার কন্ডাক্টার নলিয়াখালি গ্রামের পাশের রাস্তায় একটি মৃতদেহ দেখতে পায়, তখন সময় ভোর ৩-৫০ মিনিট। বাসের কন্ডাক্টর বিশ্বনাথ সিংহের বক্তব্য অনুসারে তারা তখনই ক্যানিং থানার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশও সকাল ৬টার মধ্যেই অকুস্থলে পৌঁছে যায়। তখনই দাঙ্গার পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। আব্দুল সালাম মোল্লা নামে স্থানীয় এক স্কুল মাস্টারের নেতৃত্বে কিছু মৌলবাদী রটাতে থাকে যে মৃত রহুল কুদ্দুসকে হিন্দুরাই হত্যা করেছে। তারা ফোন করে মসজিদে মসজিদে ফাজরের নমাজের জন্য আযান দেওয়ার সময় এই মিথ্যে কথা সম্প্রচার করতে বলে। ওই সময় মাত্র জনা আটেক লোকের বাধা দেওয়াতে পুলিশ মৃতদেহটি ঘটনাস্থল থেকে তোলেনি। এই ভুলের জন্যই প্রধানত অতগুলো নিরীহ হিন্দু সর্বস্বান্ত হলেন। সকাল ৯টার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা, হাওড়া থেকে দলে দলে দাঙ্গাবাজ নলিয়াখালিতে জড়ো হতে থাকে। ট্রেনে, বাসে, অটোতে আর ট্রাক ভর্তি করে হাজারে হাজারে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা উপস্থিত হয়। ওই সব সশস্ত্র দাঙ্গাকারিরা উচ্চস্বরে স্লোগান দিতে দিতে ক্যানিং থানার পাশ দিয়েই ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশের পক্ষ থেকে বা প্রশাসনিক ভাবে কেউ এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। অগ্রিম ভাবে র‍্যাপ পাঠানো বা 'বজ্র' জাতীয় কোনও 'রায়ট কন্ট্রোল ভেকেল' পাঠানোর জন্য বার্তাও পাঠায়নি। ফলস্বরূপ সকাল সাড়ে নটা নাগাদ ৭/৮ হাজার দাঙ্গাকারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। তখন পুলিশের সামনেই গ্রামবাসীদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু হয় আর একটার পর একটা বাড়ি পোড়াতে থাকে। চলতে থাকে অবাধে লুঠ, দিনের আলোয় মহিলাদের জোর করে ধরে গা থেকে গয়না খুলে নেওয়া হয়। প্রাণভয়ে পালাতে থাকে গ্রামবাসীরা। দুপুর ১টার মধ্যে দুটো গ্রাম জনশূন্য হয়ে যায়, শুধু দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে হিন্দুদের বাড়িঘর। মন্দিরগুলো ভেঙে ফেলে। দেবদেবীদের মূর্তির টুকরো গুলোও স্তূপ করা হয়, তারপর অপবিত্র করা হয়। পুলিশ এসব হতে দিয়ে ধীরেসুস্থে সাড়ে

বারোটা নাগাদ মৃতদেহটি তুলে নিয়ে যায়।

এখন দেখা প্রয়োজন, ওই হতভাগ্য হিন্দুদের কি দোষ ছিল। যিনি মারা গেছেন, রুহুল কুদ্দুস, তিনি মিলাতে (ধর্মসভায়) পাঠ করতেন, সেটাই ছিল তার পেশা। তিনি ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে মিলাত করে জামতলা থেকে তার বাড়ি ঘুটিয়ারী শরীফে ফিরছিলেন। মৃত রুহুল কুদ্দুসের চারজন স্ত্রীর বড়জন থাকেন হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ৩ লক্ষ টাকা মৃত রুহুল কুদ্দুসের চারজন স্ত্রীর মধ্যে দু'জনকে ভাগ করে দিয়ে আসেন শাসক দলের নেতৃত্ব। সেইসঙ্গে বিনা অপরাধে সর্বস্বান্ত হিন্দুদের পরিবার পিছু ১০ হাজার টাকা দেওয়ার আশ্বাস অবশ্য দিয়েছেন সরকার।

২৪ পরগণার মতো জেলাগুলিতে বিগত একদশকে জনসংখ্যার অনুপাত একেবারে উল্টে গেছে। হিন্দুরা হয়ে গেছে সংখ্যালঘু। এই জেলাগুলির সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানসিকতা রচনাতেও রাজনৈতিক বিষপ্রভাব কাজ করেছে। মুসলমান সমাজের উন্নতির মানদণ্ড হিসাবে কতগুলো মাদ্রাসা অনুমোদন পেয়েছে, হজ

দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে ভস্মীভূত অসংখ্য ঘরবাড়ির একটি।

নলিয়াখালি গ্রামের কাছেই হেড়োভাঙ্গা গ্রামে। অসমর্থিত সূত্রের খবর যে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে হেড়োভাঙ্গা নিবাসী বড় স্ত্রীর এক ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের এক সূত্র উদ্ধৃত করে উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে যে সেই রাতে মৃত কুদ্দুসের কাছে সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা ছিল, তাই এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে স্থানীয় মানুষের দৃঢ় ধারণা হয় ছিনতাই করার জন্য অথবা পারিবারিক বিবাদের জেরেই খুন করা হয় রুহুল কুদ্দুসকে। কোনও সূত্রে কোনও খবর আসেনি যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনওরকম সাম্প্রদায়িক বিবাদ জড়িত আছে। তা সত্ত্বেও সর্বস্ব হারাতে হলো এতগুলো হিন্দু পরিবারের। ১২৬ জন ছাত্রছাত্রীর পড়ার বই, খাতা সব পুড়ে শেষ

বিগত কয়েক বছরে মাঝেমধ্যেই কোনওরকম কারণ ছাড়াই হিন্দুদের উপরে মারাত্মক আক্রমণ নেমে আসছে বারবার। দেগঙ্গা থেকে নলিয়াখালি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। নিরপরাধ হিন্দুরা প্রথমে বুঝতেই পারছে না কেন তাদের উপর হিংস্র জিঘাংসায় তেড়ে আসছে দাঙ্গাবাজরা, আর তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে তাদেরই প্রতিবেশীরা। আজ পশ্চিমবঙ্গে সময়ের অভিশাপ হয়ে উঠেছে সমাজের এই ব্যাধি।

পূর্বের বামফ্রন্ট সরকারের সময় থেকেই অনুপ্রবেশকে রাজনৈতিক কারণে উপেক্ষা করা হয়েছে। অনুপ্রবেশকারীরা অবাধে পেয়েছে ভারতীয় নাগরিকত্ব। সেইসঙ্গে একটি সম্প্রদায়ের অপরিমিত ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। এর ফলে উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ যাত্রীদের জন্য কত ভরতুকি বা কতটা সুব্যবস্থা করা হয়েছে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে সেটা নিয়েই প্রতিযোগিতা হয়েছে। ফলস্বরূপ মুসলমান সম্প্রদায় সাধারণ ভারতীয় হিসাবে না বিকশিত এক বিশেষ সম্প্রদায় হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমস্যা আরও গভীরতর হয়েছে। সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ১০ হাজারের মতো খারিজি মাদ্রাসাকে কোনওরকম অনুসন্ধান ছাড়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই পরিকাঠামোবিহীন মাদ্রাসাগুলিকে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর বলেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই কোনও গোয়েন্দা রিপোর্টের

ভিত্তিতেই কথাগুলি বলেছিলেন। আর রাতারাতি সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর থেকে সেগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠবে এমন কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তনও ঘটেনি। সর্বোপরি পূর্বতন সরকারের প্রধানদল রাজনৈতিক এলাকা দখলের জন্য এই সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের কাজে লাগাতেন, বর্তমান ক্ষমতাসীন দল এদের নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছেন। এদেরকে কেউ বলছেন, 'তাজা নেতা', কেউ বলছেন 'সমাজসেবী' কখনও বা অভিযোগ উঠছে পুলিশের হাত থেকে এরকম দুষ্কৃতিদের মন্ত্রী নিজেই নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। ভাঙ্গর থেকে গার্ডেনরীচ সর্বত্রই আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেইসব সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্ত। এইসব কারণে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সমাজের যুবমানসে সাম্প্রদায়িকতা গভীর জায়গা করে নিচ্ছে।

আর একটি অদ্ভুত বিষয় হলো অতি অল্প সময়ের মধ্যে হাজার হাজার দাঙ্গাকারীকে সমবেত করা। দেগঙ্গায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ হাজার দুর্বৃত্ত জড়ো হয়েছিল, বারুইপুরে এক বালিকা বিদ্যালয়ে ছবি আঁকাকে কেন্দ্র করে রাত্রি থেকে সকালের মধ্যে দু' হাজারেরও বেশি দাঙ্গাবাজ হাজির হয়েছে। ক্যানিং-এর নলিয়াখালিতে মাত্র তিন ঘণ্টা সময়ে ৭/৮ হাজার আক্রমণকারী সমবেত হয়েছিল। সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে এত অল্প সময়ে এতলোক একত্রিত করার জন্য প্রয়োজন 'মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স' মানে খবর দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার বিশেষ প্রশিক্ষণ। একের পর এক এই রকম অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হয়েও গোয়েন্দা দপ্তর খতিয়ে দেখছে না যে এর পিছনে কোন প্রশিক্ষিত বিদেশি শক্তির হাত আছে কিনা?

আরেকটি বিষয় অতি সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেসব জায়গায় এখনও হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে সেখানে ঘনঘন মুসলমান ধর্মসভা করা হচ্ছে। মিলাত বা ধর্মসভার দিন বাইরে থেকে হাজার হাজার লোক আসছে। এবং তাদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য স্থানে গো-হত্যা করা হচ্ছে। এমনই একটি ব্লক সুন্দরবনের গোসাবা। গোসাবায় জনসংখ্যার নিরিখে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু জলে, জঙ্গলে ঘেরা গোসাবা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ অথবা অপরাধ সম্পাদন করে দুষ্কৃতির পালিয়ে যাওয়ার জন্য একেবারে আদর্শ জায়গা। গত বছর প্রায় প্রতিমাসেই গোসাবায় ধর্মসভা বা মিলাত হয়েছে। মিলাতের বক্তাদের ভাষা থেকে বোঝা গেছে যে তারা অনেকেই ওপার বাংলা থেকে এসেছেন। এবং প্রতিটি মিলাতের শেষে অবধারিতভাবে হয়েছে গো-হত্যা। স্থানীয় হিন্দুরা থানার অভিযোগ করতে গেলে তাদেরকেই গ্রেপ্তার করার ভয় দেখানো হয়েছে। যখন বলা হয়েছে, যে মাঠের চারদিকে হিন্দুদের বাস, যেখানে কোনওদিন গো-কুরবাণী হয়নি, সেখানে কেন গো-হত্যা করে উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে? তখন প্রশাসন প্রতিবারই একই উত্তর দিচ্ছেন, ছাগল, মুরগীর মতো কেউ খাওয়ার জন্য গো-হত্যা করতেই পারে। আর বাইরে থেকে অতিথি (বাংলাদেশ থেকেও) এসে থাকলে প্রশাসনের কিছু বলার নেই। তাই অসহায় হিন্দুরা কারও কাছে কোনও প্রতিকার পাচ্ছে না।

সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাও অসাধারণ। হিন্দুদের উপর কোনরকম অত্যাচার হলে সেটা যথাসম্ভব চেপে দেওয়া হয়। সামান্য একটুখানি ছাপালেও তা পড়ে বোঝা যায় না কে আক্রমণকারী আর কে ক্ষতিগ্রস্থ। যখন তসলিমা নাসরিনের কলকাতায় আসাকে কেন্দ্র করে বা সচিন তেন্ডুলকরের ছবিকে নিয়ে দুদিন, তিন দিনের জন্য কলকাতা অচল হয়ে গেল, তখনও কোনও খবর আসেনি কোনও মুদ্রিত বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে তা কাগজে ছাপা যায় না কারণ তাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়তে পারে। কিন্তু গুজরাতের দাঙ্গার খবর ছাপাতে এসব নিয়ম নিষেধ থাকে না।

গোধরাতে ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২৫ জন মহিলা ও ১৫ জন শিশুসহ ৫৮ জন নিরাপরাধ করসেবকদের ট্রেনের কামরার বাইরে থেকে বন্ধ করে পুড়িয়ে মারার পরের দিন ২৮ তারিখ সকালে কলকাতার প্রমুখ সংবাদপত্রগুলোতে প্রায় কোনও খবরই প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু তারপরের প্রতিক্রিয়া বহুগুণ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রতিদিন প্রথম পাতায় ছাপানো হোত। যেখানে হিন্দুরা অভিযুক্ত সেই খবর ছবিসহ, সত্যি মিথ্যে গল্প মিশিয়ে স্টোরি তৈরি করে বড় বড় হেডিং দিয়ে ছাপালেও কোনও অসুবিধা নেই, তাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হবে না। এর পেছনের যুক্তিটা কি? সংবাদ সংস্থার মালিকরা কি মনে করেন যে দাঙ্গা কেবল হিন্দুরাই করে? নাকি অন্য কোনও চাওয়া-পাওয়া সুযোগ সুবিধা, পেট্রোডলারের সম্পর্ক আছে এর পিছনে? বাঙালি হিন্দুদের এটা গভীরভাবে ভাবা প্রয়োজন যে, এসব খবরের কাগজ, তারা পয়সা দিয়ে কেনেন। শেষ বাঙালি হিন্দুর ঘরটাও দাঙ্গাবাজরা পুড়িয়ে দেবার পরেও কাগজগুলো কোনও এক অজ্ঞাত কারণে মুখ বুঝেই থাকবে।

নলিয়াখালিতে ত্রাণ দেওয়ার বিষয়েও প্রশাসন আরোপ করেছে শতেক বাধা নিষেধ। দক্ষিণ ২৪ পরগণার যেসব হিন্দু সংগঠন এই অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে, ডেপুটেশন দিয়েছে প্রশাসন তাদেরকে চরম হেনস্থা করেছে। বারুইপুর, সূর্যপুর প্রভৃতি ব্লকে গভীর রাতে পুলিশ গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হেনস্থা করেছে।

আজ এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। নলিয়াখালির ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে জনসংখ্যার অসমবৃদ্ধি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তায়ন আর শিক্ষা ক্ষেত্রে কেবল সাম্প্রদায়িক শিক্ষার ফলে অদূর ভবিষ্যতেও বিনা অপরাধে ক্ষতবিক্ষত হবে হিন্দুসমাজ। তখন ভোটলোভী রাজনীতিকরা পুলিশকে কোনওরকমভাবে কঠিন হাতে সেই আক্রমণকে প্রতিহত করতে দেবে না। প্রশাসনের চোখের সামনেই দাউ দাউ করে জ্বলবে হিন্দুদের বাড়িঘর, লাঞ্ছিতা হবেন হিন্দু মা-বোনেরা। সংবাদ মাধ্যম সবকিছু দেখেও চুপ করে থাকবে। যে দু-একজন সাহসী হিন্দু এর প্রতিবাদ করবেন, তাদের বাড়িতে মাঝরাতে পুলিশ পাঠিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হবে, যাতে কেউ প্রতিবাদের সাহস না পায়। এমনই করে পূর্ববঙ্গের মতো এই বাংলাতেও হিন্দু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ধনমান নিয়ে পালিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গে স্থান নিয়েছিলেন, কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের কাছে পালিয়ে যাবার জন্য বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোনও জায়গা খালি নেই।

ক্যানিং-এর ঘটনা ও কিছু প্রশ্ন

নীতিন রায়

গাড়িটির নম্বর ডব্লিউ বি ৪১ বি ৩ ৪৪৬। দুষ্কৃতীদের যাতায়াত করা গাড়িগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

সকালের রেশ তখনও কাটেনি। সবেমাত্র সকাল দশটা। গ্রামের মানুষ মাঠে যায়নি। কেউ বা শীতের রোদে আরাম করছে। এমন সময়ে চারিদিক থেকে জেহাদি মুসলমানরা ঘিরে ধরেছে নলিয়াখালি, সাতমুখো, হেরোভাঙ্গা, বয়েরমারি ও শিমুলতলা। এসব গ্রামের লুটতরাজ আগুন দিয়েও তারা ক্ষান্ত নয়। মেয়েদেরও যথেচ্ছ অপমান করেছে। এক ধর্মোন্মাদ জনতা হিন্দুদের উপর চওড়া হয়েছে। মসজিদের মাইক ব্যবহার করে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আকাশে বাতাসে তখন ইসলামিক বিষ।

ঘটনার শুরু রুহুল কুদ্দুস নামে এক মৌলবীকে নিয়ে। তিনি জলসা থেকে ফিরছিলেন। পথে ডাকাতের হাতে নিহত হন। তাঁর কাছে অর্থ ছিল। তিনি ৪টি বিয়ে করেছেন। ১৭ জন ছেলেমেয়ে। তিনি নাকি ছেলেদের হাতে নিহত হন বলে শোনা যায়, তাঁকে খুন করে নলিয়াখালির সামনে ফেলে যায়। দুষ্কৃতিরা কিন্তু কিছু মুসলিম জেহাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে (যারা এখন ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে মিশে আছে) রটিয়ে দেয় হিন্দুরা এই খুন করেছে।

তার পরের ঘটনা ''দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার'' (ফেব্রুয়ারি ২০১৩) বিবরণ থেকে কিছুটা দেখা যাক :

''ডাকাতের হাতে এক বৃদ্ধের মৃত্যুতে পুলিশের উপর রাগবশত ২০০ বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়। প্রশাসন অবাক হয়েছে কলকাতা থেকে কয়েক হাজার লোক লরি করে আসে। এটা শুধু পুলিশই বলছে না গোয়েন্দারাও বলছে। জেলার অন্যত্র হিংসাত্মক ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছে।''

''জলসা করে ফিরছিলেন মৌলবী সাহেব। ইসলামিক জলসা থেকে ফিরতে এই ষাট বৎসরের বৃদ্ধ আক্রান্ত হন এবং ক্যানিং-এর অন্তর্গত গ্রাম নলিয়াখালির সামনে দেহ পড়ে থাকে। মোটরবাইকও পাশে পড়েছিল।''

দ্যা টাইমস অব ইন্ডিয়া আরও জানায়—

''বিশ্বজিত নামে এক বাস ড্রাইভার বাস নিয়ে রাত ৩.২৫ মিনিটে ক্যানিং থেকে গোলাবাড়ি যাচ্ছিল। এ ছিল দিন শুরুর প্রথম বাস। নলিয়াখালির সামনে দেহটি দেখে সে তার অন্যান্য ড্রাইভার বন্ধুর মাধ্যমে ক্যানিং থানায় খবর দেয়। ক্যানিং থানার পুলিশ অকুস্থলে যেতে দেরি করে।'

তারপর ঘটনা এইরকম। আর এস এস মৌলবীকে খুন করেছে বলে রটিয়ে দেওয়া হয়। কলকাতা থেকে সংঘবদ্ধভাবে কয়েক হাজার লোক নলিয়াখালিতে আসে এবং লুটপাট শুরু করে। দ্যা টাইমস ইন্ডিয়া জানায়, পুলিশের সামনেই সকাল ১০টায় হিন্দুদের বাড়িঘর পুড়তে থাকে। নারীর অপমান হতে থাকে। ২৮৮টি বাড়ি পুড়ে ভস্মীভূত হয়। ওই এলাকার লোকের মতে ১০/২০ হাজার লোক একত্রিত হয়ে এই আক্রমণ চালায়। দোতলাবাড়ি ভেঙ্গে চুরমার, ধানের গোলা পুড়ে ছাই, কিন্তু মুসলিম বাড়িগুলো অক্ষত রয়েছে।

জালাবেড়িয়া, নিমপীঠ প্রমুখ অঞ্চলে মুসলিমরা হিন্দুদের বেধড়ক মারতে থাকে। জালাবেড়িয়া বাস থেকে নামিয়ে হিন্দু পরিচয় জেনে হিন্দুদের মারধর করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ যাচ্ছিল, অজানা কারণে তিন ঘণ্টার জন্য মোবাইল টাওয়ার বন্ধ করে দেওয়া হয়। কি কারণে বন্ধ ছিল তা তারা জানেন না? এত বড় ঘটনার পরও সংবাদমাধ্যমে সযত্নে ইসলামিক আগ্রাসনের বিবরণ চেপে যাওয়া হয়। এই বাংলা পত্রিকাগুলো গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে মিথ্যে

আমাদের প্রশ্ন

* **উপদ্রুত এলাকায় তিন ঘণ্টা ধরে কেন মোবাইল টাওয়ার বন্ধ ছিল?**
* **সকাল দশটার মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে দাঙ্গাকারি লোকজন ওখানে পৌঁছাল কি করে?**
* **তবে কি আগে থেকেই দাঙ্গার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল?**
* **মুসলিম বাড়িগুলো অক্ষত রইল কি করে?**
* **তবে কি তার পিছনে অন্য বৃহত্তর ইসলামিক পরিকল্পনা রয়েছে?**

সংবাদ ছাপিয়েছে। স্টুডিওতে তোলা ছবি গুজরাট দাঙ্গার ছবি বলে চালিয়েছে।

মহম্মদ সেলিম ও আনন্দবাজার পত্রিকা কুতুবউদ্দিনের ছবি ছাপিয়ে নরেন্দ্র মোদির শ্রাদ্ধ করে হিন্দু সম্প্রদায়কে দোষী করে অনেক লেখা ছেপেছে। কিন্তু বিপরীত ক্ষেত্রে হিন্দুরা যখন ক্যানিং ও দেগঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সেই খবর ছাপেনি। দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় তৃণমূলের নেতা শওকত ওসমান দুঃখ প্রকাশ করেছে। তৃণমূলের শওকত ওসমান লুটতরাজে অংশ নেয় বলে স্থানীয় হিন্দুরা জানায়।

ঘণ্টা তিনেকের জন্য মোবাইল টাওয়ার বন্ধ হলো কি করে? সকাল দশটায় কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে লোক ওখানে পৌঁছাল কি করে? গার্ডেনরীচ, পার্কসার্কাস ও রাজারহাট থেকে আসতে যে সময় লাগে তা পেল কি করে? তবে কি আগে থেকেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল? অন্যত্র হত্যা করে নলিয়াখালিতে ফেলে রাখা হয়েছিল? তবে কি এ ঘটনা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নয়? না অন্য কিছু পরিকল্পনা ছিল?

এই অঞ্চলে একাধিকবার হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয়েছে। তবে কি তার পিছনে অন্য বৃহত্তর ইসলামিক পরিকল্পনা রয়েছে?

এ অঞ্চলের কাছে সোনাখালিতে ২০০০ খৃস্টাব্দে আর এস এসের চারজন স্বয়ংসেবকের হত্যা ও অন্যান্য ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় এ অঞ্চল ইসলামিক জঙ্গিদের অকুস্থল। সুন্দরবনের জলসীমায় প্রায়ই বাংলাদেশি ডাকাতের অনুপ্রবেশ ঘটে। এমনই এক জলদস্যু আজগর মিঞা কাকদ্বীপে বি এড ট্রেনিং কলেজ খুলে বসেছে বলে অভিযোগ। জলদস্যুদের আক্রমণে ভারতীয় জেলেরা প্রায়ই তটস্থ থাকে। এই আন্তর্জাতিক জলসীমা দিয়ে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের প্রবল পরিকল্পনা রয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুশীল সিন্ধে বকখালি ঘুরে গেছেন। কিন্তু উপদ্রুত অঞ্চল তিনি ঘুরে দেখেননি। কমরেড সেলিম রেজ্জাক মোল্লা গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে কত নাচনকোদন করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় হিন্দুরা যখন আক্রান্ত হন তখন তাঁরা চুপ হয়ে পড়েন। চুপ হয়ে যায় স্টারআনন্দ ও আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী। যেন হিন্দুরা মরতেই জন্মেছে। গণশক্তি, গণদাবী ও জাগো বাংলায় এনিয়ে কোনও প্রতিবেদন নেই।

দাঙ্গার নায়ক আবদুস সালাম ও শওকত ওসমান গ্রেফতার হননি। রাজ্য মানবাধিকার কমিশন রাজ্য সরকার থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন। তথাকথিত মানবাধিকার কর্তারাও চুপ চাপ।

হিন্দুদের দাবিয়ে রাখতে জঙ্গিদের কাজকর্ম বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা হতে পারে এ দাঙ্গা। তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেসের মতো এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা তাদের সাহায্য করার জন্য রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

ডাকাতের হাতে মরেও ৩ লক্ষ টাকা পেলেন রুহুল কুদ্দুস, আর হিন্দুরা জীবনের সব সঞ্চয় হারিয়ে পেল মাত্র দশ হাজার টাকা। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু হলে ভাবেন আপদ আর মুসলমান হলে তার আদর যত্নই আলাদা। তিনি বকখালিতে বলেছেন, ক্যানিং ঘটনা একটি ছোট ঘটনা। ২৮৮টি বাড়ি পুড়ে ছাই হলেও তা ছোট ঘটনা। কারণ তারা হিন্দু। পৃথিবীর এমন একটি দেশ নেই যেখানে সংখ্যালঘুদের হাতে সংখ্যাগুরুরা মার খান। সত্যিই হিন্দুরা দুর্ভাগা।

দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে সর্বস্বান্ত হয়ে অসহায় এক হিন্দু রমণী।

এবার ইসলামিক সন্ত্রাসের শিকার ক্যানিং-এর হিন্দুরা

উপানন্দ ব্রহ্মচারী

আবার ইসলামিক জিহাদের শিকার হলো ক্যানিং-এর হিন্দুরা। এতবড় ইসলামিক বর্বরতা এর আগে স্থানীয় হিন্দুরা প্রত্যক্ষ করেনি। চারটি হিন্দুগ্রাম পুড়ে ছাই। গ্রামগুলো হলো নলিয়াখালি, বয়েরমারি, হেরোভাঙ্গা এবং শিমূলতলা। তাদের বাড়িঘর, দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত সম্পদ পুড়ে ছাই। স্ত্রী ও অল্পবয়সী মেয়েরা তাদের সম্ভ্রম বাঁচাতে পারেনি। দাঙ্গা শুধু সেখানেই থেমে থাকেনি, মসজিদের মাইকে মাইকে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। স্থানগুলো হলো জয়নগর, কুলতলি, বাসন্তী এবং সন্দেশখালি।

রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন রাজ্যে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কথা কেউই বুঝতে রাজী নন। একজন মৌলবী অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা খুন হন। হত্যার কোনও সূত্র কারও হাতে নেই। মুসলিমরা পরিকল্পনামাফিক দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি করলো এবং হিন্দুগ্রামগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিল। মেয়েদের রেহাই দিল না। রাজাবাজার, পার্কসার্কাস, মেটিয়াবুরুজ থেকে মুসলিমরা ওখানে গিয়ে জেহাদ শুরু করলো এবং র‍্যাফ ও পুলিশ হিন্দুদের সব হারানোর পরই স্থানের দখল নিলো। কেউই বাস্তব পরিস্থিতিটা ভেবে দেখছে না। এই পরিবর্তিত অবস্থায় হিন্দুরা শিকার হচ্ছে ইসলামিক দাঙ্গার। জন্ম দিয়েছে নতুন রাজাকার ও আলবদরদের। পশ্চিমবাংলা সম্পূর্ণভাবে ইসলামিক রাজ্য হলে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ও কাগজওয়ালাদের জ্ঞান ফিরবে বলে মনে হয়।

রিপোর্ট বলছে, ডাকাতের হাতে মৌলবী সাহেব মারা যান, যার সঙ্গে গ্রামের মানুষের কোনও যোগাযোগ নেই। কিন্তু মুসলিম জেহাদীদের আক্রমণের শিকার হলো তারা। মঙ্গলবারদিন (১৯.২.১৩) গুজব ছড়িয়ে দিয়ে জেহাদীরা একত্রিত হলো। কিন্তু পুলিশ কোনও গুরুত্ব না দিয়ে জেহাদিদের কাজ আরও সহজ করে দিল। ২০০-রও বেশি বাড়িঘর মুসলিম জেহাদীরা পুড়িয়ে ছাই করে দিল। গোয়েন্দা দফতর ও পুলিশকে অন্ধকারে রেখে পার্কসার্কাস, মেটিয়াবুরুজ, রাজাবাজার ও গার্ডেনরিচ থেকে জেহাদীরা এসে তাণ্ডব চালালো, জেলার অন্যত্র তা ছড়িয়ে পড়লো।

ক্যানিং ১নং ব্লকের একটি গ্রাম নলিয়াখালি। মৌলবী সাহেব একটি ইসলামিক জলসা সেরে বাড়ি ফিরছিলেন জামতলা থেকে। তার বয়স ৬০ বৎসরের

গৃহহারা অসহায় হিন্দু পরিবার।

উপর। নাম রুহুল কুদ্দুস। মোটর সাইকেলে আসছিলেন। তার সঙ্গে ছিল তার সাথী সিরাজুল মোল্লা (৪৫)। এই সিরাজুল মোল্লা আহত অবস্থায় ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি হয়, পরে কলকাতা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত হয়। 'হিন্দুস্থান টাইমস' জানায় তার কাছে ছিল ১১,৫০,০০০ টাকা"। কিন্তু

ক্যানিং থানার সেকেণ্ড অফিসার অনুপ কুমার সমাদ্দার। মুসলিম দুষ্কৃতীদের হাতে থেকে রেহাই পাননি তিনিও। ইঁটের আঘাতে মাথা ফেটে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।

অন্যান্য সূত্রে জানা যায় এই অর্থ চিট ফান্ডের অর্থ। KWIL, VIVA ও Green Vally চিটফান্ডের মালিক মুসলিম। অভিযোগ— তারা এই অর্থ তাকে দেয় জেহাদের কাজে লাগানোর জন্য। পশ্চিমবাংলায় জেহাদীদের ট্রেনিং ও অস্ত্র কেনার জন্য এই অর্থ ব্যবহৃত হোত বলে অনুমান করা হচ্ছে।

রুহুল কুদ্দুসের সঙ্গী সিরাজুল তার আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে হাসপাতালে যায়। কিন্তু সকালে কিছু লোক কুদ্দুসের শব নিয়ে রাস্তাঘাট আটকে দেয়। গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমে পুলিশ একজন জুনিয়র অফিসার ও দুজন কনস্টেবল পাঠায়। কিন্তু জনতা মৃতদেহ সরাতে অস্বীকার করে। পরে আরও কিছু পুলিশ আসে। কিন্তু মুসলিম জনতা তখন রাস্তাঘাট অবরুদ্ধ করে রেখেছে। বিশ্বজিৎ সর্দার জানায়, "সকাল দশটায় পুলিশের সামনেই আমাদের বাড়িঘর পুড়তে থাকে।" অভিযোগকারীরা জানায়, আক্রমণকারীরা ছিল বাইরের লোকজন। বাড়িঘর পেট্রল বোমা ফাটিয়ে বাড়িঘর জ্বালাতে থাকে। সনাতন অধিকারী জানায়, "যারা প্রতিবাদ করেছে তাদেরকে বিষম মারে।"

নলিয়াখালি গ্রামের সঙ্গে রুহুল কুদ্দুসের খুনের কোনও সম্পর্ক নেই। "পুলিশ এলেই আমরা খুনের কথা জানতে পারি বলে নলিয়াখালির শক্তিপদ অধিকারি জানায়। তিনি বয়েসে প্রবীণ।

জয়নগরের খোলখালি বাজারের শচীন সর্দারের ওষুধের দোকান। তার দোকান ভেঙ্গে চুরমার ও লুঠ করা হয়। জেহাদীরা নারায়ে তকদির ও আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালাতে থাকে। বাসন্তী জয়নগর ও জামতলায় হিন্দুদের সেলফ ডিফেন্সের কারণে মুসলিমরা পিছু হটে।

জামতলার প্রিয়র মোড়, ভাঙ্গাখালি, বয়েরমাড়িগামী (সন্দেশখালি) বাস থেকে হিন্দুদের নামিয়ে মারধোর করে। এই জেহাদ উত্তর ২৪ পরগণাতে ছড়াতে তারা চেষ্টা করে।

কলকাতা-বাসন্তী রোড ব্লক করা হয়। সঞ্জয় সিংহ নামে জনৈক সি আর পি এফ জওয়ানের বাড়ি বয়েরমারি। কাজে যাওয়ার সময় মার খান। অর্ধমৃত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন।

অস্ত্রধারী পুলিশের বিশাল বাহিনী যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অসহায় লাঠিধারী পুলিশেরা মার খেয়ে ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ক্যানিং থানার সেকেন্ড অফিসার অনুপ কুমার ঘোষ-এর মাথা ফাটিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আরও দুজন পুলিশ অফিসার আহত হন। জেহাদীদের নিয়ে লরীগুলো জয়নগরের দিকে এগুতে থাকে, পরে তারা ট্রেন ধরে ফিরে যায়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবস্থার ময়না তদন্ত না করে জেহাদীদের আড়াল করার চেষ্টায় রত হন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের তরফে একটি প্রতিনিধি দল সেখানে পাঠান। সেই প্রতিনিধি দলে হিন্দু নেতার বদলে একদল মুসলিম নেতা ছিলেন। মুসলিম নেতারা হচ্ছেন— (১) ফিরহাদ হাকিম, (২) গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, (৪) হায়দার হাজিজ, (৫) হায়দার আজিজ সফি, (৬) আবু তাহের।

জাতীয় স্তরের সাইক্লিস্ট চন্দনা মণ্ডল। মুসলিম দুষ্কৃতীদের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেও তার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার (যা গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে কিনে দিয়েছিল) সাইকেলটা বাঁচাতে পারেননি। দুষ্কৃতীদের হাতে নষ্ট হয়েছে তার সমস্ত সার্টিফিকেট ও মেডেল।

তাই দেখে অনেকের জিজ্ঞাসা— তৃণমূল কংগ্রেস কি টোটাল মুসলিম কংগ্রেসে পরিণত হয়েছে? স্থানীয় এম পি তরুণ কান্তি মণ্ডল কিছু ত্রাণ দেন। পুরো দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই দাঙ্গার পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়। মুসলিমরা সারা বঙ্গ জুড়ে এটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। মালদার কালিয়াচক, বর্ধমানের কালনা, দক্ষিণ ২৪ পরগণার সরবেড়িয়া, মালঞ্চ, ঘটকপুকুর, বেলেগাছি, গোধরা, আমরাবেড়িয়া, চন্দনেশ্বর, বটো, মোল্লারপোল, পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া, হাওড়ার সাঁতরাগাছি, কোণা, উত্তর ২৪ পরগণার ভাঙ্গড়, বারাসত, কদম্বগাছিতে উত্তেজনা ছড়ায়। রাস্তাঘাট বন্ধ করে। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ মুক্ত হয়।

ক্যানিং-এর ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দিল্লীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ক্যানিং-এর নিরপরাধ হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। 'শান্তির ধর্ম' ইসলামিক গুণ্ডা বাহিনীর আক্রমণে তিল তিল করে গড়ে তোলা বাড়িঘর মুসলিম গুণ্ডা বাহিনীর অত্যাচারে ভস্মে পরিণত। বাড়িঘর, সোনা-দানা, দরকারি কাগজপত্র, ধানের গোলা ইত্যাদি সবই এক মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল। হিন্দুরা বুঝতেই পারেনি তাদের অপরাধ কি?

এই ঘটনার প্রতিবাদে দিল্লীর তৃণমূল অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, হিন্দু সেনা, হিন্দুস্থান নির্মল দল। বজরংদলের রাজ্য আহ্বায়ক শিব কুমার বলেন, 'তৃণমূলের প্রধান পশ্চিমবাংলা না বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী?' তিনি আরও বলেন, নলিয়াখালি, হাড়ভাঙ্গা, গোলাডোগরা এবং সাতমুখী (ইটখোলা পঞ্চায়েতে) হিন্দুদের বাড়িঘর মুসলিমদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে। এইসব অঞ্চলে বাংলাদেশি জেহাদী ও অনুপ্রবেশকারীদের বসবাস রয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দিল্লী রাজ্য সম্পাদক করুণা প্রকাশ বলেন, পশ্চিমবাংলায় হিন্দুরা ক্রমাগত আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু কেউই হিন্দুদের কথা শুনছে না? একই ভাবে দেগঙ্গায় হিন্দুদের বাড়িঘর আক্রমণ করা হয়। তার নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূল নেতা হাজি নজরুল ইসলাম। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বসিরহাটের এম পি।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন ব্রিজমোহন শ্রেষ্ঠী, নীরজ ডোনারিও এবং বজরং দলের দীপক কুমার, হিন্দু সেনার বিষ্ণু গুপ্ত এবং হিন্দুস্থান নির্মল দলের শৈলেন্দ্র জৈন।

ক্যানিং-এর ঘটনা সরকারের মুসলিম তোষণের ফল : আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং-এর কাছে নলিয়াখালি ও তার আশপাশের গ্রামে মুসলিম গুণ্ডারা চড়াও হয়ে হিন্দুদের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ কার্যবাহ ড. তিলকরঞ্জন বেরা তার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নলিয়াখালিতে হিন্দুদের উপর আক্রমণকে অত্যন্ত গভীর পীড়াদায়ক ও দুঃখজনক ঘটনা বলে মনে করছে। হিন্দুদের উপর এই আক্রমণ শুধু নিন্দাযোগ্যই নয় বরং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মুসলিম তোষণের ফল বলে মনে করছে। নলিয়াখালিতে ৭৫০টি বাড়ি কোনও না কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কলকাতায় মুসলিম জনতার হাতে কর্তব্যরত এক পুলিশ অফিসারকে নিহত হতে দেখা গেছে। ক্যানিং-এ একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পুলিশ অফিসার অনুপ সমাদ্দার হাসপাতালে অর্ধমৃত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সি আর পি এফ জওয়ান সঞ্জয় সিংহও বড় ধরনের আঘাত পেয়েছেন। আর এস এস মুসলিম মৌলবির মৃত্যুর নিন্দা করে। সেইসঙ্গে সরকারের কাছে ওই আবেদন করে যেন কড়াহাতে সরকার এসবের মোকাবিলা করে। সরকার যেন দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয় যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তাঁর বিবৃতিতে সংবাদপত্রে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের খবর চেপে যাওয়ার নিন্দা করা হয়েছে।

ক্যানিং নির্যাতিতদের পাশে ভি এইচ পি

সংবাদদাতা॥ দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার নলিয়াখালি, গোপালপুর গ্রামে মুসলিম দুষ্কৃতীদের দ্বারা নির্যাতিত ও হৃতসর্বস্ব হিন্দুদের পাশে দাঁড়ালো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। পরিষদের স্থানীয় শাখার উদ্যোগে নির্যাতিত ১২০টি পরিবারকে ২৫ কেজি করে চাল, ডাল, শুকনো খাবার, বাচ্চাদের জন্য দুধ, শাড়ী ও গেঞ্জি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, পরিষদের স্থানীয় শাখার উদ্যোগে ৫০০ যুবক মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। মহকুমা শাসকের কাছে সালাম মোল্লা সহ দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবী জানায়।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

চিঠিপত্র

অনবদ্য যুবশিবির সংখ্যা

২০১৩ সালের কল্যাণীর 'বিবেকানন্দ যুব শিবির' যেমনি সুন্দর হয়েছে, তেমনি সুন্দর হয়েছে স্বস্তিকার ২৮ জানুয়ারি সংখ্যাটি, যেটি এই শিবিরেরই একটি স্মরণিকা হয়ে গেছে। এজন্য আপনাদের হার্দিক অভিনন্দন জানাই। কারণ দুটোই দর্শন করে মনে হলো ''আলোকে

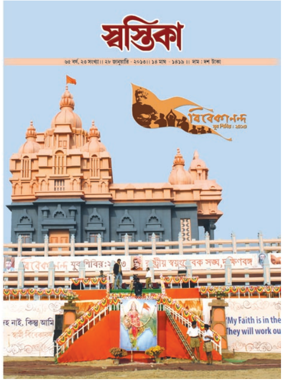

মোর চক্ষুদুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি, হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর, সুন্দর হে সুন্দর''। বিশ্বকবির যে গানটি আমরা মাঝে মাঝেই শুনে থাকি তারই যেন মূর্ত রূপ দেখা গেল বিশেষ করে ১২ জানুয়ারিতে জাতীয় শুভ্রবেশে ১০ হাজার যুবকের বিবেকানন্দের স্মরণে সংকল্প গ্রহণের অনুপম দৃশ্যে। ধন্য কার্যকর্তাদের অনুপম কল্পনা ও তার বাস্তব রূপায়ণ! এ এক অনাস্বাদিতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য!!

বৃটিশ চলে গেছে ৬৫ বছর আগে। কিন্তু বাঙালি তার জাতীয় পোষাক ভুলে গেছে। কি ছেলেরা কি মেয়েরা আজকাল 'ধুতি-শাড়ি' পরতে জানি না, বলতে গর্বিত হয়। বিয়ের সময়েও ছেলেদের ধুতি পরিয়ে দিতে হয় আর এতেও আমাদের লজ্জা নেই! এই পরিস্থিতিতে এই দশ হাজার যুবক জাতীয় পোষাক পরে পবিত্রচিত্তে জাতীয় জাগরণের এই মহাঋষির নামে শপথ নিচ্ছে এ ছবি বাঙালির স্মৃতিপটে অমর হয়ে থাক। লোকে জানুক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কি চায়। একদিন যারা বিবেকানন্দের নামে কুৎসা ছড়িয়েছিল, তারা যেমন আজ 'বিবেকানন্দ' 'বিবেকানন্দ' করছে, তেমনি এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে তারা সঙ্ঘেরও যোগ্য সম্মান দিতে বাধ্য হবে আর 'হিন্দু' 'হিন্দু' করবে।

—প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটুলি, কলকাতা-৯৪।

মানবাধিকারের স্বরূপ

গত ৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লীর তিহার জেলে কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী আফজল গুরুর ফাঁসি হয়ে যাওয়ার পর কলকাতার কিছু 'অ' মানবাধিকার কর্মী ও নেতা দূরদর্শনের পর্দায় সংবাদ মাধ্যমে এবং বইমেলায় প্ল্যাকার্ড এবং পোস্টার নিয়ে আফজলের শোকে বিহ্বল হয়ে তীব্র ভাষায় এই জঘন্য হত্যার প্রতিবাদ জানায়, এই ব্যাপারে তাদের নিকট আমার প্রশ্ন এই উগ্রপন্থীরা যখন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে তখন এই মানবাধিকার কর্মীরা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না, এবার জনসাধারণের অবগতির জন্য এদের কাজের কিছু ফিরিস্তি দিচ্ছি।

(১) এরা রিজওয়ানের জন্য এখনও বুক চাপড়ায় কিন্তু ওই সময়ই মুর্শিদাবাদে শৈলেন্দ্রপ্রসাদ মনোরা খাতুনকে বিয়ে করার অপরাধে মনোরা খাতুনের আত্মীয়দের হাতে জবাই হন। বারাসতে অর্ক ব্যানার্জি রেহেনা সুলতানকে বিয়ে করার অপরাধে তার গায়ে এক জেরিকেন কেরোসিন ঢেলে তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়, এ ব্যাপারে এরা চুপ।

(২) সরকারি হিসাব মতে দুই কোটি বাংলাদেশি ভারতে ঢুকে বসে আছে। এখানে উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি ২০০০-তে ভারত সরকার হলফনামা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে ১২ লক্ষ বাংলাদেশী ভিসা নিয়ে এদেশে এসে ফিরে যায়নি। বি এস এফ-এর ডিজি বলকার সিং কিছু অনুপ্রবেশকারীকে ফেরত পাঠাতে গেলে এই মানবাধিকার কর্মীদের চিৎকারে পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়।

(৩) দিল্লীর জনৈক আইনজীবী কেতন দত্ত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করলে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল বলেন— 'মানবিকতার কারণে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে প্রতিদিন অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো সম্ভব নয়।' অতএব পুলিশ দিল্লীর বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ধরা এবং বিতাড়ন বন্ধ করে দেয়।

(৪) দৈনিক স্টেটসম্যানের ৬-২-০৪-এর এক সংবাদে প্রকাশ গত ১৯ বছর (১৯৮৫ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত) কাশ্মীরে ৮০০ পুলিশ কর্মী এবং ৬০০ উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হয়, এই হতভাগ্য পুলিশ কর্মীদের জন্য এই মানবাধিকার কর্মীরা একবারও শোক প্রকাশ করেনি।

(৫) কয়েক বৎসর আগে পাঞ্জাব-এর উগ্রপন্থী বসির মহম্মদ বহু মানুষকে খুন করে কলকাতায় তিলজলায় লছমী সিং এবং তার শ্রী রেহেনা বেগম রানী সিং নাম ধারণ পূর্বক অবস্থান করতে থাকে। পাঞ্জাব পুলিশের একদল কর্মী অতর্কিতে হানা দিয়ে এদের গুলি করে হত্যা করে তাদের দেহ নিয়ে চলে যায়। এরপর এই মানবাধিকার কর্মীদের মামলার ফলে পাঞ্জাব পুলিশের দুইজন আই পি. এস. অফিসার এবং তিনজন হেড কনস্টেবল গ্রেপ্তার হয় এবং বিচারে তাঁদের জেল হয়। দুই আই পি এস অফিসারের নাম সন্তকুমার সিং এবং শুকদেব সিং চহোল। কয়েক বৎসর জেল খাটার পর রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতা বলে এরা জেলমুক্ত হন।

(৬) পাঞ্জাব পুলিশের সুপার সর্দার অজিত সিং সাধু খালিস্তান উগ্রপন্থীদের কঠোর হস্তে দমন করার জন্য তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার তাকে ৩ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেন। পরবর্তীকালে এই মানবাধিকার কর্মীরা তার বিরুদ্ধে একের পর এক মামলায় তাঁকে জেরবার করে, সরকার তাঁকে কোনও নিরাপত্তা দেয়নি, শেষ পর্যন্ত লজ্জায় এবং অপমানে অমৃতসর মেলের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। অতএব 'মানবাধিকার দীর্ঘজীবী হোক' বলা ছাড়া আমাদের কোনও উপায় নেই।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪।

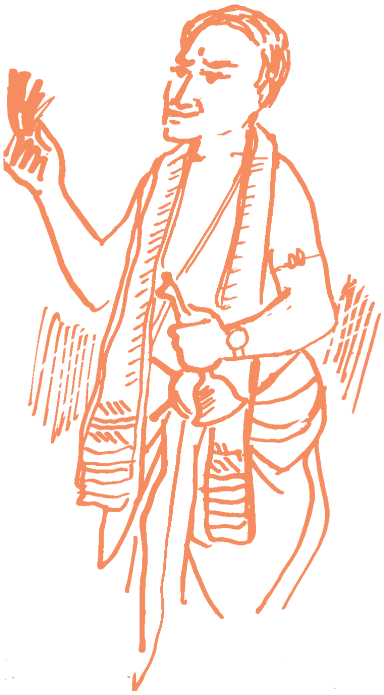

পুরোহিত

নবকুমার ভট্টাচার্য

"বিনা ভাগসে জগ সুখ কাঁহা মোক্ষ নেহি হোয়। ভোগ মোক্ষ যো নর চাহে পুণ্য কামাবে সোয়।" সৌভাগ্য ছাড়া কেউ জগতে সুখলাভে সমর্থ হয় না সুতরাং মোক্ষ তো দূরের কথা। যে ব্যক্তি ইহলোকের সুখভোগ বা মোক্ষ কামনা করে সে ব্যক্তির পুণ্যকর্ম করা প্রয়োজন। পুণ্যকর্ম অর্থে তীর্থবাস, জীবসেবা প্রভৃতির সঙ্গে পুজো পাঠও রয়েছে। পুজোই মুখ্য সাধনোপায়। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণই পুজো। পূর্ণ আত্মসমর্পণে পুজোর মধ্যে পূজকের আত্মপ্রলয় ঘটে। কারণ ঈশ্বর দূরে নয়, সুদুর্লভও নয়। মহাবোধময় পরমেশ্বর একমাত্র আত্মা। পূজকের আত্মাই পরমেশ্বর। পুজোর লক্ষ্য হলো ঐক্য। এই ঐক্যবোধেরই চরম পরিণতি ব্রহ্মোপলব্ধি। পুজোর যা লক্ষ্য পূজককে পুজোর আরম্ভ থেকেই ভাবিত হতে হয়। পূজক আবাহন করে দেবতাকে ডেকে আনেন। পূজককে যথাসাধ্য আরাধ্য দেবতার মূর্তি ধ্যান করে তাঁকে আবাহন করে এনে প্রস্তাবিত মূর্তিতে স্থাপন করতে হয়। এই কঠিন কর্মটি শুদ্ধ চিত্তে যিনি করতে পারেন তিনিই পুরোহিত। নিজে দেবতা হয়ে তবে দেবপুজো করতে হয়। এর অর্থ পুজোর সঙ্গে পূজককে স্বীয় অভিন্নতা ভাবনা করে তবে পুজো করতে হবে।

ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রটিতে 'পুরোহিত' শব্দটি রয়েছে। সমাজে পুরোহিতের ভূমিকা সামনের সারিতে। সেকালের রাজন্যবর্গ রাজত্ব প্রাপ্তির সময় সচিব নির্বাচন, কর্মচারী নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতকেও বরণ করতেন। সেকালের বনেদী গৃহস্থেরও কুলপুরোহিত থাকতেন। সাধারণত তন্ত্রোক্ত দীক্ষিত এবং পূর্ণাভিষেক প্রাপ্ত ব্যক্তিই পুরোহিত হতেন। যদিও গুপ্তসাধনতন্ত্র বচনে বলা হয়েছে— পুরোহিতের দ্বারা তান্ত্রিক পুজো করান তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। শাস্ত্রের অভিমত কেউ যদি পুরোহিতকে এনে পূজাদিকর্ম করার তবে— 'পুরোহিতং সমানীয় যদি পূজাদি কারয়েৎ। তস্য সর্বার্থহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি কালিকা।' তবু বনেদী বাড়িতে পণ্ডিত ব্যক্তিরা পৌরোহিত্য কর্ম করতেন। যদিও শাস্ত্রে বলা হয়েছে— 'প্রতিগ্রহাৎ শুধ্যতি জপ্যহোমৈঃ, যাজ্যন্তু পাপং ন পুনন্তি বেদাঃ'। অর্থাৎ যাজন কর্মে যে দোষ উৎপন্ন হয় তা দূর করা বেদেরও অসাধ্য কিন্তু ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান প্রতিগ্রহ না করলে পাপ হয়। তাই সেকালের পণ্ডিতদের বেশি নয়, মাত্র দু এক ঘর যজমান থাকত। ব্রাহ্মণের বেশি যজমান থাকা, বেশি শিষ্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয় বরং তা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। সেকালের বনেদী বাড়িতে পুজো করতেন বাঘা বাঘা পণ্ডিত।

প্রসন্ন ভট্টাচার্য মশাইকে আজকের ছেলেরা জানেই না। নামও শোনেনি হয়তো। সৌম্যসুদর্শন চেহারা। মাথায় গুচ্ছ শিখা। পুজো করতে বসলে মগ্ন হয়ে যেতেন। চোরবাগান চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পুরোহিত ছিলেন। স্মার্ত এবং তন্ত্র দুটো বিষয়েই ছিলেন সমান পারদর্শী। এই বাড়িতে পরবর্তীকালে পৌরোহিত্য করে গেছেন গৌরীনাথ শাস্ত্রী, অনিল ভট্টাচার্যমশাই, সন্তোষ ভট্টাচার্যমশাই। হাওড়ার শিবপুর চৌধুরীবাড়ির পুরোহিত ছিলেন বালির তারাপদ ভট্টাচার্যমশাই। এঁদের কথা এখনও সকলের মুখে মুখে প্রচারিত। মুছে যায়নি নিশিকান্ত ভট্টাচার্য, তালতলার গোবিন্দ ভট্টাচার্য, পবন ভট্টাচার্য, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের স্মৃতি। পুজো ছিল এঁদের কাছে সাধনা। কিন্তু আজ! পুজো আজ পরিহাসে পরিণত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ধর্মের ভানও ভালো।' এখন ধর্মও নেই, ধর্মের ভানও নেই।

আমাদের উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানান আচার। তার সঙ্গে রয়েছে মন্ত্র। সেই মন্ত্র আমাদের উজ্জীবিত করে। কিন্তু মন্ত্রের মর্মার্থ আজ অনেক পুরোহিত জানেন না। অনেক সংস্কৃত-জ্ঞানহীন পুরোহিত সংস্কৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেন ভুলভাবে আর সেসবের অর্থ না জেনে। আগে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরাই পৌরোহিত্য করতেন। এখন পেটের টানে রোজগারের আশায় বিদ্যালয়ের শেষ বেঞ্চের বখাটে ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতধারী অথচ গায়ত্রী জপ না করা ছেলেরা পৌরোহিত্য করছে। আজ যা অবস্থা সবসময় ভাল পুরোহিত অর্থাৎ কাজ জানা নিষ্ঠাবান পুরোহিত পাওয়া যায় না। পড়াশোনা না শিখে পুরোহিত হওয়ার ফলে বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা থাকছে না। পৌরোহিত্য কর্মে আজ অর্থাগম নেই এ অভিযোগও ঠিক নয়। পৌরোহিত্যও আজ যথেষ্ট অর্থকরী বিদ্যা।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

চৈতন্যযুগের পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

পর্ব — ১৬

দাসপুরে সিংহদের গোপীনাথের 'একরত্ন'

ডঃ প্রণব রায়

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত দাসপুর (দাসপুর থানা) এক সময় বেশ সমৃদ্ধশালী ছিল। এখানের 'সিংহ', 'সেন' পদবীধারী সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা ধনী হয়ে ওঠেন সেখানে। সেই সমৃদ্ধির চিহ্ন আজও কোনও কোনও সুদৃশ্য মন্দির বিদ্যমান। 'নন্দী', 'পাল' পদবীধারী তন্তুবায় ও তিলি সম্প্রদায়ও সেকালে দাসপুরে বাস করত। এই গ্রাম ও তার আশপাশ শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। হাট-বাজার, দোকান-দানি, মন্দির দীঘিতে সে সময় এইস্থান পরিপূর্ণ হয়।

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

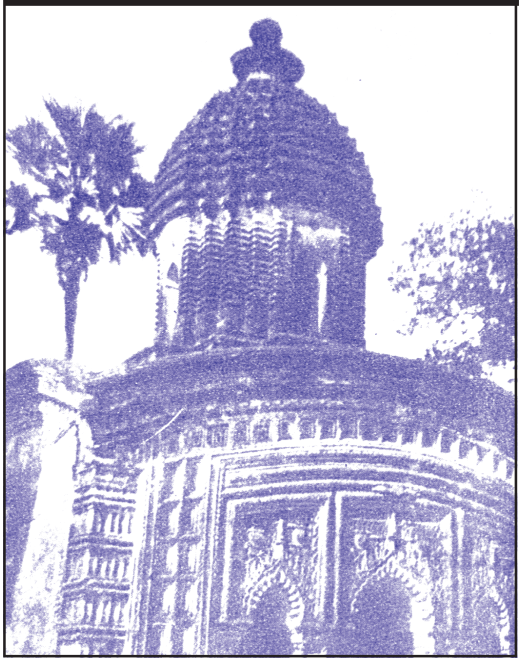

সিংহদের গোপীনাথের 'একরত্ন' (১৭১৬ খৃঃ), দাসপুর

বর্তমানে এখানের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মন্দির সিংহ পরিবারের গোপীনাথের 'একরত্ন'। পূর্বমুখী ইঁটের তৈরি এই মন্দিরটি 'টেরাকোটা' কাজের এক সুন্দর নিদর্শন। মন্দিরের স্থাপত্যশৈলীও দর্শনীয়। ১৭১৬ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের পোড়ামাটির লিপিটি সামনের দেওয়ালে আজও আছে। সেটি উদ্ধার করা হলো 'শ্রীশকাব্দা ১৬৩৮ সন ১১২৩ সাল'। ১৬৩৮ শকাব্দ এবং বাংলা ১১২৩ সাল ১৭১৬ খৃস্টাব্দ। তখন বাংলায় নবাবী আমল— মুর্শিদকুলী খাঁয়ের রাজত্বকাল। 'একরত্ন' বা 'একচুড়া' রীতির এই মন্দিরের আনুমানিক উচ্চতা ৩৫-৪০ ফুটের মধ্যে। দাসপুর মিস্ত্রীদের উদ্‌ভাবিত 'আল্‌গোছটুঙি' (অর্থাৎ যেন আল্‌গোছে 'রত্ন' বা শিখরটিকে মন্দিরের ছাদের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দূর থেকে দেখলে তাই মনে হয়।) রীতিটি এই মন্দিরে সার্থকভাবে প্রতিফলিত।

মন্দিরের সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথ ও ঢাকা বারান্দা। থাম 'ইমারতি' ও খিলান 'দরুন' রীতির। 'রত্ন' সমান্তরাল খাঁজকাটা। মন্দিরের ঢাকা বারান্দা খুবই সংকীর্ণ। সামনে বারান্দা দিয়ে গর্ভগৃহের প্রবেশমুখে বাঁ দিক দিয়ে প্রথমে দক্ষিণ ও পরে পশ্চিমে ও উত্তরে অগ্রসর হয়ে উত্তর-পশ্চিমকোণে গুপ্ত কক্ষ বা আবৃত প্রদক্ষিণ পথটি শেষ হয়েছে। এই ধরনের আবৃত প্রদক্ষিণপথ ঘাটাল মহকুমার অনেক মন্দিরে আমরা লক্ষ করেছি। এটি সেকালের গঠন-শৈলীর এক আকর্ষণীয় নিদর্শন। গর্ভগৃহে কষ্টিপাথরের গোপীনাথ বিগ্রহ, অষ্টধাতু নির্মিত রাধা এবং শালগ্রাম শিলা পূজিত হন।

এই 'একরত্ন' মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে উচ্চমানের প্রচুর 'টেরাকোটা' আছে। ভিত্তিভূমির সংলগ্ন মন্দিরগাত্রে সেকালের শিকার দৃশ্য, হরিণ শিকার, ঝাম্পানে হুঁকাপানরত জমিদারের গমন, জনৈক সাহেবের কোন স্থানে গমন— সামনে পেছনে বন্দুকহাতে প্রহরী প্রভৃতি পরিচিত দৃশ্য 'টেরাকোটা' ফলকে রূপায়িত হয়েছে। এই অংশে হার্মাদ রণতরী ও নৌ-যুদ্ধের দৃশ্যও লক্ষণীয়। প্রবেশপথের খিলানের ওপরের তিনটি প্রস্থে কয়েকটি রামায়ণীয় ও কৃষ্ণলীলা দৃশ্য আছে, যেমন, রামরাবণের যুদ্ধ, কালীয়দমন, বকাসুর বধ, দধিমন্থন, শ্রীকৃষ্ণের ননিচুরি, গোপীগণের বস্ত্রহরণ এবং রাধাকৃষ্ণের অনেকগুলি ছোট ছোট মূর্তি আছে। রাধাকৃষ্ণ ও সংকীর্তন দৃশ্যের 'টেরাকোটা' ফলকগুলি খুব সুন্দর। এছাড়া মন্দিরগাত্রে সুন্দর সুন্দর অনেক নক্‌শা আছে।

সমগ্র দাসপুর থানার মধ্যে এটি একটি প্রাচীনতম মন্দির এবং পোড়ামাটির অলংকরণগুলিও উৎকৃষ্টমানের।

সোমনাথ মন্দির

সূর্য ও শিবের পীঠস্থান সৌরাষ্ট্র

রাজকুমার জাজোদিয়া

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থান করছে গুজরাট রাজ্য। এই রাজ্যকে প্রাকৃতিকভাবে চারটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যেমন : রাণ, কচ্ছ উপদ্বীপ, গুজরাত সমভূমি এবং কাঠিয়াওয়াড় উপদ্বীপ। কাঠিয়াওয়াড় উপদ্বীপের নাম সৌরাষ্ট্র। সৌরাষ্ট্র একটি সংকীর্ণ ভূভাগ দ্বারা মূল গুজরাতের সঙ্গে যুক্ত। এই উপদ্বীপের উত্তরে কচ্ছের ছোট রাণ, পশ্চিম ও দক্ষিণে আরবসাগর এবং পূর্বে কাম্বে উপসাগর রয়েছে। তিন দিকে জলে ঘেরা থাকার জন্য কাঠিয়াওয়াড় বা সৌরাষ্ট্রকে উপদ্বীপ বলা হয়। উপদ্বীপটি নবীন শিলা ও লাভা-গঠিত মালভূমি। দীর্ঘকাল ভূমিক্ষয়ের ফলে এর উপরিভাগ বর্তমানে সমতল হয়েছে। এই অঞ্চলে রয়েছে গির, ওসম, বর্দা, গিরনার পাহাড় ইত্যাদি। ভারতে গিরনার অরণ্যই হচ্ছে একমাত্র সিংহের বাসভূমি। ভারতে আর কোথাও সিংহের বাসভূমি নেই। উপদ্বীপে উল্লেখযোগ্য জামনগর, রাজকোট, সুরেন্দ্রনগর, ভবনগর, অমরেলি, জুনাগড়, দ্বারকা ও সোমনাথ তীর্থ, সুদামাপুরী বা পোরবন্দর প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান রয়েছে।

কাঠিয়াওয়াড়ের দক্ষিণাংশে আরবসাগরের তটে ভেরাবল বন্দরের অদূরে অবস্থান করছে বিশ্ববিখ্যাত শৈবতীর্থ সোমনাথ। সোমনাথ অঞ্চল প্রাচীনকালে প্রভাসক্ষেত্র নামে পরিচিত ছিল। 'প্রভাস' শব্দের অর্থ 'অতি উজ্জ্বল'। পুরাণাদি থেকে এই অঞ্চলের 'বাড়বানল' এর কথা জানা যায়। বাড়বানলের অর্থ সমুদ্র থেকে উত্থিত অগ্নি। সমুদ্রের এই অগ্নি প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য ঘটে। এছাড়া প্রভাসক্ষেত্রের ভূমি লাভা দ্বারা গঠিত হওয়ায় আমরা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুপাতের কথাও ভাবতে পারি। বাড়বানল বা অগ্ন্যুপাতের জন্য এই অঞ্চল অতি উজ্জ্বল হয়ে থাকত। অতি উজ্জ্বলতার জন্য এই অঞ্চলের নাম হয়েছিল প্রভাসক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে বহু ছোট ও বড় সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই অঞ্চল অগ্নিতীর্থ নামেও পরিচিত ছিল। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই অঞ্চলে সূর্যের ১২টি মন্দিরও ছিল। কথিত আছে, অতীতে এক সময় প্রথম পর্যায়ে এখানে আর্যদের বসতি ছিল। তাঁরা সূর্যের উপাসক ছিলেন। এর ফলে বহু সূর্য মন্দিরের নির্মাণ ঘটে। সূর্যের উপাসকরা সৌর নামে পরিচিত। সুতরাং সৌরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজ্য বা রাষ্ট্র সৌরাষ্ট্র নামেই পরিচিত হয়। বর্তমানে কাঠিয়াওয়াড়ে সূর্য উপাসক কাঠিজাতির মানুষরা ঝলওয়াড়ার চৌটিলায় এক নতুন সূর্যমন্দির নির্মাণ করেছেন। এরূপ নির্মাণ সূর্য উপাসনার পরম্পরার কথা মনে করিয়ে দেয়।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রভাসক্ষেত্রে শৈব উপাসকদের আগমন ঘটে। তারা প্রতিষ্ঠিত করেন শৈবতীর্থ সোমনাথ। অর্থাৎ সোম বা চন্দ্রের নাথ। এখানে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার রাতে সোমনাথ মন্দিরের শিবলিঙ্গ, মন্দিরের চুড়া এবং চন্দ্র একরেখায় লম্বভাবে অবস্থান করে। একরেখায় অবস্থান করার অর্থ হলো শিবের মস্তকে চন্দ্রের অবস্থান। চন্দ্র বা সোম শোভিত শিবই হচ্ছেন সোমনাথ।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. সূর্যাঙ্ক-কল্যাণ। গীতা প্রেস, গোরখপুর।
২. সংস্কৃতিতীর্থ সোমনাথ। অরুনা চোকসী। আমেদাবাদ, গুজরাত।

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

যেমন খুশি বানান দেখে হোতুর কষ্ট

তিন ভাইয়ের সঙ্গেই ভালো পরিচয় হোতুর। মণিভূষণ, ফণিভূষণ, শশিভূষণ। স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে নিজেদের নামের বানান ভালোভাবে রপ্ত করতে হয়েছিল তিনজনকেই। তিন ভাই। হোতুর সঙ্গে পড়ত শশিভূষণ। ওদের জ্যাঠামশাই ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত খুব ভালো জানতেন। অঙ্কও। ভাষা শেখার শখ ছিল বরাবর। বই কিনতেন সাজিয়ে রাখার জন্যে নয়। প্রতিদিনই অনেকটা সময় কাটত লেখাপড়ায়। ছোটোদের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব। গল্প বলে তাদের মন জয় করতেন। তার ফাঁকে ভাষা শেখা হয়ে হবে শেখার জন্যে। শেখার ইচ্ছে বা মন না থাকলে শেখানোয় ভুল হবেই।' হোতুও অনেক বানান লিখেছিল ওইভাবে। জ্যাঠামশাই বলতেন, 'বানান তো ছবির মতো মনের মধ্যে ধরা থাকবে। চোখ কান মনের সতর্কতা চাই শোনা বা পড়ার সময়। চোখ আর কান ঠিকমতো তৈরি না হলে অনবরত ভুল হবে। ছোটোবেলায় ভুল শুধরে বানানের ঠিক রূপটি শিখে নেওয়া সহজ। বড়ো হলে বানান শেখার গরজ থাকে না। কারও কারও ধারণা যা লিখছি তাতে যেমন খুশি চলার আগ্রহটাই প্রবল হয়ে ওঠে। শুদ্ধ বলতেন। ইংরেজি বাংলা নানারকম বই ছোটোদের বলতেন পড়তে। হোতু লেখক হয়নি। তবে ভাষা সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে। পড়ার অভ্যেসও রয়েছে তার।

মণিভূষণ এক স্কুলে পড়ায়। নিজের নামের বানান কখনও ভুল করেনি জ্যাঠামশাইয়ের কাছে শেখার পর। সেদিন স্কুলে হঠাৎ দেখল এক সহকর্মী লিখেছে 'মণীভূষণ'। কিছু বললো না। দুঃখ পেলো। ফণিভূষণ এক বেসরকারি অফিসের উঁচু পদে আছে। তার সেখানে নামের আদ্যঅক্ষরে পরিচিতি পি বি বন্দ্যোপাধ্যায়।

যেত। ভুল করলে একটুও বকতেন না। বারবার বুঝিয়ে দিতেন সহজ করে। তার মধ্যে লুকিয়ে থাকত মজা। শশিভূষণের ডাকনাম ছিল বুচকে। জ্যাঠামশাই সবসময় ডাকতেন শশিভূষণ। মনে করিয়ে দিতেন, 'শশী বানান একরকম, শশিভূষণ অন্যরকম। যা খুশি লিখলে ভুল হবে।' একইভাবে বোঝাতেন আরেক ভাইপো ফণিভূষণকে। 'শুধু ফণী এরকম, ভূষণ যোগ হলেই ফণিভূষণ।' রেহাই মিলত মণিভূষণের। তার ডাক নাম মণি। ভূষণ যোগ হলেও কোনও অদলবদল হোত না। স্কুলের কোনও কোনও শিক্ষক 'ফণীভূষণ', 'শশীভূষণ' লিখলে রেগে যেতেন। বলতেন, 'আপনারা যেমন খুশি বানান চালাতে থাকলে আমাদের বাড়ির ছেলেদের পড়তে পাঠানো যাবে কিনা ভাবতে হবে।' হেডস্যার জানতে পেরে ছুটে গিয়েছিলেন বাড়িতে। ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন, 'আর ওইরকম হবে না।' শশিভূষণের জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, 'না জানা কোনও অপরাধ নয়। কিন্তু শেখার জানার বোঝার ইচ্ছেটা কেন থাকবে না? মাস্টারমশাইদের তো সবসময় তৈরি থাকতে উচ্চারণ শোনা ছাড়া ছোটোরা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে শেখে না। কারণ মানবসন্তানকে সবই শেখাতে হয় ধৈর্যের সঙ্গে ধাপে ধাপে। ভাষা শেখার তিনটে পর্ব— পড়া, শোনা, বলা। এর সঙ্গে যোগ হবে লেখা।' জ্যাঠামশাই কত খবর রাখতেন, সহজ করে বলে দিতেন।

হোতুদের স্কুলের বাংলার শিক্ষক অজয় গুপ্তকে খুব পছন্দ করতেন শশিভূষণের জ্যাঠামশাই। অজয়-স্যার বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত জানতেন। আর হাতের লেখা দারুণ। আঁকতেন লিখতেন। গান না গাইলেও শুনতেন এবং বুঝতেন। অজয় স্যার খুব ভালোভাবে বোঝাতেন ছোটোদের। গল্পের মতো করে। জ্যাঠামশাই একসময় পড়াতেন এক স্কুলে। তাঁর নাম শতদ্রুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়। অজয় স্যারের বাবা সিতাংশু গুপ্ত তাঁর সহকর্মী ছিলেন। দুজনে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। হোতুদের সামনে বানান ছবির মতো রূপ নিত। মনের পটে যে আদল ফুটে উঠত তা গভীরভাবে ছাপ রাখত। বাংলা বানানের জন্যে ব্যাকরণের নিয়ম সহজ করে বলার সঙ্গে সঙ্গে অজয়-স্যার সাহিত্য পড়তে একদিন অফিসের সাতজন অল্পবয়সী কর্মীকে নিজের নামটা লিখতে বলেছিলো। ছ'জন সাতরকম লিখেছিল : ফণীভূষণ, ফনীভূষণ, ফণীভুসন, ফণিভুশন, ফণীভুশণ, ফোনিভুসন। একজনই শুধু লিখেছিল— ফণিভূষণ। হোতুর বন্ধু শশিভূষণ বার বার বলেছে, 'তুই বরাবর আমার নামটা ঠিক লিখেছিস। অথচ স্কুলে আমরা একসঙ্গে অজয় স্যারের কাছে বাংলা শিখেছিলাম। অনেকেই লেখে শশীভূষণ।'

হোতু এখন আর দুঃখ পায় না চারপাশে যেমন খুশি বানান চালানোর বহর আর বাহার দেখে। যে যেমন ভাবে চলতে বা চালাতে চায় চলুক। ধরে বেঁধে শিখিয়ে পড়িয়ে বড়ি গিলিয়ে সব হয় না। বানানের শুদ্ধ রূপ মনে গেঁথে নিতে হয়। বেশির ভাগ লোকজন ভালোভাবে শিখতে জানতে চায় না। তবু সে সম্পর্কে বলে, ঠিক শব্দ ঠিকভাবে লেখাপড়া আর উচ্চারণ দরকার।

হোতুর কথাকে পুরোপুরি সমর্থন করে অর্জুন।

কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

বইকে বন্ধু ভাবা চাই

ঠাকুমার জন্মদিনে প্রতিবছর বাবা বই দেয়— এটা পাবলো ছোটো থেকে দেখে আসছে। নানারকম বই পড়ে রোজ। মনেও রাখে। ঠাকুমাকে জন্মদিন ছাড়াও বছরে আরও দুবার বই দেয় পাবলোর বাবা। বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনে আর দুর্গাপুজোর আগে। ঠাকুমা খুশি হয় বই পেলে। পাবলোদের বাড়িতে বই রয়েছে অনেক। সব বই-ই যত্নে থাকে। দাদুর বইয়ের আলমারির বই সব সময় বের করা যায় না। বাবা আগলে রাখে। কাকা পিসি কখনও দেখতে চাইলে বাবা বলে, 'যেখানে যেটা রয়েছে সেখানেই রাখতে ভুলে যাবি না।' মায়েরও অনেক বই রয়েছে। ঠাকুমার বইয়ের আলমারি সবসময় খোলা। আলমারি দাদু তৈরি করিয়েছিলেন। কাঠের কাজ খুব ভালো করত নীলমণি-জেঠু, নীলমণি সামন্ত। অনেক কাজ করিয়েছিল তাকে দিয়ে। কাঠের জিনিসের দিকে ঝোঁক পাবলোর বাবারও রয়েছে। সে যে টেবিলে বসে পড়াশোনা করে সেটা আগে বাবা ব্যবহার করত। তারপর কাকা। টেবিলের সঙ্গে মানানসই চেয়ার। ঠাকুমার কাছে গল্প শোনার মজা এখনও ভোলেনি। কত বই দিয়েছে পড়তে শেখার পরে। এখনও জন্মদিনে বই দেয়। ঠাকুমা নিজের জন্মদিনে বই পেলে যেমন খুশি হয়, তেমনি বই দেয় অন্যদের জন্মদিনে। ওইভাবে বাড়িতে বেড়ে গেছে বইয়ের সংগ্রহ। ঠাকুমা বলে, 'বাড়ির সেরা আসবাব হলো বই।' ঠাকুমার পাওয়া বইগুলো বারবার দেখে। বই দেখতে দেখতে বই পড়ার মজা পেয়েছে পাবলো। তার সংগ্রহে এখন অনেক বই। বাবার ছেলেবেলার বইগুলো ঠাকুমা যত্নে রেখেছে। বইকে ওদের বাড়িতে সকলেই বন্ধু ভাবে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. রবীন্দ্রনাথের কোন্ গল্পের চরিত্র ফণিভূষণ সাহা? কোন্ সময়ে লেখা? তখন লেখকের বয়স কত?
২. 'তিনকন্যা' ছবির পরিচালক? কোন্ সালে তৈরি? গল্প তিনটির নাম? তিনকন্যার নাম?
৩. ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ কে ছিলেন? তাঁর ডাক নাম কি ছিল? তাঁর স্মৃতিজড়ানো মঞ্চের নাম কি? কোথায়?
৪. শশিভূষণ দাশগুপ্তের লেখা কোন্ বই কোন্ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পায়?
৫. 'জোড়াসাঁকোর ধারে' কার লেখা?

উত্তর ১. মণিহারা। অগ্রহায়ণ ১৩০৫। ৩৭ বছর। ২. সত্যজিৎ রায়। ১৯৬১। পোস্টমাস্টার, মণিহারা, সমাপ্তি। রতন, মণিমালিকা, মৃণ্ময়ী। ৩. যাত্রাজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বড় ফণী। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চ। বাগবাজার। ৪. 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য'। ১৯৬১ সালে। ৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছবিতে তফাত খোঁজ

উ ল টো পা ল টা

বিকাশ ভট্ট জানা আত্মপ্রণাম পটু মানুষদের দলে নাম লিখিয়েছে স্কুলের বেড়া পেরোবার সঙ্গে সঙ্গে। নিজেকে সে সবজান্তা ভাবে। ওইভাবে কোথাও জাঁকিয়ে বসে। রাজাউজির মারে। বলে, 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিটি নাটক লেখার সময় তার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বিবেকানন্দকে শিকাগো বক্তৃতার ঠিক আগে কি বলতে হবে কেমন ভাবে বলতে হবে সব শেখায়। আনন্দমঠ লেখার সময় 'বন্দেমাতরম্' গানটি রচনার প্রেরণা দেয় সে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রাজনীতিতে ঢুকেছিলেন তারই পরামর্শে। বিদ্যাসাগর অনেক ভুল করেছিলেন 'বর্ণপরিচয়' লিখতে গিয়ে। ঠিক করে দেয় বিকাশ। ছেলের দল বলে, 'সবজান্তা গুলবাজ বিকাশ জানা ভট্ট, লোকটি হলো আগমার্কা খট্ট পট্ট নট্ট।' খট্ট পট্ট নট্ট-শব্দ তিনটির অর্থ খাটো পটু নাটুকে।

২

রণজয় আদক কিছুদিন আগে এক অফিসের কর্তা হয়েছে। কর্তা হবার পর সে মাটি থেকে একটু উঁচু দিয়ে হাঁটে। নিজেকে ছাড়া অফিসের সব লোককে অসৎ ভাবে। সবাই ফাঁকি মারছে, চুরি করছে। সে নিজের হিসেব ঠিকমতো বুঝে নিতে চায়। আমদানি বাড়ানোর নানারকম অঙ্ক কষতে লাগল। মূল নজর কোন্ দিক থেকে কি কি আসবে। কিছুই ছাড়তে রাজি নয়। অফিসের লোকজন বুঝে গেছে, রণজয় কৌশলে সব বাগাতে চায়। খরচ কমাতে লাগল। সবাই একগাদা টাকা নিয়ে যাচ্ছে। রণজয় কর্তাগিরি করতে চাইল অফিসের কর্মদক্ষ প্রদীপ বাগকে ডেকে। প্রদীপ জানাল, 'আপনার যদি মনে হয় বাইরের লোকজন অনেক টাকা নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে নিজেই সব কাজ করুন। তাহলে ঘরের টাকা ঘরেই থাকবে। আপনার কর্তাগিরির চোটে এবার লোকজন চলে যাচ্ছে। কাদের নিয়ে কাজ চালাবেন ভাবুন।' রণজয় চুপচাপ শুনল প্রদীপের কথা। কিছু বলতে পারল না।

রামগরুড় সংকলিত

মহিলারাও পারেন লড়াই করতে

ইন্দিরা রায়

মেয়েদের সম্পর্কে কিছু লিখতে বসলেই শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, শ্লীলতাহানি এবং সাম্প্রতিককালে বহু আলোচিত শব্দ 'ধর্ষণ' ছাড়া আর কোনও কথাই যেন বলা হয় না। প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বে মেয়েদের অবস্থান ছিল যেখানে, আজ বিশ্বায়নের যুগেও সেই একই। শুধু বলা যায়, একবিংশ শতাব্দিতে চার দেওয়ালের চৌহদ্দির বাইরে এসে বিশাল জগতের মাঝে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে এইটুকু যা। তাদের সম্মান, মর্যাদা, শালীনতা বজায় রাখার চেষ্টা কারোর নেই। সুতরাং মহিলাদের অপমান-অমর্যাদার প্রতিবাদে লড়তে হবে নিজেদেরই। লড়তে হবে না, ইতিমধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে মহিলারাই রুখে দাঁড়াচ্ছে তাদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

প্রথমেই নাম করতে হয় আফগানিস্তানের তালিবানদের জেহাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কিশোরী মালালা ইউসুফজাই-এর কথা। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে তালিবানদের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল একটি বিদ্যালয়ের কিশোর ছাত্রী। তালিবানের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে জীবন-মরণ লড়াই-এ লড়াকু মালালা মানুষের সহানুভূতি সমমর্মিতায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। এবং আজ সে বিশ্ববন্দিত। এ-তো মেয়েদের প্রতি জেহাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। কিন্তু হঠাৎ করেই মহিলাদের শ্লীলতাহানির এক অদ্ভুত প্রবণতা চলেছে রমরমিয়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখেও এগিয়ে আসেন না, অনেকক্ষেত্রে অবশ্য দৃষ্টির আড়ালে ঘটছে এসব ন্যক্কারজনক ঘটনা। আবার, অনেক ক্ষেত্রে

মালালা ইউসুফজাই

প্রমাণ লোপাট করার জন্য ধর্ষণ করে পিঁপড়ের মতো টিপে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করছে না অভিযুক্তরা। সেক্ষেত্রে সেসব মহিলাদের বাঁচাবে কে! কিন্তু আজ আর মেয়েরা শুধু মার খাচ্ছে না, মার দিতেও সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসছে। এমনই একটি ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে হাওড়া ময়দানে গার্লস কলেজের সামনে। দুই কিশোরীকে ওড়না ধরে টানাটানি করে তাদের অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে, তাদের কাছে টেনে নিয়ে আসতে গেলে দুই কিশোরী ঘুরে দাঁড়ায়। এলোপাতাড়ি চড়-থাপ্পড় মেরে যুবকদের হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। এমন কি ওই দুই ইভটিজারের হাত শক্ত করে চেপে ধরে প্রাণপণে চিৎকার করতে থাকে। তাদের চিৎকারে রাস্তার লোকজন ছুটে আসে এবং দু'জন ইভটিজারকে ধরে ফেলে এবং পুলিশের হাতে দেয়। এই দুই কিশোরী তাদের শালীনতা রক্ষা করতে নিজেরাই রুখে দাঁড়ায়, কারোর সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে তার নিকটজনের চরম শাস্তিকে বাহবা জানাতে একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ইসলামপুরের রুকসানা ইসলাম। ২০১১-র ১০ এপ্রিলের ঘটনা। ঘটনাটি ছিল এরকম যে, ইসলামপুরের মাংস-বিক্রেতা মহম্মদ ইসলাম পাশবরিপুর তাড়নায় তার আত্মজ কিশোরী কন্যাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হলে রাগে উন্মত্ত ইসলাম শিশু কন্যাকে মাংসকাটার অস্ত্র দিয়ে কোপায়। তার আর্তনাদে মা, ইসলামের স্ত্রী বাধা দিতে যায়। সেও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ধর্ষণের চেষ্টা ও খুনের দায়ে তাকে জেলে পোরা হয়। তার রায় বেরোয় সম্প্রতি। সে রায়ে বলা হয়েছে ইসলামের ফাঁসির সাজার কথা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল তার স্ত্রী রুকসানা। আজকে রায়ে সে খুশি, তাই তার চোখে আনন্দাশ্রু। কারণ মেয়ের প্রতি এই জঘন্যতম নৃশংস কাজের জন্য রুকসানা চেয়েছিল তার স্বামীর চরম শাস্তি। আজকের রুকসানা এতটুকু বিচলিত নয়, বরং উপযুক্ত শাস্তি হওয়ায় সে খুশি। এখানেও সে একা নিজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সংসারের অন্য সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেবার দায় নেয় সে নিজে। লোকের বাড়ি পরিচারিকার কাজ করেছে। বিচারকের কাছে অকপটে জানায় স্বামীকে ফাঁসি দেওয়া হোক। ভগবানের কাছে তার নিত্য প্রার্থনা ছিল স্বামীর উপযুক্ত শাস্তির। আজ সে জয়ী।

এইসব দৃষ্টান্ত থেকে আশ্বস্ত হওয়ার কথা এই যে, মেয়েরা নিজেরাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে এবং এভাবেই যদি রুখে দাঁড়ায় আশা করা যায় যে এবার হয়তো অপ্রীতিকর ঘটনা হ্রাস পেতে পারে।

আফজল গুরুর ফাঁসি

রাজনৈতিক সুবিধা লাভে ইউ পি এ ব্যর্থ

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

সরকারি কর্তাব্যক্তিরা যাঁরা গত শুক্রবার সংসদ হামলায় মূল ষড়যন্ত্রী আফজল গুরুর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা কার্যত আইনের বিষয়গুলি বিবেচনা না করেই তা করলেন। বরঞ্চ এঁরা বেশি চিন্তিত ছিলেন যে, মৃত্যুদণ্ড একবার কার্যকর হলে তার রাজনৈতিক প্রভাব কতটা হবে তারই হিসেবে-নিকেশ নিয়ে।

> **রাষ্ট্রপতি আফজলের ক্ষমা প্রদর্শনের আর্জি প্রত্যাখ্যান করতেই সরকার যেন নড়ে চড়ে বসে। সম্ভবত রাষ্ট্রপতি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেন, আর তার কোনও আগাম-বার্তা ছিল না। সরকারের তৎপরতার কারণ হয়তো এটাই যার ফলে সরকার এর থেকে কোনও রাজনৈতিক সুবিধা নিতে পারল না।**

রাজধানীর বিভিন্ন দপ্তরে অলিগলি ঘুরে ক্ষমা প্রদর্শনের বিবেচনার ফাইল প্রত্যাখ্যাত হবার পর বিষয়টা দেশের রাজনৈতিক পাণ্ডাদের কাছে ঘুম কেড়ে নেবার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ইউপিএ সরকারের দণ্ডাদেশ কার্যকর না করতে পারার দৌর্বল্য অবশ্যই অতি স্বদেশীওয়ালাদের কাছে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠছিল। জনমত যেভাবে বিভিন্ন মিডিয়া চ্যানেলগুলিতে নিয়মিতভাবে দুর্বল সরকারের নীতিহীনতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল, তাতেই তৎপরতার সঙ্গে এই দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হলো। সরকার এই দণ্ডাদেশ কার্যকর করল এমন এক দেশবাসীর বিরুদ্ধে যে পাকিস্তানের মৌলবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জঘন্য সংসদ হামলার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। সত্যি কথাটা হলো ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর এই হামলায় মূল-চক্রীর মৃত্যুদণ্ড চাওয়াটা ছিল এক সঠিক দাবি।

কেউ একথা বলবে না যে, যে অপরাধের সাজা আফজল পেয়েছে তা লঘু পাপে গুরু দণ্ড। সংসদ হামলা যেভাবে পাকিস্তানি মুজাহিদিন গোষ্ঠী ঘটিয়েছিল তা যদি সফল হতো তবে এই নারকীয় ঘটনা দেশের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরাট হামলা বলেই পরিগণিত হতো এবং এর পরিণতি হোত আরেকটা অযাচিত পাক-ভারত যুদ্ধ। সেই সময় যে নয়জন পুলিশকর্মী নিজেদের জীবনের বিনিময়ে সংসদের মূল দরজা তৎপরতার সঙ্গে বন্ধ করে এক অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধ গড়ে ভিতরে থাকা সাংসদ ও মন্ত্রীদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন তা নজিরবিহীন এবং এইভাবে সংসদ দখল হোত অনেক রক্তক্ষয়ী আর ভয়াবহ। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা, ২৬/১১-র মুম্বাই হামলা আর সংসদ হামলা— জেহাদী হামলায় একসূত্রে গাঁথা তিনটি জঘন্য অপরাধ।

সরকার নিপুণভাবে পর পর দুটি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মাধ্যমে ভারতীয় জনতাপার্টির অনবরত অভিযোগকে ভোঁতা করে দিল। তারা বলছিল সরকার সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি নরম। দিল্লীর রাস্তায় যুবতীকে ধর্ষণের পর নারকীয় হত্যার ঘটনায় যেভাবে সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতায় চিড় ধরাচ্ছিল, তা এই দণ্ডাদেশের মাধ্যমে ওই ক্ষতে কিছুটা হলেও প্রলেপ দেওয়া হল। নরেন্দ্র মোদীর সাফল্য ঘিরে যে উদ্দীপনা তাকে ঢাকতে এই তৎপরতা বলে অনেকের ধারণা।

কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিরা এমনটা কখনওই মনে করে না যে এই দণ্ডাদেশ কার্যকর হওয়ায় মনমোহন শাসনের প্রতি আস্থা বর্ধিত হলো। কিংবা তারা এখনও স্বীকার করে না যে এই সিদ্ধান্ত কোনওভাবেই দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিদ্ধহস্ত কংগ্রেসী আইকন ইন্দিরার সঙ্গে তাঁর পুত্রবধূর কোনও তুলনা চলে। এটা অন্ততঃ তাদের বিশ্বাস যে, আফজল ইস্যু যেভাবে উঠে এলো তাতে মোদী আলোচনা কিছুদিনের জন্য কার্পেটের তলায় চাপা পড়ে গেল।

একদিন হয়তো জানা যাবে দীর্ঘ টালবাহানার পর কী এমন ঘটল যে এত তৎপরতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এমন সিদ্ধান্ত নিতে সরকার বাধ্য হলো। এমনটাও হতে পারে যে, আরেকবার মৃত্যুদণ্ড রদ করার প্রশ্ন উঠলে তা বিলম্বিত হবার ভয়ে ভীত ছিল

সরকার। শেষবারের মতো ২০০৫ সালের ৪ঠা আগস্ট রায়দান কালে উচ্চতম আদালত বলেছিল যে, সমাজের সামগ্রিক দাবি হলো সমাজ একমাত্র সন্তুষ্ট হবে যদি আফজলকে ফাঁসিকাঠে লটকানো যায়। প্রাথমিকভাবে ২০০৬ সালের ২০শে অক্টোবর তার শাস্তিদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলেও প্রাণভিক্ষার আবেদনের মাধ্যমে তা রদ হয়ে যায়। এর মানে হলো তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে অযথা সাত-সাতটা বছর প্রলম্বিত হলো।

এই দীর্ঘসূত্রিতার ফলে উচ্চতম আদালত হয়তো তার মৃত্যুদণ্ড খারিজ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিতে পারত (যার পূর্ব দৃষ্টান্ত রয়েছে)। ১৯৮৩ সালে উচ্চতম আদালতের নির্দেশ ছিল যে, ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদনে তিন-মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পুনরায় ২০০৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সরকারকে উচ্চতম আদালত মনে করিয়ে দেয় যে, রাষ্ট্রপতিভবনের অলিন্দে যে ২৬ জন অপরাধীর প্রাণভিক্ষার আর্জি আটকে রয়েছে তার নিষ্পত্তি করে দেবার জন্য।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল একমাত্র ব্যক্তি যিনি বলতে পারেন এ ব্যাপারে সরকার কতটা উদ্যোগী হয়েছিল। রাজনৈতিক আবহে এই বার্তা ঘোরাফেরা করছিল যে, সরকার নিজেদের রাজনৈতিকভাবে কলুষিত না করে পুরো দায়টাই আদালতের কাঁধে চাপিয়ে দিতে চায়। যেমনটা ঘটছে আফজল গুরু সহ রাজীব গান্ধীর নিধনকারী কিংবা বিয়ন্ত সিংয়ের হত্যাকারীদের নিয়ে। প্রতিটা বিষয় নিয়েই যথেষ্ট জলঘোলা হয়েছে এবং হচ্ছে।

কোনও বিষয় সমাধানের ক্ষেত্রে আদালতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেও তার আদেশ পালনের দায়টা এসে পড়ে শেষপর্যন্ত প্রশাসকদের ঘাড়েই। কিন্তু আদালতের আদেশ পালনে ইউপিএ সরকারের এই অনীহা। যদি এমনটা ধরে নেওয়া যায় যে, কোনও উদার বেঞ্চ প্রলম্বিত দণ্ডাদেশের কার্যকারিতা নিয়ে সরকারি টালবাহানায় কোনও অপরাধীর গুরু দণ্ড লঘু করে যাবজ্জীবন দিতে পারে, কিন্তু সন্দেহ রয়েছে আফজলের ক্ষেত্রে এমনটা হোত কিনা। বরং এমন এক জঘন্য অপরাধীকে ফাঁসি কাঠে না ঝোলালে সরকারের উপর দায় চাপত সংখ্যালঘু তোষণের বিষয়টা। যাই হোক, এর মধ্যে এমন কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটেনি যে, আফজলের দণ্ডাদেশ কার্যকর করাটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। ব্যাপার হলো যে, আফজলের ফাঁসি কাশ্মীর উপত্যকার পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলবে, কিংবা বাকি ভারতীয়রা 'খুনকা বদলা খুন' এই নীতি সরকার নিয়েছে বলে তার প্রভাব আগামী নির্বাচনের উপর পড়বে— এমনটা ভাবতে সরকার রাজি নয়।

তাহলে সরকারের এমন অনীহা কেন? সরকার সচেতন যে, আফজলের ফাঁসি হলে তা উপত্যকায় বিচ্ছিন্নতাবাদকে নতুন করে ফের উসকে দেবে। নতুন করে আবার তা দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির হাতে সরকার-বিরোধী অস্ত্র তুলে দেবে যে, সরকার নতুন করে, বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করছে। মনে রাখতে হবে যে, সরকারের সামগ্রিকভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা তখন প্রকাশ পেয়েছে যখন একজন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর মৃত্যুদণ্ডের খবর তার পরিবারের কাছে স্পিড পোস্টে কিন্তু বিলম্বে পাঠানো হয়েছে। এই বিলম্ব একটা সৌজন্যহানিকর দৃষ্টান্ত।

আফজলকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাও এটা স্বভাবতই কংগ্রেসের স্লোগান নয়, এটা বিজেপি-র দাবি। কংগ্রেসের এটা একটা নির্বাচনী চাল, যদিও দল হিসেবে কংগ্রেস চাইছিল না যে, আফজলকে ফাঁসিতে চড়ানো হোক। বাস্তবে মাত্র তিনমাস আগে কাসবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ায় তেমন একটা শোরগোল হয়নি বলেই সরকারকে আফজলের মৃত্যু দণ্ডাদেশ কার্যকর করানোর পেশীতে বল জুগিয়েছে।

আফজলের মৃত্যুর পর পরিস্থিতি এমন কিছু বদলায়নি। বরং কংগ্রেসকে সমাজের একশ্রেণীর মানুষের অপপ্রচারকে ঠেকাতে হয়েছে যে, দল হিসেবে কংগ্রেস দু-মুখো নীতি নিয়ে চলছে। সমাজের এক শ্রেণীর জন্য একপ্রকার ব্যবস্থা আর মুসলমানদের জন্য অন্যরকম। এই ধরনের নীচু স্তরের রাজনীতিকে আমল না দিয়ে, বরং বলা যায় কংগ্রেস রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে এই বার্তাই পৌঁছতে চেয়েছে যে, তারা এইধরনের প্রচারের বিরুদ্ধে।

কিন্তু এই দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়েছে। প্রথমত, গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি আফজলের ক্ষমা প্রদর্শনের আর্জি প্রত্যাখ্যান করতেই সরকার যেন নড়ে চড়ে বসে। সম্ভবত রাষ্ট্রপতি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেন, আর তার কোনও আগাম-বার্তা ছিল না। সরকারের তৎপরতার কারণ হয়তো এটাই যার ফলে সরকার এর থেকে কোনও রাজনৈতিক সুবিধা নিতে পারল না।

(লেখক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক)

SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY
RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH
SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155

CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

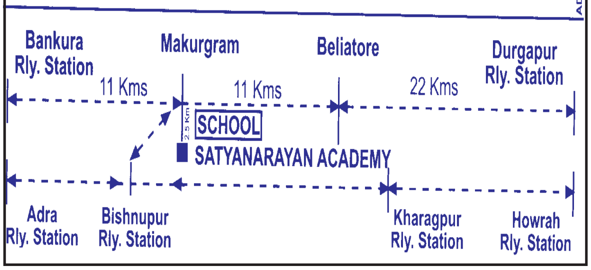

আইনশৃঙ্খলা ক্রমশ ভেঙে পড়ছে মালদায়

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ মালদা জেলার আইনশৃঙ্খলা যে ক্রমশ অবনতির দিকে বিভিন্ন ঘটনা তার প্রমাণ দিচ্ছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চল কালিয়াচক ও সুজাপুর। গত তিন মাস হতে চলল সুজাপুরের হিন্দুপাড়া থেকে পায়েল মণ্ডল (১৭ বছর ৪ মাস) নামে এক ছাত্রীকে স্থানীয় মুসলিম যুবক অপহরণ করার পরও পুলিশ প্রশাসন তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। পুলিশ সব জেনে শুনে চুপ করে রয়েছে। সুজাপুরের হিন্দুরা এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে। অপর দিকে জালনোটের কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে কালিয়াচক থানার সুজাপুর থেকে একের পর এক দুষ্কৃতি ধরা পড়ছে। সম্প্রতি গুজরাত পুলিশ সুজাপুরের বাসিন্দা সালমা, কালিয়াচকের বাসিন্দা আজ্জুমান সহ ৬ জনকে ২৭ লক্ষ টাকার জাল নোটসহ গ্রেপ্তার করে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি এই জাল নোট চক্রের মূল পাণ্ডা বাবর আলিকে কালিয়াচকের ছোট মহদীপুর থেকে ১০ রাউন্ড গুলিসহ গ্রেপ্তার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। গুজরাত পুলিশ এই খবর পাওয়ার পর গুজরাট থেকে মালদায় চলে আসে। গুজরাটের রাজকোট জেলার ওয়ঙ্কালার সিটি থানার ইন্সপেক্টর গম্ভীরচন্দুবা জাদেজার নেতৃত্বে ৯ জনের একটি পুলিশ দল মালদা আদালত থেকে বাবর আলিকে সাত দিনের সি জে এম আদালতের মাধ্যমে ট্যানজিট রিমান্ডে নিয়ে গুজরাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। সারা ভারতবর্ষে মালদার এই কালিয়াচক থানার বিভিন্ন গ্রাম থেকেই জাল নোট ছড়িয়ে পড়েছে যা দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন সীমান্ত দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার জাল নোট কালিয়াচকে চলে আসছে এবং তা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। অপরদিকে মালদা ও চাঁচলের আধা শহরে যুবকরা নেশাগ্রস্ত হয়ে অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে ক্রমশ যুক্ত হয়ে চলেছে। কাশির ঔষধ ফেনসিড্রিল, ব্রাউন সুগার সহ অন্যান্য নেশায় আসক্ত যুবকরা খোরাক মেটাতে ছিনতাই চালাচ্ছে। নেশার টাকা জোগাড় করতে মরিয়া এইসব যুবকরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সোনার অলংকার, মোবাইল, মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিচ্ছে। এব্যাপারে ইংরেজ বাজার, পুরাতন মালদা, চাঁচল, কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিভিন্ন থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। কিন্তু নেশাখোরদের উপদ্রব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে সরস্বতী পূজার দিন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দিনের বেলা প্রতিমা দেখতে নিয়ে যাওয়ার সময় চাঁচলে এক শিক্ষিকার আড়াই ভরির সোনার হার ছিনতাই করে পালিয়ে যায় দুই দুষ্কৃতি।

এছাড়া ঐদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে টাকা, মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগ জমা পড়েছে থানাগুলিতে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কয়েকজনকে ধরেছে বলে জানা যাচ্ছে। যারা ছিনতাইয়ের ঘটনায় যুক্ত তারা বেশিরভাগই নেশাগ্রস্ত ও আসক্ত। অনেক ক্ষেত্রে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাতের ঘটনাও ঘটছে। পাড়ায় পাড়ায় বেআইনী মদের ঠেক তো এখন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। সরকার মোটারকম রাজস্ব আদায় করতে এখন মদকে খোলা বাজারে ছেড়ে দিচ্ছে। সব মিলিয়ে গ্রাম ও শহরগুলি ক্রমশ সন্ধ্যে হলেই বিভীষিকাময় হয়ে উঠছে।

নেত্রদান মহাদান

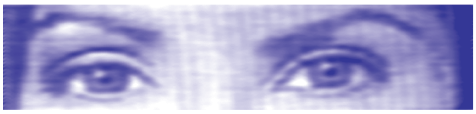

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

লিখুঁত লেখার খাতা

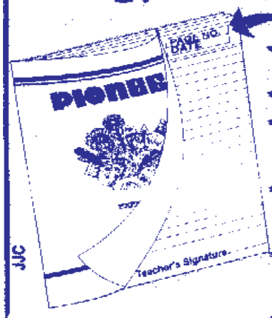

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................. কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane (1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4182, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

দুই নম্বর নজরুল ইসলামের যা করণীয়

শ্রীচৈতন্য বর্ধন

বাংলায় দুই নজরুল আবির্ভূত হয়েছেন— প্রথমজন অখণ্ড বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮)। দ্বিতীয়জন খণ্ডিত বাংলায় পুলিশের ডি.জি. নজরুল ইসলাম (১৯৫৪)। দু'জনই ইসলাম ধর্মাবলম্বী; কিন্তু তাঁদের জীবনদর্শন আলাদা। কাজী নজরুল গেয়েছেন হিন্দু-মুসলিম মিলনগীতি; আর ডি জি নজরুল গাইলেন শুধু মুসলমানদের ব্যথারগীতি এবং তার জন্য সম্পূর্ণ দোষ আরোপ করলেন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের উপর।

এই দুই নজরুলের আবির্ভাবের ব্যবধান কাল ৫৬ বছর। কিন্তু এই ৫৬ বছরের মধ্যে বাংলার মাটি একাধিকবার ভাগ-যোগ হলো এবং অবশেষে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে দশ আনি-ছ' আনি হিস্যায় বাংলাকে চিরস্থায়ীভাবে ভাগ করা হলো। সে সময় কাজী ছিলেন বাক্যহারা; আর ডি জি ভূমিষ্ঠ হননি। যাদের হাতের ছোরা এই রক্তাক্ত বিভাজন বাস্তবায়িত করেছিল, এখন তাদের পুত-নাতিরাই বাংলা ভাগের জন্য হিন্দুদের দোষারোপ করে থাকে। এমনই একজন হলেন ডি জি নজরুল।

সম্প্রতি ডিজি নজরুল মুসলমানদের পশ্চাদপদতার ৪০ দফা ফিরিস্তি দিয়ে 'মুসলমানদের করণীয়' শীর্ষক ১০২ পৃষ্ঠার এক বই ফেঁদেছেন। এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলিম বিদ্বেষী আখ্যায়িত করেই পুস্তকের বিস্‌মিল্লাহ করেছেন। তা করুন, তাতে কোনও হিন্দু তাঁকে ছোরা নিয়ে তাড়া করবে না। কিন্তু বারে বারে মুসলিম আক্রমণকারীদের দ্বারায় এবং ৭০০ বছরের মুসলিম শাসনে ভারতের হিন্দুরা যে পৈশাচিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিল, তার উল্লেখে মুসলমানদের গায়ে জ্বালা ধরে কেন? কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির, মথুরার শ্রীকৃষ্ণ মন্দির সমেত তিন হাজার হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ক্ষত কি তারা এক তাজমহলের সৌন্দর্যে ভোলাতে চান? তাও যদি সেটি সম্রাট শাজাহানের তৈরি হতো!

সেসব পুরনো কথা ছেড়ে দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনে হিন্দুদের দুর্বিষহ জীবনের কিছু পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে। বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত থেকেই হিন্দুদের এই দুর্ভাগ্যের সূচনা। 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর রচয়িতা জয়ানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপে হিন্দুদের দুরবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন :

"নবাব ব্রাহ্মণদের ধরে আনে, নষ্ট করে তাদের জাতি। কখনও বা করে হত্যা। যদি কোনও গৃহ হতে শোনা যায় শঙ্খধ্বনি, তবে গৃহস্বামীর ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত হোত, তার জাতি নষ্ট করা হোত, নয়তো বিপন্ন হতো তার জীবন। যারা উপবীত ধারণ করত বা ললাটে আঁকত চন্দন তিলক, তাদের বাড়ি লুঠ করে বেঁধে আনা হোত। ভাঙা হোত মন্দির, উপড়ে ফেলা হোত পবিত্র তুলসী গাছ। হিন্দুদের গঙ্গাস্নান নিষিদ্ধ হয়—"

আরেকজন সমসাময়িক কবি ঈশাননগর হোসেন শাহের শাসনে হিন্দুর অবস্থা সম্বন্ধে লিখেছেন :

"নিত্য ধর্ম নষ্ট করে দুষ্ট ম্লেচ্ছগণে।
দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গি করে খণ্ড খণ্ড।
দেবপূজার দ্রব্য সব করে লণ্ডভণ্ড।।
শ্রীমদ্ভাগবত আদি ধর্মশাস্ত্রগণে।
বল করি পোড়াইয়া ফেলায় আগুনে।।
ব্রাহ্মণের শঙ্খ ঘণ্টা কাড়ি লঞা যায়।
অঙ্গের তিলক মুইছা বলে চাটি খায়।।
তুলসী বৃক্ষে মুতে কুকুরের সনে।
দেবগৃহে মলত্যাগ করে দুষ্ট মনে।।
পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল।
সাধুকে তাড়না করে বলিয়া পাগল।।
হেন মতে কত শত দুষ্ট ব্যবহারে।
অবহেলে সর্বধর্ম কর্ম নষ্ট করে।।"

নবাবী শাসনে হিন্দুদের স্বর্গসুখের এই তো নমুনা। সাধে কি মহাপ্রভু বাংলা ছেড়ে হিন্দুরাজ্য ওড়িষ্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন! তাছাড়া মুসলমান শাসকদের রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যতম প্রধান কর্ম ছিল জোরজবরদস্তি করে বিধর্মীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা। আর সে উদ্দেশ্যেই তারা অধিকৃত প্রদেশে সরকারি প্রহরা ও মদতে পীর ফকিরদের আস্তানা বসাতেন। তাদের

কাজই ছিল অসহায় হিন্দুদের ছলেবলে কৌশলে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করা। সারাবাংলায় প্রত্যেকটি জেলায় ২৫/৩০টি স্থানে অন্তত ৪০ জন পীরফকির দরবেশকে সুপরিকল্পিত ভাবে 'transplant' করা হয়েছিল এবং সেই সেই জায়গাগুলিই দ্রুত মুসলিম সংখ্যাধিক্য অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। ডিজি নজরুল ইসলাম সাহেব তাঁর ''বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক'' গ্রন্থে অর্ধেক বাঙালী কি করে মুসলমান হয়ে গেল সে কারণ ব্যাখ্যা করে এসব তথ্য দিয়েছেন। তবে ইসলাম প্রেমে উদ্বেল হয়ে দলে দলে হিন্দু যে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে তারও কোনও ভিত্তি নেই। তা হলে ৭০০ বছরে পুরো বাংলা, পুরো ভারতবর্ষ ইসলামধর্ম গ্রহণ করল না কেন? আর ১৭৫৭ সালে ইংরেজ শাসন চালু হতেই ধর্মান্তর বন্ধ হয়ে গেল কেন?

ডিজি নজরুল ইসলাম বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামমোহন- বিদ্যাসাগর প্রমুখের অবদানকে প্রাধান্য দিতে রাজী নন। তাঁরা যা করেছেন তা হিন্দুসমাজের জন্য। যেমন— বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন। মুসলমান সমাজে বিধবা সমস্যা নেই, সুতরাং তা সমাধানের জন্য কোনও বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন ঘটেনি। কোনও নারী বিধবা হলেই তিন মাসের মধ্যে তার নতুন পতি গ্রহণ এবং একই পুরুষের চারজন মহিলা নিয়ে ঘর করার বিধান থাকায় মুসলমান সমাজে বিধবা সমস্যার প্রশ্নই ওঠে না। তবে এই ব্যবস্থা যে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অশিক্ষা ও দারিদ্র্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ ডিজি সাহেব মনে মনে স্বীকার করলেও মুখে স্বীকার করার সাহস নেই; কারণ একদিকে ফতোয়ার শিকার হবার ভয় আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লোভ মুসলমান নেতা ও জনতা কখনওই সংবরণ করতে পারবে না। সুতরাং দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী হয়েই থাকবে— যা ৭০০ বছরে যেমন দূর হয়নি, ৭০ বছরে দূর হবার আশা বাতুলতা। ডিজি সাহেবের একথা ভোলা উচিত নয় যে মুসলমান শাসন অবসানে হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে; আর বিধর্মীর ভাষা বলে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করে। হিন্দুরা নিজের টাকায় গড়েছে হিন্দু কলেজ আর মুসলমানরা সরকারি খরচে পেল কলকাতা মাদ্রাসা। নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় নিজেরা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে হিন্দুদের এগিয়ে যাবার জন্য দোষারোপ করা অর্থহীন। এখনও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মুসলমানদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখলে সন্দেহ হতেই পারে যে এই সমাজ সামনে এগিয়ে চলার চেয়ে পেছনের দিকে চলতেই অধিক আগ্রহী।

ডিজি ইসলাম সাহেবরা একথা বুঝতে চান না যে বৃটিশের মেহেরবানীতে বাংলায় মুসলমানরা একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগের অধিকার এবং পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণের সুযোগে চাকরিবাকরিক্ষেত্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উচ্চ পদ দখল করা চিরদিন চলতে পারে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে না চললে আখেরে আক্ষেপই সার। নজরুল সাহেব যে শিক্ষাক্ষেত্রে ও প্রশাসনে উচ্চস্থানে আসীন হয়েছেন তা তো নিজের এলেমের জোরেই, কারও সই সুপারিশের প্রয়োজন হয়নি বা সংরক্ষণের সুযোগ দরকার হয়নি। তার সমাজ যদি তাঁকেই মডেল করে জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে তাঁর মতো আরও কৃতবিদ্য পুরুষের আবির্ভাব হবে সমাজে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে 'ট্যালেন্ট' কোনও সমাজের একচেটিয়া নয়। প্রয়োজন তাকে সার জল দিয়ে পুষ্ট করে তোলা।

দেশভাগ ও প্রদেশ ভাগের জন্য হিন্দুদের দায়ী করে ডিজি নজরুল সাহেব মুসলমান সমাজের অপরাধকে ধামাচাপা দিতে চাইছেন। এ সম্পর্কে দেশে বিদেশে অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সেসব একটু নাড়াচাড়া করলেই Great Calcutta Killing এবং Noakhali Genocide ও পাঞ্জাব Holocaust এর ভয়াবহতা এবং তার সম্প্রদায়ের মুসলিম লীগ নেতা ও জনতার নৃশংসতা হিংস্রতার পরিচয় পাবেন। তবু কলকাতা নোয়াখালি ও পাঞ্জাবের দাঙ্গার পরেও মুসলিমলীগ নেতাদের আস্ফালন থেকে তিনি জানতে পারবেন দেশভাগে হিন্দুরা কাদের বর্বরতা থেকে আত্মরক্ষার্থে দেশভাগ ও প্রদেশভাগে রাজী হয়েছিল। যেমন—

Mr. Jennah-- "No other solution except full Pakistan could possibly bring peace to India, since anything less would be sure to produce further strife and bloodshed... you must carry out a surgical operation; cut India and its army firmly in half and give me the half that belongs to the Muslim League.

Mr. Liaqat Ali Khan-- The Punjab demonstration were an indication of what the League could do on an all India scale if it became necessary although "I could not guarantee that it would remain always non-violent.

Mr. Ghaznafar Ali Khan-- Mohammad Mir Kassim and Mohammod of Ghazni invaded India with armies composed of only a few thousands and yet were able to over-power lakhs of Hindus; God willing, a few lakhs of Muslims will yet overwhelm crores of Hindus.'

Direct Action বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরেও মুসলিম নেতাদের এই হলো রক্তস্রাবী বক্তৃতা; তার মধ্যে লিয়াকত আলি আর গজনফর আলি ছিলেন নেহরুর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী! এই পরিস্থিতিতে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন জিন্নাকে পরিস্কার বললেন— ''আপনি যে যুক্তিতে দেশভাগ চাইছেন, কংগ্রেস তো সেই যুক্তিতেই প্রদেশ ভাগ চাইতে পারে। মুসলীম লীগ বাংলা ও পাঞ্জাবে যে কাণ্ড ঘটিয়েছে তারপর সেই দুই প্রদেশের হিন্দু-শিখদের প্রদেশ ভাগের দাবী তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভারত ভাগ হলে জিন্নাকেও প্রদেশ ভাগের দাবী মেনে নিতেই হবে''। তখন আর জিন্নার মুখে কথা জোগাল না। জিন্না রণহুঙ্কার ছেড়ে মিউ মিউ করে মাউন্টব্যাটেনকে বললেন— খণ্ড হোক, তবু অখণ্ড কর্তৃত্ব চাই— I do not care how little you give me as long as you give it to me completely. আশা করি ডিজি নজরুল প্রদেশ ভাগের তথা বাংলা ভাগের পটভূমি এবং তৎকালীন মুসলিম নেতাদের ভূমিকা

অনুধাবন করতে পারবেন।

এবারে নজরুল সাহেবের মুসলিম দলিত ঐক্যের যে পুরনো রেকর্ড বাজিয়েছেন সে বিষয়ে দু'এক কথা। মিঃ জিন্না ত এই ফাঁদ পেতে ছিলেন এবং সে ফাঁদে পড়ে যোগেন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ দলিত নেতারা দলিত সম্প্রদায়ের যে ক্ষতিসাধন করেছেন তা সমকালীন দলিত নেতারা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন। বিনিময়ে যোগেন্দ্রবাবু পেয়েছিলেন আড়াই বছরের পাকিস্তানি মন্ত্রিত্ব।

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনায় জিন্নার সব যুক্তি ভণ্ডুল হয়ে যেতে তিনি বাংলাভাগে তপশীলি শ্রেণীর কথা তুলে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করলেন। বাংলা ভাগ হলে পশ্চিমবঙ্গের দলিত শ্রেণীর হিন্দুরা যে খুবই আতান্তরে পড়বে সে কথা ভেবে তার প্রাণ আকুলি বিকুলি করে উঠল : "Mr. Jinnah said that in Western Bengal the Caste Hindus were only 37% of the total Hindu population. The 63% Scheduled Caste Hindus would be ruened if they were cut off from those in Eastern Bengal. The idea made them shudder.

মিঃ জিন্নার মায়াকান্নায় ভুললেন যোগেন্দ্রবাবু। তিনি তখন সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার সদস্য এবং নোয়াখালীর বুকে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন যে দাঙ্গায় তফশিলী সম্প্রদায়ের কোনও ক্ষতি হয়নি। অথচ চরমশুল ও চররুহিতা নামে দুটি সম্পূর্ণ নমঃশূদ্র অধ্যুষিত গ্রামের ক্ষতির পরিমাণ তার বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। ''চরমশুলের ৩০১ ও চররুহিতার ৫৭টি বাড়ি লুণ্ঠিত হয়েছে ও পোড়ানো হয়েছে। প্রত্যেকটি বাড়ির ক্ষতির পরিমাণ অন্তত ৩৩,৭০০০ টাকা। প্রত্যেকেই বিত্তশালী চাষী গৃহস্থ। এই দুইটি গ্রামেরই ক্ষতির পরিমাণ হবে অন্তত ৪,৪৬,৫০৩ টাকা। ...ধর্মান্তরিত করা হয়েছে দু হাজার জনকে ও জোর করে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল ছয় জনকে ও খুন হয়েছিল একজন।'' (নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে— অশোকা গুপ্ত)

যোগেন্দ্রবাবু তার মিথ্যা সাক্ষীর প্রতিফল পেয়েছেন ১৯৫০-এর দাঙ্গায়। তাঁর পদত্যাগ পত্রের ছত্রেছত্রে মিলবে তার আত্মগ্লানি ও আত্মবিলাপের স্বাক্ষর।

ডিজি নজরুল ইসলাম ৬৫ বছর পর আবার দলিত-মুসলিম ঐক্যের জিগির তুলে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে নতুন করে অনৈক্য ও বিভেদ চাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলে তার ফল কারও পক্ষেই সুখকর হবে না। তিনি যখন মুসলমানদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে এতই ভাবিত তখন মুসলমানরা যেন কম্পিটিশনে বাচ্চা পয়দা থেকে বিরত হয়ে সুস্থ সমাজ ও পারিবারিক জীবনযাপনে অভ্যস্থ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হলে যথার্থ সমাজহিতৈষী বলে স্বীকৃতি পাবেন। মুসলমান সমাজে ইন্দ্রিয় সংযম নেই বলেই সমাজদ্রোহী ও দেশদ্রোহীতে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে--- ডিজি সাহেব বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীর তালিকা থেকেই তার প্রমাণ পাবেন।

'ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি'

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস কর, মোবাইল নং-9434877734

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।

ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

নিরক্ষরের সাহিত্য সাধনা

নিশান সিং-এর সঙ্গে লেখক দর্শন সিং (বাঁ দিকে)।

বিরাজ রায়॥ বিচিত্র নয়, ব্যতিক্রমী; সমাজে যা কিছু ঘটে সবই নিয়ম মেনে। যে যার নিয়ম মেনে চলে। আর এই নিয়ম ভাঙলেই তা পড়ে যায় অনিয়মের আওতায়। কিন্তু অনিয়মটাও কখনও কখনও আমাদের কাছে হয়ে ওঠে এক বিরাট পাওনা। তেমনি এক পাওনা পাঞ্জাবের নিরক্ষর সাহিত্যিক দর্শন সিং। বয়স পঁচাত্তর। তিনি না পারেন পড়তে, না পারেন লিখতে। আর পারবেনই-বা কি করে, তিনি তো কখনও স্কুলেই যাননি! অথচ রচনা করেছেন ২৯ খানা বই। 'ভারত কি শান', 'শহীদ-ই আজম ভগৎসিং', 'বাবা ফরিদজী কি জীবনী'— তাঁর লেখা এই বইগুলি বেশিরভাগই ইতিহাস আশ্রিত। ইতিমধ্যে বইগুলি অনেক জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। বিভিন্ন স্কুল ও সরকারি লাইব্রেরীগুলোতে চোখে পড়ছে দর্শন সিং-এর লেখা বই। সি বি এস সি বোর্ডের ফরিদকোট স্কুল, জলন্ধর দূরদর্শন, অমৃতসরের গুরুনানকদেব বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি পাঞ্জাব সরকারের ভাষা বিভাগও বইগুলিকে যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করেছে। প্রথাগত শিক্ষা নেই, কিন্তু অভিজ্ঞতার ঝুলিকে মেলে ধরে দর্শন সিং এখন পাঞ্জাবের এক অতি পরিচিত সাহিত্যিক।

দর্শন সিং ছোটবেলা থেকে কখনও স্কুলে যাননি। সেটা তাঁর ভালও লাগত না। কিন্তু ঠাকুর্দার খুব প্রিয় হওয়ায় তাঁর কাছে শুনেছেন অনেক গল্প। আর সেটাই কিশোর থেকে যুবক দর্শনকে একটু একটু শিক্ষিত করে তুলেছে। তাঁর ঠাকুর্দা গোপাল সিং এক সময় বৃটিশ আর্মিতে চাকরি করতেন। অংশ নিয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। ফৌজ থেকে ফিরে এসে সেই গল্পই শুনিয়েছেন নাতিকে। তাঁর কাছ থেকেই দর্শন জেনেছেন বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, পরিচিত হয়েছেন বিখ্যাত সব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। মাঠে কাজ করতে করতে গল্পের মাধ্যমে হয়েছে তাঁর প্রথম শিক্ষা। তারপর ১৯৫৪ সালে ঠাকুর্দা মারা যান। কিন্তু দর্শন তাঁর সেই গল্প ভোলেননি। তাঁর স্ত্রী অমরজিৎ কৌর গত পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন। তিনিও প্রায় অশিক্ষিত হলেও, স্বামীর মতো ছিলেন না, তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় পড়তে ও লিখতে পারতেন। দর্শন সিং জানিয়েছেন— 'আমার স্ত্রী ও ঠাকুর্দা আমাকে লেখাপড়া শেখাবার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমি কিছুতেই পারিনি'।

তারপর আর কোনওদিন লেখাপড়ার কথা ভাবেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছে লেখাপড়ার সঙ্গে। তিনি যেহেতু অনেক ইতিহাসের কাহিনী জানতেন তাই গ্রামের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছে আসত অনেক প্রশ্ন নিয়ে। তিনি উত্তর বলতেন, আর তারা সব লিখে নিতো। এভাবেই তাঁর মাথায় আসে বই লেখার ভাবনা। কিন্তু সমস্যা আছে; তিনি তো লিখতে জানেন না। বই লিখবেন কি করে? তবে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। তাই বাধাকে হার মানতে হলো। ১৯৮১ সাল নাগাদ একদিন চিকিৎসা করাতে গিয়ে পরিচয় হলো ডাঃ নিশান সিংয়ের সঙ্গে। দর্শন সিংহ তাঁকে শুনিয়েছেন নিজের গল্প। পরে গল্পের টানেই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। তারপর দুজনের প্রচেষ্টাতেই প্রকাশিত হয়েছে দর্শন সিংয়ের বিভিন্ন বই।

চৌকির উপর বসে দর্শন সিং তার অভিজ্ঞতার কথা বলে যান, চেয়ারে বসে খাতা-কলম নিয়ে তা লিখতেন ডাঃ নিশান সিং। ফরিদকোটে নিয়ে গিয়ে সেগুলো প্রিন্ট করা, প্রুফ দেখা সবই করতে হয় ডাঃ নিশানকে। তিনি জানিয়েছেন, 'নিজের পয়সাতে ছাপতে হয় সেজন্য পাঁচ কপির বেশি করা হয়ে ওঠে না। আগে প্রত্যেক পাতায় কুড়ি টাকা লাগলেও এখন তিরিশ টাকা লাগছে'। তবে তাঁর বইগুলির দাম বেশী নয়, পঞ্চাশ থেকে একশো টাকার মধ্যে। কারণ বাজারে যেসব বই বিক্রির জন্য দেওয়া হয় সেগুলি সবই ফোটোকপি। আসল যে কয়েকটি ছাপা হয় সেগুলো বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত হয়। সব বই-ই যে ঠাকুর্দার থেকে শোনা গল্পের সংকলন তা নয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও তিনি বিভিন্ন বই লিখেছেন। বাবা শালু রামের (গুরু নানকের আত্মীয়) গ্রাম ঘুরে এসে তার উপর একটি বই লিখেছেন। ঠাকুর্দার গল্প, নিজের অভিজ্ঞতা ও ডাঃ নিশান সিংহের সাহায্যে এভাবেই দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে দর্শন সিংহের সাহিত্য সম্ভার। ইদানিং তিনি স্কুল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ভ্রমণ করছেন, যেখানে যেখানে তাঁর বই রাখা হয়েছে। সম্প্রতি একটি টিভি চ্যানেল থেকেও তাঁকে ডাকা হয়েছে। ফলে সারা পাঞ্জাবে নিরক্ষর সাহিত্যিক হিসেবে দর্শন সিং এখন একটি পরিচিত নাম।

৭৫ বছর ধরে সমাজসেবায় নিয়োজিত
আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana ™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

গহনা যদি গড়াতে চান
যে কোনও স্বর্ণকারকে
সুপার
ক্যাটলগ দেখাতে বলুন
সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স
১৫-ডি, গরাণহাটা স্ট্রীট, কলি-৬

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের
ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম এর ......
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের প্রাদেশিক ক্রীড়া সমারোহ

সরস্বতী শিশু মন্দির, বাঁকুড়া জেলার ব্যবস্থাপনায় বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদ পরিচালিত দক্ষিণবঙ্গের ১৩টি জেলার শীর্ষ বাছাই, অনূর্ধ্ব ১১ বছর ভাই-বোনেদের ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি গত ২ ও ৩ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণবঙ্গের ১৩টি জেলা থেকে প্রায় ১৪০ জন প্রতিযোগী ভাই-বোন এই ক্রীড়া সমারোহে যোগদান করেছিল। এদের সঙ্গে এসেছিলেন সংশ্লিষ্ট শিশু মন্দিরের প্রায় ৮০ জন আচার্য/আচার্যা এবং শতাধিক অভিভাবক-অভিভাবিকা।

২ তারিখ বিকেলে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়েছিল ধর্মশালা থেকে। প্রায় বারশত লোক এই শোভাযাত্রায় যোগদান করেছিলেন। শোভাযাত্রার বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাঁকুড়া জেলার ধাতকিডিহি শিশু মন্দিরের শিশু ভাই-বোনেদের রণ-পা'য়ে শহর পরিক্রমা। এছাড়া প্রায় ৬২ জন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বেশে শিশু ভাই-বোনদের দলটিও শোভাযাত্রার মধ্যভাগে বেশ আকর্ষণীয় ছিল।

রানীগঞ্জ মোড়ে বীর সাভারকর মূর্তির পাদদেশে শোভাযাত্রা পৌঁছলে বাঁকুড়ার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিবেকানন্দের এবং বীর সাভারকরের মূর্তিতে মাল্যদান করে শোভাযাত্রাটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

৩ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে সকাল ৯ টায় ক্রীড়া সমারোহের উদ্বোধন করেন বাঁকুড়ার বিশিষ্ট চিকিৎসক ও প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ অমিতাভ চট্টরাজ। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন এশিয়ান খো-খো ফেডারেশনের অতিরিক্ত সচিব শ্রী দিলীপ চন্দ্র রায়, বিশিষ্ট আইনজীবী ও প্রাক্তন ভলিবল ক্রীড়াবিদ তাপস চৌধুরী। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, পতাকা উত্তোলন, অতিথিবরণ এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর বিশেষ উদ্দীপনায় ক্রীড়া সমারোহ শুরু হয়েছিল। বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রায় ১০ জন বিচারক সমগ্র ক্রীড়া সমারোহ পরিচালনা করেছিলেন।

'ক্যাম্ব'-এর বাংলা পুস্তক প্রকাশ—সিমসাঙের দুটি পার

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় একাডেমি অফ ফাইন আর্টস কনফারেন্স হলে ক্যাম্ব (ক্যাম্পেন এগেইন্স্ট এট্রোসিটিস অন মাইনরিটিস ইন বাংলাদেশ) সিমসাঙের দুটি পার নামে একটি অসমীয়া উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক রতন খাসনবীশ, এষা দে, অজিত বিশ্বাস প্রমুখ। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে ক্যাম্ব একটি প্রচার আন্দোলন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবার পরেও বাংলাদেশে চলছে ধারাবাহিক সংখ্যালঘু নির্যাতন।

উপন্যাসটি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী খৃস্টান জনজাতি 'গারো'দের পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়নের মর্মন্তুদ কাহিনী। শুধু কয়েক কোটি হিন্দু নয়, পূর্ববঙ্গের খৃস্টান জনজাতিদেরও বিতাড়িত করেছে ইসলামি সমাজ। ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে পূর্ববাংলার পাহাড় ও তার পাদদেশে বসবাসকারী জনজাতি গারোদের উপর নেমে আসতে থাকে চরম ইসলামিক অত্যাচার। লুণ্ঠিত ধর্ষিত সর্বস্বান্ত হয়ে এই জনজাতির হাজার হাজার মানুষ ভারতের অসম-মেঘালয় সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। অসম সরকারের রিলিফ অফিসার উমাকান্ত শর্মা খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন অত্যাচারে জর্জরিত সেই অভাগা মানুষগুলিকে। শুনেছিলেন তাঁদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী। সেই অভিজ্ঞতার ফসল হলো অসমিয়া উপন্যাস— 'সিমসাঙের দুটি পার'। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসে লেখকের নাম দেওয়া হয়েছিল 'পশুপতি ভরদ্বাজ'। সেকুলার জ্যেঠামশাইদের ঝামেলা এড়াতে উপন্যাসে কোথাও ইসলাম বা মুসলমান নাম নেই। সব নামহীন মানুষদের কাজ।

২০০৭ সালে গৌহাটি দূরদর্শনের জন্য এই উপন্যাস অবলম্বনে এক ঘণ্টার একটি টেলিফিল্ম তৈরি করেন প্রখ্যাত অসমিয়া পরিচালক বিনোদ ভগবতী। চলচ্চিত্রে অবশ্যই আক্রমণকারীদের গালে দাড়ি বা লুঙ্গি টুপি দেখাতে হয়েছে।

এই অসমিয়া উপন্যাসের বাংলা ভাষান্তর করেন মানস রায়। বইটি একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে প্রকাশ করেন বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী রোসালিন কোস্টা। এই বইটি

বিবেকানন্দ যুব শিবিরের সিডি-র উন্মোচন

গত ৩ মার্চ বিকেলে কলকাতায় কেশব ভবনে কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত বিবেকানন্দ যুব শিবির সংক্রান্ত একটি আলোকচিত্র সম্বলিত পুস্তিকা ও সিডি-র আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। শ্রী ভাগবত বলেন, সঙ্ঘ স্বামীজীর কাজের 'একস্প্যানসান কাউন্টার'। এই পুস্তিকা বা সিডি শুধু দেখার জন্য নয়, কিছু করার জন্যই এই সিডি।

বাংলা ও হিন্দি উভয় ভাষাতেই পুস্তিকা ও সিডি প্রকাশিত হয়েছে। এদিন এই সিডি বড় পর্দায় সকলকে দেখানো হয়। এই অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ ভাগাইয়াজী, পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল বিশ্বাস।

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা অবহেলিত পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা উদ্বাস্তুদের ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় খুলে দিয়েছে। সভাটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক মোহিত রায়।

এসিয়াটিক সোসাইটিতে স্বামী প্রণবানন্দ স্মৃতি বক্তৃতা

এসিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাসাগর হলে 'স্বামী প্রণবানন্দ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে' বিষয়ে ২০১১ সালের স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিলেখাগার-এর (আর্কাইভ) প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক প্রণব চট্টোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত।

প্রণববাবু তাঁর ভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী প্রণবানন্দের দুটি কার্যক্ষেত্র। একজন ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতা শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়ে ওঠা স্বামী বিবেকানন্দ, আর একজন বড় হয়ে উঠেছেন বাংলার এক পিছিয়েপড়া জেলা ফরিদপুরের বাজিতপুর গ্রামে। অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে নানা কাজের মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় এগিয়ে এসেছেন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা ইত্যাদি নানা প্রকার সমাজসেবার মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কারের কাজে এগিয়ে এসেছেন।

সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এসিয়াটিক সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-সার্ধশত সমারোহ সমিতির সম্বর্ধিনী সভা

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতা নন্দন পরিসরের জীবনানন্দ সভাঘরে অনুষ্ঠিত হলো একটি আলোচনা সভা। আয়োজক সমারোহ সমিতি সম্বর্ধিনী বিভাগ (মহিলা) ও সংস্কার ভারতী।

আলোচনা সভার বক্তা ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ সুমিতা চক্রবর্তী এবং সারদা মঠ দমদম কলেজে অধ্যাপনায় রত প্রব্রাজিকা প্রদীপ্ত প্রাণা। সংযোজিকা ছিলেন আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচ্য বিষয় ছিল যথাক্রমে 'স্বামী বিবেকানন্দ ও প্রতীচ্যের নারী' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে আদর্শ নারী এবং আজকের প্রেক্ষাপটে তার প্রাসঙ্গিকতা'। ডঃ সুমিতা চক্রবর্তী প্রধানত চারজন মহিলার কথা তুলে ধরেন যাঁরা স্বামীজীর আমেরিকায় প্রবাসকালে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন।

মিসিগানের গভর্নরের স্ত্রী ফ্রানসিস ব্যাগলী, আমেরিকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ব্যবসায়ী মহিলা বার্থা পামার, অপেরা গায়িকা এমা কালভে ও বাচিক শিল্পী ফ্লোরেন্স এডামস্ এবং সাহিত্যকার, কবি হ্যারিয়েট মনরো।

আমেরিকায় গিয়ে তিনি সেখানকার নারীদের জীবনে স্বচ্ছন্দ, স্বাধীনতা, শিক্ষার প্রভাব দেখে মুগ্ধ হলেন। সেইসঙ্গে তিনি উপলব্ধি করলেন ভারতীয় নারীরা নম্রতা, শালীনতা, ধৈর্যশীলতা, পবিত্রতা, ত্যাগ এই গুণগুলিতে অধিকতর সমৃদ্ধ। সুতরাং ভারতবর্ষের নারী সমাজের প্রতি তার বার্তা ছিল, ভারতীয় জীবন বোধের কোমলতা ও মাধুর্যকে বজায় রেখে উন্নত প্রযুক্তির আশ্রয় নিয়ে আদর্শনারী চরিত্র গঠন করতে হবে।

উপরি উক্ত দুই বক্তার বক্তব্যের সংযোজনা করতে গিয়ে ডঃ দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করলেন, ভারতের বিশেষত্ব এখানে নারী মাতৃরূপে পূজিত হন। তাই নারীর মধ্যে যে দেবত্ব আছে যথাযথ আচরণের দ্বারা তাকে প্রকট করা কর্তব্য।

আলোচনা সভায় অধ্যাপিকা, আইনজীবী, সঙ্গীতশিল্পী, সমাজ সেবিকা, নাট্যকর্মী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মহিলারা যেমন ছিলেন, ছিলেন গৃহবধূ ও ছাত্রী।

সার্ধশত সমারোহ সমিতির পক্ষ থেকে

উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক অসীম মিত্র, সহ-সম্পাদক অরবিন্দ দাশ, রোহিণী প্রামাণিক, শিবপূজনজী প্রমুখ।

অতিথিদের মধ্যে ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে মণিকুন্তলা সরকার এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ভূপাল লাহিড়ী।

মহুয়া ধর, স্মিতশ্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রা ঘোষ বক্তাদের এবং সংযোযিকাকে সম্মান জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধশত সমারোহ সমিতির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন সংস্কার ভারতীর সহ-সাহিত্য প্রমুখ অনুপা দাস।

হাওড়ার শ্যামপুরে বিশাল সংস্কৃত প্রদর্শনী

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সংস্কৃত ভারতীর উদ্যোগে হাওড়া জেলার বাগানান শ্যামপুর হাইস্কুলে এক সংস্কৃত বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে নিত্য ব্যবহার্য বস্তুগুলি সাজিয়ে সেগুলির সংস্কৃত নাম উল্লেখ করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। অভিনব এই সংস্কৃত প্রদর্শনী দেখার জন্য স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বা সার্বজনিক স্থানে এইরকম প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য তারা আহ্বান জানান। প্রদর্শনীতে বাংলায় হাজার হাজার সংস্কৃতপ্রেমীদের সংস্কৃত শেখার আগ্রহ তথা সংস্কৃত ভারতীর ক্রমবর্ধমান কাজের কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়। এই সংস্কৃত প্রদর্শনীর আয়োজন করেন শ্যামপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌতম কুমার দাস ও শিক্ষক মধুসূদন জানা।

পরলোকে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডঃ প্রতাপ চক্রবর্তী

গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে যাদবপুরের বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় চলে গেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ প্রতাপ চক্রবর্তী। প্রতাপবাবু যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 'ফুড টেকনোলজি' এবং 'রায় ও কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারীং' বিভাগের প্রধান ছিলেন। কানাডা থেকে এম এস করেছেন এবং ভি এস থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পি এইচ ডি করেছেন।

১৯৯৮ সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক মঞ্চ (ABRSM)-এ যোগ দেন এবং বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও দিল্লীতে শিক্ষক সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকরা ভারতে ব্যবহৃত সরষে তেল বিরোধী মত ঘোষণা করছিল। ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে সরষেতেল ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর কোনও অপকারিতা নেই বলে তার প্রমাণ তিনি হল্যান্ডের ওই সম্মেলনে রেখেছিলেন।

ভারতেও ২০০১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারকে ফুড প্রসেসিং-এর বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন। প্রায় ৩০ বছর আগে প্রতাপবাবু গুজরাটের আমুল প্রডাক্টের সঙ্গে কাজ করেছেন। প্রতাপবাবু বৈজ্ঞানিক হিসাবে ভারতের বিভিন্ন কাজে যুক্ত হবার জন্য আর এস এসের প্রয়াত সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং নানা কাজে সরকারকে সহযোগিতা করেন।

বিজ্ঞান ভারতীর পশ্চিমবাংলার প্রতাপবাবু ছিলেন Founder Vice President. আর এস এস-এর সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী গোলওয়ালকরের শতবর্ষ সমারোহ সমিতির তিনি পশ্চিমবঙ্গের সহ-সভাপতি ছিলেন। নাগপুরে সমারোপ উৎসবেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। নানাজী দেশমুখের উত্তরপ্রদেশ গ্রামোন্নয়নের যে বিরাট কার্যক্রম চলছে, সেই পরিকল্পনাও কয়েকদিন থেকে দেখে এসেছেন। বাংলায় কিছু এই ধরনের গ্রামোন্নয়নের কাজ করার আগ্রহ তাঁর ছিল।

গত ১৩ জানুয়ারি অধ্যাপক চক্রবর্তী কল্যাণীতে বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষে যে শিবির হয়েছিল সেখানে তিনি কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দমদমে একটি ছোট বাড়িও তৈরি করেছেন। কদিন আগে তার গৃহপ্রবেশ হলো। সেখানে বিদ্যাভারতীর সহযোগিতায় গান ও আঁকার স্কুল করার ইচ্ছা ছিল।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদে মহাকুম্ভ স্নান করার সময় একটা নৌকোয় ধাক্কা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই ব্যথা নিয়ে কলকাতায় ফিরে কোনও চিকিৎসা করার সুযোগই পেলেন না। জাতীয় অধ্যাপক মঞ্চ তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে।

মঙ্গলনিধি

গত ৩ ফেব্রুয়ারি সঙ্ঘের উত্তর বীরভূম জেলার জেলা-ব্যবস্থা প্রমুখ যোগেশ গুপ্তার বিবাহ উপলক্ষে তার মাতৃদেবী সোনাবতী গুপ্তা বীরভূম সেবাট্রাস্টের সম্পাদকের হাতে ১০,০০১ (দশ হাজার এক) টাকা মঙ্গলনিধি হিসেবে দান করেন।

শোকসংবাদ

২১ ফেব্রুয়ারি উত্তর মালদার চাঁচল মহকুমার কলিগ্রাম ভারতীভবন— সাধারণ পাঠাগারের পরিচালন সমিতির সম্পাদক তথা সমাজসেবী কমলেন্দু রায়চৌধুরী গত ৫ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। দীর্ঘদিন তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। উল্লেখ্য তিনি আর এস এসের উত্তর মালদা জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ তথা চাঁচলের বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডাঃ দেবাশীষ রায়চৌধুরীর পিতা। প্রয়াত কমলেন্দুবাবু পার্শ্ববর্তী থাহাঘাটি (Thaghati) হাইমাদ্রাসার শিক্ষকও ছিলেন। তিনি শৈশবকাল থেকেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। বাসিন্দা চাঁচলের কালিগ্রামের। শিক্ষকতা পেশা ছাড়াও তিনি নানাবিধ সামাজিক উন্নয়নের কাজকর্মে আজীবন সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে কলিগ্রাম ভারতী ভবন পাঠাগারের পরিচালনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা। সেইসঙ্গে তাঁর বহু গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রী বন্ধু শুভানুধ্যায়ী। উল্লেখ্য, গত ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁর শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের দিন তাঁর স্ত্রী মৃদুলা দেবী এবং পুত্র দেবাশীষ রায়চৌধুরী নগদ ১০০১ টাকা সমাজ সেবার নানাবিধ কাজকর্মের জন্য উত্তর মালদা জেলা সঙ্ঘচালক মোহিতলাল গোস্বামীর হাতে তুলে দেন।

***

গত ২৫ ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া নগরের স্বয়ংসেবক রামবুঝাওন সিন্‌হা পরলোক গমন করেছেন। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পুরুলিয়া জেলা সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। মূল বাসিন্দা বিহারের হলেও বহু বছর ধরে পুরুলিয়াতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে আসছেন। তিনি তিন পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

অনিল কুমার সাহা (৬৮) গত ১৫ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগত হয়েছেন। তিনি কলকাতার নিবেদিতা নগরের স্বয়ংসেবক অমিত সাহার পিতৃদেব। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও নাতি-নাতনিদের ছেড়ে গেলেন।

***

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা রোড শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক বাদলবরণ ঘোষ ৬৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর পুত্র বাপী ঘোষ সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। সঙ্ঘকার্য বিস্তারে গড়বেতা মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে তিনি চেষ্টা করেছেন।

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যে কোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন। — ব্যবস্থাপক

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

১. প্রকাশনের স্থান : ২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬,
২. প্রকাশনের সময় : সাপ্তাহিক। **৩. মুদ্রকের নাম :** শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ৫/২৪, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা-৪১। **৪. প্রকাশকের নাম :** শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ৫/২৪, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা-৪১। **৫. সম্পাদকের নাম :** শ্রী বিজয় আঢ্য। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২৭/১, বি, বিধান সরণি, কলকাতা -৬। ৬. **মালিকানা :** স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট। **ঠিকানা :** ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬।

ট্রাস্টের সদস্যবৃন্দ :
অধ্যাপক অমল কুমার বসু, ২৬, বিধান সরণি, কলকাতা -৬।
শ্রী যুগলকিশোর জৈথলিয়া, ১৬১/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা -৭।
শ্রী কেশবরাও দীক্ষিত, ৯-এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা -৬।
শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, ৬৪, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা - ৬৭।
শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫/২৪, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা -৪১।
শ্রী সত্যনারায়ণ মজুমদার, পুড়াটুলী, মালদা।
শ্রী অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, ৯৫বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭৩।
শ্রী দেবাশিস লাহিড়ী, ২/৫, সর্ট রোড, দুর্গাপুর -৪।
শ্রী প্রদীপ কুমার দে, ১০/৩৮, বিজয়গড়, পোঃ যাদবপুর, কলকাতা-৩২।

আমি শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর
Ranendra Lal Banerjee
তারিখ ঃ ১১.০৩.২০১৩
রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাভারতের কাহিনী “যা নেই ভারতে”

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

সম্প্রতি সুন্দরম্ নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজনা করছে তাদের নাটক, ‘যা নেই ভারতে’। মনোজ মিত্র রচিত এই নাটকে মহাভারতের কাহিনীকে নবরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

পুত্রহীনা অম্বিকাকে যখন নিয়োগ প্রথায় সন্তান উৎপাদন করার কথা বলা হয় তখন সে ভীষ্মকে নির্বাচন করে। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভীষ্ম তাতে রাজি না হতে পারলেও সে যে মনে মনে অম্বিকাকে ভালোবাসে তা প্রকাশ করে ফেলে। এমনকি তার মুখে এ সংলাপও শোনা যায় যে, প্রতিজ্ঞা করে সে হয়তো ভুলই করেছে।

এরপর ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয়। এই সময় রাক্ষসী পাতকিনী এসে পুত্রদের পালক কুঞ্চিকাকে বলে শিশুদের তার হাতে তুলে দিতে। কারণ, কুরুবংশের সমস্ত অবৈধ সন্তানদের সে নিয়ে যায় জঙ্গলে তার আস্তানায়। কিন্তু এবার কুঞ্চিকা তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়, কারণ এরাই কুরুবংশের ভবিষ্যৎ।

পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র বড় হলো। পাণ্ডু বরাবরই উদ্ধত, যুদ্ধপ্রবণ এবং রাজ্যলোভী। অপরদিকে ধৃতরাষ্ট্র বরাবরই যুদ্ধ বিরোধী। কিন্তু জন্মান্ধ হওয়ার কারণে এবং নিজে যুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারবে না, এই কারণ দেখিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বঞ্চিত করে পাণ্ডুকে রাজা করে ভীষ্ম। পাণ্ডু রাজা হয়েই অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করে। তখন ধৃতরাষ্ট্র বলে যে অশ্বমেধ যজ্ঞ কোনও যজ্ঞই নয়; ওটা আসলে নিজের পরাক্রম দেখাবার এবং লুণ্ঠনের শাস্ত্র সম্মত উপায়। ওদিকে ভীষ্ম গান্ধার রাজকে পরাজিত করে রাজা সুবল ও তার কন্যা গান্ধারীকে রাজপ্রাসাদে অতিথি আখ্যা দিয়ে একরকম আটকে রাখে এবং তাদের রাজ্য সুরক্ষিত থাকবে এরকম কথা দিয়ে কৌশলে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীর বিবাহ দেয়। কিন্তু গান্ধারী অন্ধ স্বামীকে কখনওই মেনে নিতে পারে না। সে গোপনে দাসী ইরাকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঠাতো অঙ্কশায়িনী হতে এবং ভীষ্মের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই যেন সে নিজের জরায়ুকে বিনষ্ট করে কুরুবংশকে বংশহীন করার জন্য।

ধৃতরাষ্ট্র সব বুঝেও অসহায়ের মতো চুপ করে থাকে। কিন্তু রাজা হয়েও পাণ্ডুর মনে সুখ ছিল না। কারণ, সে পুরুষত্বহীন, সন্তানের জন্মদানে অক্ষম। একদিন সুরাপান করে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সে বিলাপ করে যে, রাজা হলেও পরবর্তীকালে ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানরাই সিংহাসনে বসবে আর তার অর্জিত সম্পদ ভোগ করবে। তারপর বিষণ্ণমনে সে রাজপাট ছেড়ে সস্ত্রীক বনে চলে যায়। আর কোনও রাস্তা না থাকায় এবার ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকেই রাজা করে। কিছুদিন পর হঠাৎই সবার কানে আসে পাণ্ডুর মৃত্যু এবং পঞ্চ পাণ্ডবের জন্মের কথা। ভীষ্ম উৎফুল্ল হলেও ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করে পুরুষত্বহীন পাণ্ডুর সন্তান হয় কিভাবে? কিন্তু কেউ তার কথায় কোনও আমল দেয় না। তখন ধৃতরাষ্ট্র রাগে ক্ষোভে কুঞ্চিকাকে বলে পাতকিনীকে খবর পাঠাতে। তার ইচ্ছে পাতকিনীর কাছে পালিত অবৈধ সন্তানদের মধ্যে শতপুত্রকে সে দত্তক নেবে এবং রাজপুত্রের মর্যাদা দেবে। সে নিজে অস্ত্র ধারণে অক্ষম হলেও ওই শতপুত্র একদিন তার হয়ে অস্ত্র ধরবে।

নাটকটি এখানে শেষ হয়েছে। কিন্তু শেষ হয়েও যেন অনেক কথা বলে দিয়ে গেছে।

কুঞ্চিকার চরিত্রে মনোজ মিত্র এবং ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রে দেবব্রত চৌধুরী অসাধারণ অভিনয় করেছেন। অসিত সরকার কৃত মঞ্চসজ্জা খুবই সুন্দর। জয়সেনের আলো যথারীতিই খুব ভালো। নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্রের কথা নতুন করে কিছু বলার নেই। অসাধারণ টান টান নাট্যরূপ এবং পরিচালনায় দর্শককে মুগ্ধ করেছেন তিনি।

মহাভারতের নতুন রকম বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ এই নাটকটি একটি মনোজ্ঞ প্রযোজনা।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

শব্দরূপ-৬৬০ অভ্রদীপ সান্যাল

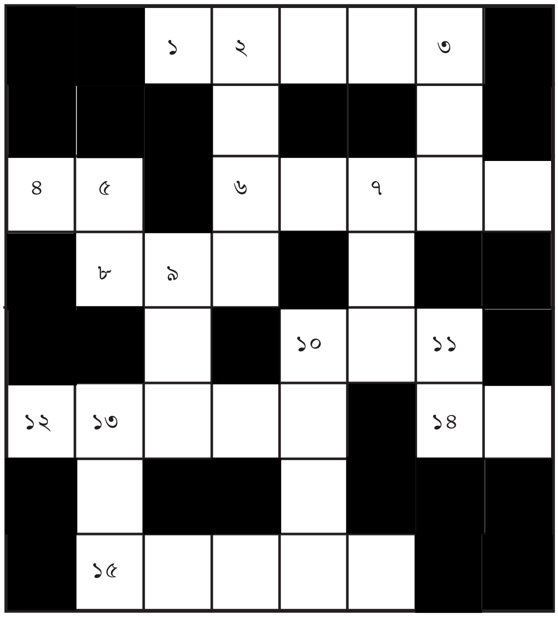

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. অত্যন্ত খাতির, মধ্যে জননী, শেষ দুয়ে মূল্য, ৪. করুণা, দয়া, ৬. বৈষ্ণবদের তুলসীর মালাপরা, একে-চারে হাত, ৮. নূতন, নবীন, ১০. স্ত্রী-বাছুর, ১২. হিন্দু বিবাহানুষ্ঠানে মাঙ্গলিক সোনা দান, এক-পাঁচে কুঁড়ি, ১৪. গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুর দ্বারা নিহত অসুর বিশেষ, ১৫. ভাবনা জন্মায় এমন, শেষ তিনে বাবা।

উপর-নীচ : ২. বৈষ্ণবদের ললাটে আঁকা পুষ্পকলির মতো তিলক, শেষ দুয়ে বর্তমান যুগ, ৩. স্থিতিস্থাপক পদার্থ বিশেষ, ৫. তাম্বুল, ৭. বিশেষণে ধর্মপরায়ণ, ধর্মে অনুরাগী, ৯. উত্তপ্ত প্রবাহ, ১০. দেবতার উদ্দেশে প্রাণী বধ, ১১. সাপ, ১৩. এই দৈত্য ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়, শেষ দুয়ে চর্মকার।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৫৭

ত			ম	ন্দো	দ	রী	
ক	পি		ন		ন্ত		
মা	তৃ	ত্ব	সা		রু		
	প			কু	চি	লা	
	ক্ষ	ত্রি	য়			ভ	
		পি		চ	ন্দ্র	পু	লি
		ট		ন্দ		র	টা
	শু	ক	তা	রা			র

সঠিক উত্তরদাতা

শ্রবণা সোম
হাতিয়াড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬৬০ সংখ্যার সমাধান আগামী ১ এপ্রিল, ২০১৩ সংখ্যায়

আমার বিশ্বাস— ভারত শীঘ্রই অভূতপূর্ব শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইবে; প্রাচীন ঋষিগণ অপেক্ষা মহত্তর ঋষিগণের অভ্যুদয় হইবে, আর তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ তাহাদের বংশধরদের এই অপূর্ব অভ্যুদয়ে শুধু যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা নহে, আমি বলিতেছি নিশ্চয়ই তাহারা পরলোকে নিজ নিজ স্থান হইতে তাহাদের বংশধরগণের এরূপ মহিমা, এরূপ মহত্ত্ব দেখিয়া নিজদিগকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিবে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

(বাণী ও রচনা, ৫/৪৭)

সৌজন্যে : জনৈক শুভানুধ্যায়ী

সারা দেশ এখন সূর্য নমস্কারের মন্ত্রে মন্দ্রিত

সুকেশ মণ্ডল॥ ওঁ মিত্রায় নমঃ, ওঁ রবয়ে নমঃ, ওঁ সূর্যায় নমঃ... সমবেত সূর্যনমস্কারের মন্ত্রধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সারাদেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতী মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সূর্য নমস্কার করেছেন। আসলে স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেশে এই সূর্য নমস্কার মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্যোক্তা স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশত সমারোহ সমিতি, কন্যাকুমারি। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এদিন তিন কোটি যুবক-যুবতী এই মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন। সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশাল কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় স্তরে ও স্থানীয় সংস্থায়ও এই কার্যক্রম হয়েছে। রাজধানী দিল্লীর রামলীলা ময়দানে আয়োজিত সূর্য নমস্কারের কার্যক্রমে দিল্লীর ১৪৩টি বিদ্যালয় থেকে ১১,৩৯৮ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবকগণও অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনও এই মহাযজ্ঞে আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। রামলীলা ময়দানে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী সমবেতভাবে মন্ত্রসহ ১৩টি সূর্যনমস্কার করে। আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও তাদের উৎসাহে কোনও খামতি দেখা যায়নি। উপস্থিত পুলিশকর্মীরা ও ময়দানে বেড়াতে আসা নাগরিকদের ঔৎসুক্য ছিল চোখের পড়ার মতো। এছাড়াও বিদ্যাভারতীর সরস্বতী শিশু মন্দিরের, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীগণ বিভিন্ন প্রকার আসন ও পিরামিড প্রদর্শন করে।

রাজস্থানের যোধপুর শহরের নিউ পোলো গ্রাউন্ডে ১৪৮ বিদ্যালয় ও ২টি মহাবিদ্যালয়ের মোট ২৩,৮৬৬ বিদ্যার্থী অংশগ্রহণ করে। বিহার রাজ্যের সমস্ত জেলায় সূর্য নমস্কার মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। পাটনা শহরে সাত হাজারেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। মুম্বাই শহরে তিন হাজার, হরিয়ানায় ২৪ হাজার, আমেদাবাদে ২ লাখের বেশি, হায়দরাবাদে ২ লাখের অধিক যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছে। মোটকথা দেশের কোণায় কোণায় যুবসমাজ এই সূর্য নমস্কার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শরীর চর্চা করে চলেছে। স্বামীজীর সার্ধশত জন্মশতবর্ষে এই কার্যক্রমের আয়োজন— কেননা দৃঢ় মনের সঙ্গে ইস্পাত কঠিন শরীরও চেয়েছিলেন তিনি। সূর্য নমস্কারের চর্চা সেই ফল দিতে পারে। সূর্য নমস্কার যোগাসনের মধ্যে সবচেয়ে উপকারী ও লাভদায়ক। বস্তুত সূর্য নমস্কার আলাদা আলাদা ৮টি আসনের সমষ্টি। যেমন— (১) নমস্কারাসন, (২) উর্ধ্বাসন, (৩) পাদহস্তাসন, (৪) একপাদ প্রসারণাসন, (৫) দ্বিপাদ প্রসারণাসন, (৬) সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতাসন (৭) উর্ধ্বমুখ শ্বানাসন, (৮) অধোমুখ শ্বানাসন। এই আটটি আসন ১০টি স্থিতিতে সম্পূর্ণ হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০তম জন্মজয়ন্তীতে এই সূর্য নমস্কার কার্যক্রম সারা বিশ্বে কৌতুহল নির্মাণ করেছে। এই আসনে শরীরের অনেক সমস্যা দূর হয়। আমেরিকার জার্নাল 'বডিওয়ার্ক অ্যান্ড মুভমেন্ট থেরাপী'তে সূর্যনমস্কারের উপকারিতা সম্পর্কে সম্প্রতি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সূর্য নমস্কারের উপযোগিতা সম্পর্কে ভারতীয়রা পরিচিত হলেও পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে তা অপরিচিত। সম্প্রতি আমেরিকার এক জার্নালে প্রকাশিত হওয়ায় সারা বিশ্বের নজর এই সূর্য নমস্কারের উপর।

এভাবে সূর্যনমস্কার বিশ্বে ক্রমশ স্বীকৃতি লাভ করছে।

(উৎস : পাঞ্চজন্য, ৩ মার্চ, ২০১৩)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই,
WANTED DISTRIBUTOR
ময়লার চরম শত্রু কাপড়ের পরম বন্ধু
গ্লোবাল ফাইটার
ডিটারজেন্ট পাউডার
প্রতিনিধিবিহীন এলাকায় ডিস্ট্রিবিউটরের জন্য
—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—
মোবাইল নং-০৩৩-৩২৬১০৩৪৫,
৯৬৮১৬০০৯৭৫

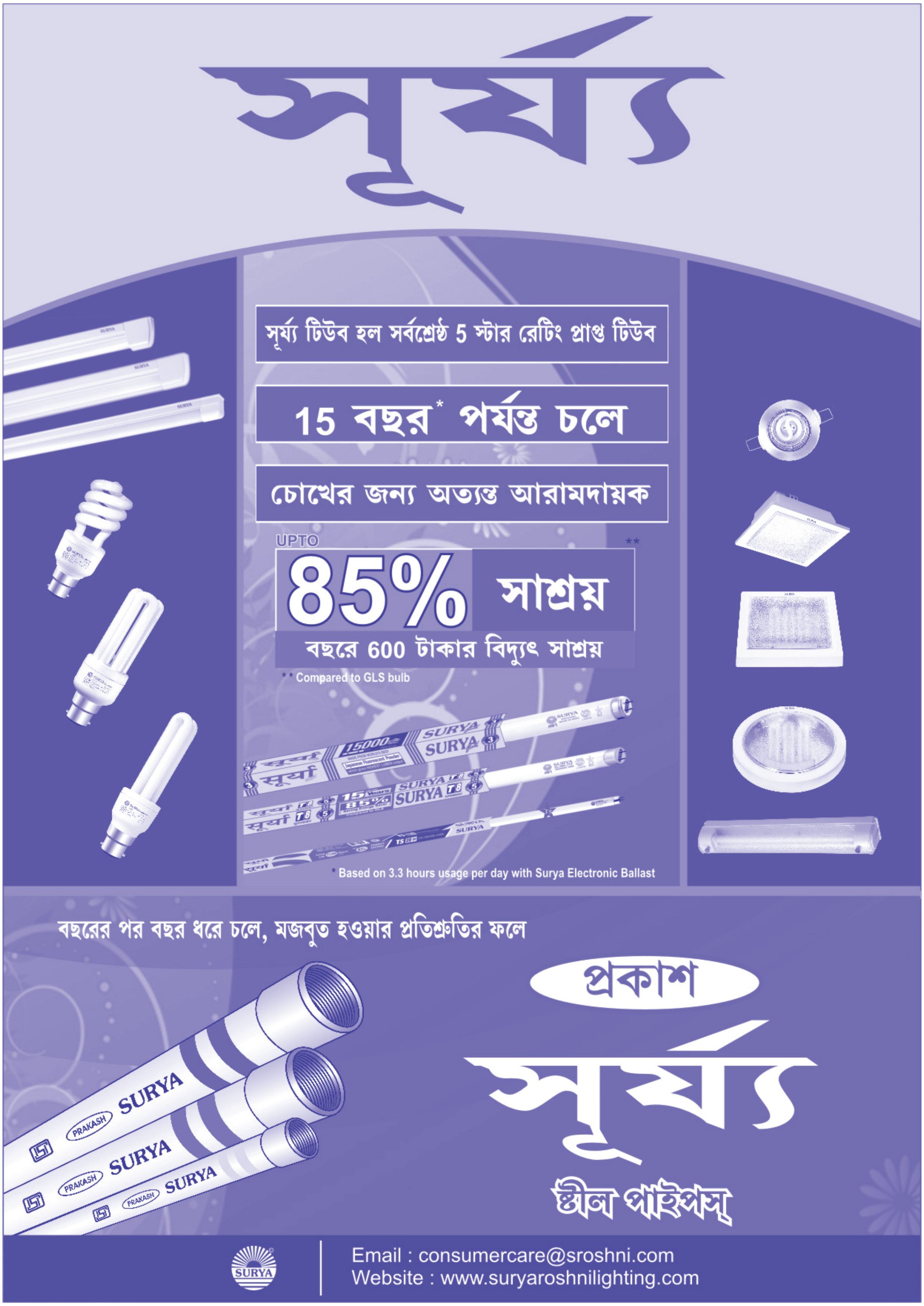
সূর্য্য
সূর্য্য টিউব হল সর্বশ্রেষ্ঠ 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত টিউব
15 বছর* পর্যন্ত চলে
চোখের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক
UPTO
85% সাশ্রয় **
বছরে 600 টাকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়
** Compared to GLS bulb
SURYA
SURYA
* Based on 3.3 hours usage per day with Surya Electronic Ballast
বছরের পর বছর ধরে চলে, মজবুত হওয়ার প্রতিশ্রুতির ফলে
প্রকাশ
সূর্য্য
ষ্টীল পাইপস্
SURYA
PRAKASH
Email : consumercare@sroshni.com
Website : www.suryaroshnilighting.com

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
11 March - 2013